
ওয়েস্টার্ন
ঈগলের বাসা
তাহের শামুসদ্দিন
সেবা প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন রোমাঞ্চোপন্যাস

ঈগলের বাসা

তাহের শামসুদ্দীন

কলেজের ছাত্র ছিল রকি টেন্টন। পিতৃহত্যার প্রতিশোধ নেয়ার জন্য হাতে তুলে নিল জোড়া সিক্স-গান। ঈগলের মত ছোঁ দিয়ে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিল খুনী মেক্সিকান দস্যু রড্রিগস ও তার অনুচরদের। সীমান্ত অঞ্চল আর মেক্সিকোর অর্ধাংশ জুড়ে তার নাম হয়ে গেল এল্ ঈগোলো–দি, ঈগ্ল।

কিন্তু পেশাদার খুনী বা বন্দুকবাজ নয় বলে সে চাইল শান্তিময় জীবনে ফিরে যেতে। তারই খোঁজে চলল সুদূর ক্রিসেন্টভিলে। জানত না ঐ শহরটি দক্ষিণ-পশ্চিমের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আউট–ল'দের আস্তানা।

শান্তি কী পেল রকি সেই মৃত্যুপুরীতে?

সেবা বই
প্রিয় বই
অবসরের সঙ্গী

সেবা প্রকাশনী, ২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা-১০০০
শো-রূমঃ ৩৬/১০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

সেবা
প্রকাশনী

ওয়েস্টার্ন—৮৭

ঈগলের বাসা

একখণ্ডে সমাপ্ত রোমাঞ্চোপন্যাস

তাহের শামসুদ্দীন

বাইশ টাকা

প্রকাশক :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০

প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯২
প্রচ্ছদ পরিকল্পনা : শরাফত খান
রচনা: বিদেশী কাহিনী অনুসরণে
মুদ্রাকর :
কাজী আনোয়ার হোসেন
সেগুনবাগান প্রেস
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
যোগাযোগের ঠিকানা :
সেবা প্রকাশনী
২৪/৪ সেগুন বাগিচা, ঢাকা ১০০০
দূরালাপন: ৪০৫৩৩২
জি. পি. ও. বক্স নং ৮৫০
শো-রুম :
সেবা প্রকাশনী
৩৬/১০ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
EAGOLER BASHA
By: Taher Shamsuddin

ঈগলের বাসা

তাহের শামসুদ্দীন

এক

ট্রেইলটা প্রাচীন। চলে এসেছে এঁকেবেঁকে মরুভূমির হলদেটে বালির ওপর দিয়ে। সবুজ কাঁটাঝোপ আর ধারালো পাতাওয়ালা যুক্কার পাশ কাটিয়ে র‍্যাট্‌লস্নেক-এর মত কুণ্ডলী পাকিয়ে ক্রমশ উঠে গেছে ক্যাবালোর পাদদেশে ছোট্ট ছোট্ট পাহাড়ের এবড়োখেবড়ো নাঙ্গা গা বেয়ে। ওপর দিকে।

এই ট্রেইলে একদিন অ্যাপাচি, কোমাঞ্চি, আর লিপানরা আনাগোনা করত দূর দূরান্তরে। চলে যেত দলে দলে সুদূর দক্ষিণে। বিপদসঙ্কুল জনহীন প্রান্তর পেরিয়ে রিও গ্র্যাণ্ডে নদীর তীরে। সেখান থেকে নদীর প্রশস্ত বুকের ওপর দিয়ে অসংখ্য চোরাবালির মরণফাঁদ এড়িয়ে ট্রেইলটা পৌঁছে গেছে মেক্সিকানদের মেটে বাড়িঘরের ধূসর-তামাটে শহরগুলো পর্যন্ত। ইণ্ডিয়ানদের মোক্যাসিন পরা পা, আর ঘোড়ার খুরের আঘাতে আঘাতে শক্ত হয়ে গেছে ট্রেইলটা।

রকি ট্রেন্টন রিও গ্র্যাণ্ডের তীর থেকে সোজা এই ট্রেইল ধরে চলাচল করছে আজ বহু বছর ধরে। তার বিশাল কালো

ঘোড়া মিডনাইট ছুটছে অক্লান্তভাবে। এটা তার জীবনের সেরা ঘোড়া। তাই সে চায় না ঘোড়াটা বেশি কাহিল হয়ে পড়ুক। একটা বিশেষ কাজ রয়েছে সামনে। তাই ঘোড়াটাকে সুস্থ সবল রেখেই পৌছতে হবে গন্তব্যস্থানে।

'ক্রিসেন্টভিল তো এই পাহাড়গুলোর ঠিক ওপাশেই হবার কথা,' বলল সে বিড়বিড় করে আপন মনে।

হঠাৎ চুপ হয়ে গেল সে। ঘন নীল চোখ দুটো কুঁচকে তাকাল সামনের দিকে। ঘোড়াটি স্বচ্ছন্দে তরতর করে উঠে যাচ্ছে আঁকাবাঁকা ট্রেইল বেয়ে পাহাড়ের ওপর। সামনে জুনিপার আর ওকের ঝোপ। রকি টেন্টন কড়া নজর রাখছে সেদিকে।

রকি টেন্টনের দৈর্ঘ্য ছয় ফুটের একটু কম। ছিপছিপে শরীর, প্রশস্ত কাঁধ। মাথায় স্টেটসনের কালো চওড়া হ্যাট, গায়ে ফ্ল্যানেলের নীল শার্ট, পরনে ধূসর জিন্‌স–এর ট্রাউজার। কোমরে লম্বা ব্যারেলের দুটো কোল্ট নিচু করে ঝুলিয়ে বাঁধা।

পনের–বিশ গজ দূরে ট্রেইলের পাশে কতগুলো পাথর। একটা পাথর চ্যাপ্টা। ওটার মাঝখানে দড়ির মত কুণ্ডলী পাকিয়ে কি একটা পড়ে আছে নিশ্চল হয়ে। রকি টেন্টনের চোখ দু'টো নেচে উঠল। কুণ্ডলী থেকে একটা মাথা উঁচু হয়ে ছন্দোময় ভঙ্গিতে দুলতে লাগল সামনে–পেছনে। রকি ইঙ্গিত দিল মিড্‌নাইটকে। লাফ দিয়ে মিড্‌নাইট ছুটল জোর কদমে।

নিমিষে বিশ গজ অতিক্রম করে ওরা চলে গেল র‍্যাটলারটির পাশাপাশি। রকি শুনতে পেল দমকা হাওয়ায় ওড়ানো শুকনো পাতার সরসর আওয়াজের মত সেই ভয়ঙ্কর ধ্বনি। ওরা ছাড়িয়ে গেল র‍্যাট্ল-টাকে। হঠাৎ জিনের ওপরে ঘুরে গেল রকি। ডান হাতটি ওর সামনে দিয়ে চলে গেল বাঁয়ে। বেরিয়ে এল বাঁ-দিকের কোল্টটি। গর্জে উঠল সাথে সাথে। র‍্যাটলারের মাথা চূর্ণ হয়ে গেল। রকির মুখে ধীরে ধীরে ফুটে উঠল একটা হাসির রেখা—লক্ষ্যভেদে নিজের বিস্ময়কর পারদর্শিতার জন্য নয়, অন্য কিছু কথা মনে করে।

ঘোড়াটার গতি কমাবার জন্য রাশ টানল সে। এমন সময় ওর ডানে ওপর দিক থেকে কার একটা মন্তব্য কানে এল ওর।

'চমৎকার!'

বিস্ময়ে দারুণ চমকে গেল রকি। লাগামে আকস্মিকভাবে জোরে টান পড়ায় মিড্নাইট প্রায় বসে পড়ল লেজের ওপর। কোল্টটা ওপরে তুলে রকি কড়া দৃষ্টিতে তাকাল শব্দটা লক্ষ্য করে। পরক্ষণেই কপাল কুঁচকে হাত নামিয়ে কোল্টটা রেখে দিল হোলস্টারে।

পাহাড়ের একপাশে একটা উঁচু মত জায়গায় ছোট্ট, তামাটে বর্ণের ঘোড়ায় স্যাড্ল-হর্নের ওপর আরামে হাত রেখে বসে আছে একটি ছিপছিপে সুশ্রী মেয়ে। বোঝা গেল, মেয়েটি ওর চমকপ্রদ বন্দুকবাজি দেখেছে। তার মুখের হাসিতে প্রশংসা ও প্রচ্ছন্ন কৌতুকের মিশ্রণ।

'ঘটনাটা কি আকস্মিক?' প্রশ্ন করল মেয়েটি বড় বড় তামাটে চোখে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

রকিও হাসল। বলল, 'আকস্মিক? কেন, ইচ্ছে করে কেউ এরকম করতে পারে না নাকি?'

কিন্তু মনে মনে সে বলল, 'সুন্দর! পোর ডিও! পোর ডিও! সুন্দর! কে হতে পারে মেয়েটি?'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে খুঁটিয়ে দেখতে দেখতে মেয়েটি বলল, 'পারবে না কেন। ক্রিসেন্টভিল এবং এর আশপাশে কেউ কেউ আছে যারা এরকম লক্ষ্যভেদ করতে পারে। বোধহয় তিন বারের মধ্যে দু'বারই পারে।'

নিরীহ ভঙ্গিতে চোখ বড় বড় করে রকি বলল, 'সত্যি নাকি? ওরে বাবা! কি রকমের জায়গা এটা, বলুন তো? যাদের কথা বললেন ঐ ভদ্রলোকরা অপরিচিত লোকদের সাথে খারাপ ব্যবহার করবেন না আশা করি। নাকি, ক্রিসেন্টভিলে না যাওয়াই ভাল আমার জন্যে?'

মেয়েটি আরও কিছুক্ষণ নীরবে পর্যবেক্ষণ করে ঢাল বেয়ে নেমে এল রকির কাছে। কাছ থেকে মেয়েটিকে দেখে ওর ধমনীতে রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হল। পঁচিশ বছরের জীবনে প্রচুর অভিজ্ঞতা হয়েছে ওর। কোন কোন অভিজ্ঞতা এতই খারাপ যে উল্লেখ করা যায় না। কিন্তু মেয়েটির দিকে তাকিয়ে মনে হল, এই সাক্ষাত ওর গোটা জীবনকে প্রভাবিত করবে। রকির ভেতর থেকে কে যেন ডেকে বলল, 'রকি, ওরে গর্দভ, এ হচ্ছে সেই মেয়ে যে তোকে পথ দেখাবে!'

মেয়েটি হঠাৎ বলল, 'আপনার হয়ত ক্রিসেন্টভিলকে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। একজন সৎ মানুষকে আকর্ষণ করার মত কি আছে ওখানে বুঝিনে। শহরটার জন্ম থেকে, খনিগুলো চালু হবার এবং বন্দুকবাজদের আসারও আগ থেকে আমি একে চিনি।'

রকি সরলভাবে বলল, 'কিন্তু লোকে তো শেখার জন্যে, অভিজ্ঞতা লাভের জন্যে, নতুন নতুন জায়গা এবং নতুন নতুন মানুষ দেখার জন্যেও সফরে বেরোয়। তাই আমার হয়ত ক্রিসেন্টভিলে যাওয়াই উচিত হবে। অন্তত একথা তো বলতে পারব যে শহরটায় আমি গিয়েছিলাম।'

'তাহলে কিছুটা পথ আপনার সাথে যাওয়া যাবে। ছয় কি সাত মাইল যেতে হবে। ক্রিসেন্টভিলে পৌছার আগেই বিদায় নেব,' বলল মেয়েটি কাঁধ ঝাঁকিয়ে।

রকি ভেতরে ভেতরে পাগল হয়ে উঠল মেয়েটির ব্যাপারে আরও কিছু জানার জন্য। বলল, 'শহরে থাকেন না? আমার নাম রকি ট্রেন্টন। কাউপাঞ্চার। রিও গ্র্যাণ্ডে এলাকা থেকে আসছি।'

'ও, সীমান্ত অঞ্চল থেকে। না, আমি শহরে থাকিনে। চাচার সাথে থাকি তাঁর র‍্যাঞ্চে। চাচা আঙ্গাস ডেভলিন এখানকার পুরানো বাসিন্দা।'

রকি চোরা দৃষ্টিতে তাকাল মেয়েটির দিকে। না, বাঁ-হাতে কোন আংটি নেই। আশ্বস্ত হল সে।

'রিও গ্র্যাণ্ডে থেকে এখান পর্যন্ত ট্রেইলটা বড় নির্জন,

তাই না?' জানতে চাইল মেয়েটি।

'না, ঠিক নির্জন নয়। আরেকটু দক্ষিণে অনেক লোক চলাচল করে। তবে আজ সারাদিন কারো সাথে দেখা হয়নি।'

'একজনের সাথেও দেখা হয়নি?' জিজ্ঞেস করলো মেয়েটি উদ্বিগ্ন স্বরে।

'কারো সাথেই না।'

উদ্বেগের ছাপ মুছে গেল মেয়েটির মুখ থেকে। সহজ ঠাট্টার সুরে বলল, 'তাহলে বোধহয় আর কোন হিংস্র নাগরিক আজ এদিকে আসবে না।'

কিন্তু রকি জানে যে মেয়েটির প্রশ্নের কারণ এটা ছিল না। সে এই ট্রেইলে অন্য কাউকে দেখবে বলে আশঙ্কা করছিল। আশঙ্কাটা ভুল প্রমাণিত হওয়ায় সে উদ্বেগমুক্ত হয়েছে।

'ক্রিসেন্টভিলের দোষটা কি? ওখানে বা আশপাশে কোন ভাল লোক নেই?' জানতে চাইল রকি।

'আশপাশে ভাল লোক আছে। ভেতরেও আছে বৈ কি। কিন্তু সংখ্যায় খুব কম। বদমাশ জুয়াড়ী আর নানা ধরনের চোরদের চাপে তারা চিঁড়ে-চ্যাপ্টা হয়ে আছে।'

'টাউন অফিসাররা, কাউন্টি অফিসাররা কেমন?'

'শেরিফ ব্লাডেন সৎ লোক। পুরানো বাসিন্দা। কিন্তু অসহায়। টাউন মার্শাল লয়েড ওসলার মারাত্মক এক বাজে লোক। তার লোকরা—পুরানো ও নতুন বন্ধুরাই বেশিরভাগ অপরাধ করে। ওসলার সম্পর্কে একমাত্র কথা যা বলা যায়

সেটা হচ্ছে এই যে সে নিজে যেসব নিয়মকানুন জারি করে সেগুলো কঠোরভাবে বলবৎ করে। যেমন, শহরের সীমানার মধ্যে কাউকে বন্দুকের গুলি ছুঁড়তে দেয়া হয় না। আদেশ অমান্য করলে গ্রেফতার এবং মোটা অঙ্কের জরিমানা। গ্রেফতারে সামান্য বাধা দিলেই মৃত্যু। ওসলার মারাত্মক!'

'কাউবয়রা নিশ্চয়ই মাশালকে তেমন পছন্দ করে না, কি বলেন?' হেসে জিজ্ঞেস করল রকি।

'মোটেই করে না। কিন্তু ওসলারকে তাদের না-পছন্দের ওটাই একমাত্র কারণ নয়। ওসলারের শহরে দল রেঞ্জের লোকদেরকে দেখতে পারে না। কোন কাউবয় শহরে এলে তার জীবনটা এরা অতিষ্ঠ করে তোলে। এজন্যে রেঞ্জের লোকরা শেরিফ ব্লাডেনকে সমর্থন করে। কিন্তু এতে সমস্যাটা আরও জট পাকিয়ে গেছে। পুরানো গরুচোর আর চৌকশ দাগী অপরাধীদের মধ্যে কেউ কেউ এখন মার্শালের দুশমন। তাকে খোলাখুলি মোকাবিলার শক্তি ওদের নেই। তাই ওরা সরে গেছে খনিগুলোর ওপাশে, লারেডোতে। শেরিফ ব্লাডেনের ওরা ঘোর সমর্থক, যদিও ক্রিমিন্যাল। শেরিফের জন্যে এটা বিব্রতকর।'

'কুখ্যাত বদমাশ পেনড্রেক এদিকে এসেছে?' প্রশ্ন করল রকি খুব ঠাণ্ডা স্বরে। এই লোকটাকে দেখামাত্রই হত্যা করার ইচ্ছা ওর।

'পেনড্রেক? এখানে ঐ নামের কেউ আছে বলে তো শুনিনি।'

'থাকতেই হবে! শুনেছি লোকটা পাকা খুনী। দারুণ বন্দুকবাজ। ক্রিসেন্টভিলেই নাকি থাকে।'

'কখনও নামটা শুনিনি।'

এরপর ওরা নীরবে এগিয়ে গেল! একসময় মেয়েটি তার ঘোড়ার রাশ টেনে থামাল। ওখানে ট্রেইল থেকে আরেকটা শাখা চলে গেছে পাশের দিকে।

'এটা হচ্ছে আমাদের র‍্যাঞ্চের পথ, মি. রকফিল্ড ট্রেন্টন। মিনিট কয়েকের মধ্যে আপনি ক্রিসেন্টভিলে পৌঁছে যাবেন। আশা করি এখানে আপনার ভাল লাগবে। আমার মনে হয় পেনড্রেকের ব্যাপারে আপনি হতাশ হবেন। এখানে ঐ নামের কেউ নেই এবং ছিল না। তবে তার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতে গেলে চোখ নামিয়ে রাখবেন। পুরুষরা হয়ত টের পাবে না—তবে যে কোন মেয়ে আপনার চোখ দেখলে উদ্দেশ্যটা বুঝে ফেলবে। বিদায়, মি. জঙ্গী কাউবয়!'

রকি কিছু বলার আগেই তামাটে ঘোড়াটিকে ঘুরিয়ে ঝড়ের বেগে মেয়েটি অদৃশ্য হয়ে গেল গাছপালার আড়ালে র‍্যাঞ্চের পথে। রকি তাকিয়ে রইল সেদিকে। মেয়েটির ব্যাপারে আরও খোঁজ নিতে হবে। এটুকু মাত্র জেনেছে যে আঙ্গাস ডেভলিনের ভাইয়ের মেয়ে। সাংঘাতিক বুদ্ধি ওর। বন্ধু টম ব্রাউনের হত্যাকারী পেনড্রেকের কথা জিজ্ঞেস করতে গিয়ে ওর চোখে যে খুনের আকাঙ্ক্ষা জ্বলে উঠেছিল, সেটা ধরা পড়ে গেছে মেয়েটির দৃষ্টিতে।

সামনে শিমুল বনের ভেতর দিয়ে ক্রিসেন্টভিল টাউন

স্পষ্ট হয়ে উঠল। মেয়েটির কথা ভাবতে ভাবতে হাসিমুখে সে এগিয়ে চলল।

ক্রিসেন্টভিলের একমাত্র জনাকীর্ণ রাস্তায় নামতেই ভয়ের একটা শিহরণ অনুভব করল সে। তার মনে পড়ল এটা সমগ্র পশ্চিমের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, কঠিন ও কঠোর শহর।

সূর্য ঢলে পড়েছে ক্যাবালোর ওপর দিয়ে। হাই-হিল বুট পরা কাউবয়রা হাঁটছে বেখাপ্পাভাবে। ড্যান্স-হলের রুজমাখা শস্তা জমকালো পোশাক পরা মেয়েরা তাদের ঐ মুহূর্তের সাথী হোঁৎকা খনি শ্রমিক, ধূর্ত শেয়াল-চোখো জুয়াড়ী, কিংবা কর্কশ চেহারার কসাই-এর বাহু ধরে তীক্ষ্ণ খ্যানখেনে গলায় কথা বলতে বলতে আর হি-হি করে হাসতে হাসতে চলেছে পথের দু'পাশ দিয়ে। স্যালুন, ড্যান্স-হল, আর জুয়ার আড্ডাগুলো থেকে পিয়ানোর টুং-টাং শব্দ ছড়িয়ে পড়ছে বাইরে।

এ ধরনের শহর রকি অনেক দেখেছে। কিন্তু এখানকার বেপরোয়া ফূর্তি-উল্লাস যেন সীমান্তের শহরগুলোকেও হার মানায়।

ঘোড়ার আস্তাবল, কোরাল, বা হোটেলের সন্ধানে রকি মিড্‌নাইটকে ঠেলে নিয়ে চলল। গোল্ডেন নাইট স্যালুনের কাছাকাছি যেতেই হঠাৎ কয়েকটা গুলির শব্দ শুনল সে। স্যালুনের ভেতর থেকে পিছু হাঁটতে হাঁটতে সুয়িং-ডোর ঠেলে বেরিয়ে এল কাঁচাপাকা চুল আর ঝুলন্ত পাকা গোঁফওয়ালা একজন লোক। লোকটার দুই হাতে কোমর সমান উঁচুতে

দু'টো ধূমায়মান কোল্ট। দুই হাতে গুলি করতে করতে বুড়ো নেকড়ের মত লোকটা নেমে গেল রাস্তায়। একজন লোক দেখা দিল দরজার মুখে, গুলি খেয়ে পড়ে গেল সটান উপুড় হয়ে। অন্ধকার স্যালুনের ভেতর থেকে ছুটে এল একটা গুলি। গুলিটা লাগল বুড়োর মুখে। মাটিতে পড়ে গেল বুড়ো লোকটা। তার কোল্ট দু'টো ছিটকে পড়ে গেল হাত থেকে।

প্রথম গুলির শব্দ শোনামাত্রই রকি ঘোড়ার রাশ টেনে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। রাস্তার দু'পাশের লোকজন মুহূর্তে সরে পড়েছে যে যেদিকে পারে। ফলে বন্দুক-যুদ্ধটা হয়েছে ফাঁকা রাস্তায়। এখন স্যালুনের দরজায় আরেকজনকে দেখা গেল। লোকটার উচ্চতা মাঝারি। মুখ চৌকো। ধূসর অমানুষিক চোখ দু'টোতে হিমশীতল দৃষ্টি। পোশাক নিখুঁত, কেতাদুরস্ত। বুটজোড়া পালিশ করা। হাতের কোল্ট দু'টির বাঁট সোনা ও রূপোর পাতে মোড়া।

লোকটা সামনে এবং ডাইনে-বাঁয়ে তাকিয়ে সোজা নেমে গেল রাস্তায়। মৃত বুড়ো লোকটার কাছে গিয়ে বুটের আগা দিয়ে দেহটা নেড়ে ফিরে গেল স্যালুনের দিকে। রকি দেখল লোকটার ফ্রক-কোটের ল্যাপেল-এ আঁটা সোনালি পাতে লেখা রয়েছেঃ সিটি মার্শাল।

স্যালুন থেকে আরও লোক বেরুল। রাস্তায় পড়ে থাকা বুড়োর, আর দরজার মুখে পড়ে থাকা লোকটার লাশ তুলে নিয়ে ওরা ভেতরে চলে গেল। রকি আন্দাজ করল, মৃত বুড়োটা শেরিফ ব্লাডেন, আর অন্য লাশটা তাঁর গুলিতে

নিহত একজন মেক্সিকান বন্দুকবাজের।

ঘোড়া থেকে নেমে লাগামটা একটা কাঠের সাথে বেঁধে রকি অনুসরণ করল ওদেরকে। স্যালুনের ভেতরে পা দিয়েই সে'দেখল আরও দু'টো লাশ পড়ে আছে। লাশ দুটোকে ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে কয়েকজন লোক, স্পষ্টত মার্শালের দলের। রকি ভাবলঃ এই শেরিফটি আসলেই খাঁটি নেকড়ে ছিলেন। নিজে মরার আগে তিনজনকে রওনা করিয়ে দিয়েছেন।

দুই

স্যালুনের বারে গিয়ে দাঁড়াল সে। দ্বিতীয় ড্রিঙ্কটা নিতেই মার্শাল সোজা এসে দাঁড়াল তার কাছে। মুখোমুখি হল দু'জন। উপস্থিত জনতা উত্তেজনায় টানটান হয়ে নীরবে তাকাল দু'জনের দিকে।

'আমি ওসলার, সিটি মার্শাল।'

'আমাকে টেন্টন বলে ডাকতে পার,' জবাব দিল রকি।

'এ পথে যাচ্ছ কোথাও?'

'কুইয়েন স্যাবে? (এ প্রশ্ন কেন?) পকেটে পয়সা যতক্ষণ আছে ততক্ষণ কোথাও যাচ্ছি কি যাচ্ছি না সেটা ভাবি না।'

'টেক্সাসের লোক নাকি?'

'না হলেও হতে কতক্ষণ। তা—তুমি কোথাকার লোক?' মৃদু হেসে জিজ্ঞেস করল রকি।

একটু যেন রুষ্ট হল মার্শাল এই প্রশ্নে।

'আমি লয়েড ওসলার। সিটি মার্শাল। আমি কোথাকার লোক সেই প্রশ্ন অবান্তর। আমি এখানে আছি! এটুকু জানাই

তোমার জন্যে যথেষ্ট।'

হাসল রকি, বলল, 'ধন্যবাদ! আমরা সত্যি এক রকমের, তাই না? আমরা এখানে আছি। এখন একমাত্র বিচার্য বিষয় হচ্ছে এখানে আমরা কি করব। এটুকু অন্তত পরিষ্কার হয়ে গেল।'

গম্ভীর কণ্ঠে মার্শাল বলল, 'কিছুই পরিষ্কার হয়নি। এখানে কিছু করতে হলে নিয়মকানুন মতই করতে হবে। কতদিন এখানে থাকবে তা-ও নির্ভর করবে আমার অনুমতির ওপর।'

রকি বুঝল অবস্থাটা। মার্শাল ওকে শো-ডাউনের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। কিন্তু সে কি পিছিয়ে যাবে? চার বছর লড়ে এসেছে মেক্সিকান সীমান্তে। ওর নাম শুনলে মেক্সিকানরা বুকে ক্রুশচিহ্ন এঁকে 'এল্ ঈগোলে!' (ঈগল) বলে সন্ত্রস্ত হয়েছে। সে কি আজ ভাববে যে ওসলার আর ওর স্যাঙাতরা বন্দুকবাজিতে তার সমকক্ষ? এখন এক পা পিছিয়ে গেলে, পরে অনেক পিছাতে হবে। মার্শালের স্যাঙাতরাও চাইবে ওকে নেড়েচেড়ে দেখতে। তাই সে-ও গম্ভীর মুখে মার্শালকে বলল, 'তা হতে পারে না। অনেক জায়গাতেই আমি গেছি। যতদিন ইচ্ছে থেকেছি। ক্রিসেন্টভিল আমার জন্যে তেমন কোন আলাদা জায়গা নয়। আমি যদ্দিন ইচ্ছে থাকব, যেসব নিয়ম ভাল সেগুলো মেনে চলব। আর শো-ডাউনটা ঝুলিয়ে রাখার কোন মানে হয় না। তোমার ইচ্ছে বা অনুমতি নিয়ে আমি চলব—এটা হতে পারে না। মন চাইলে এখনি আসতে

পার রাস্তায়। ফয়সালা হয়ে যাক।'

একসাথে আঁতকে উঠল নীরব দর্শকরা। তাদের মার্শালকে আজ পর্যন্ত কেউ এভাবে মুখের ওপর চ্যালেঞ্জ করেনি। ওসলারের আঙুলগুলো কাঁপতে লাগল, কিন্তু উঠল না কোল্ট দু'টোর অলংকৃত বাঁট পর্যন্ত। অত্যন্ত ঠাণ্ডা চাপা গলায় সে বলল, 'দেখ, এখানে আইন-শৃঙ্খলা আছে। রাস্তায় একটা কুকুরছানা দেখলেই মার্শাল গিয়ে তার সাথে বন্দুকযুদ্ধ শুরু করে না। মার্শাল কুত্তার বাচ্চাটিকে শহর থেকে বেরিয়ে যেতে বলে। মাথায় ঘিলু থাকলে ওটা বেরিয়ে যায়। না গেলে...'

'হ্যাঁ, না গেলে? না গেলে কুত্তার বাচ্চা মার্শালটি কি করে?'

হঠাৎ বাধা পড়ল। এক বিশালদেহী বুড়ো স্যালুনের স্যুয়িং-ডোর ঠেলে হুস করে ঢুকে পড়ল। লোকটার হাতে একটা উদ্যত বন্দুক। তার পেছনে উইনচেস্টার রাইফেলধারী তিনজন তরুণ।

'ওসলার! তোমার দিন শেষ হয়ে আসছে। তুমি ব্লাডেনকে এখানে ফাঁদে ফেলে দল বেঁধে হত্যা করেছ!' গর্জে উঠল বুড়ো।

'ব্লাডেন উচিত শিক্ষা পেয়েছে। আর তুমি, আঙ্গাস ডেভলিন, সাবধান হয়ে যাও। নইলে একই কারণে তোমারও একই দশা হবে। ব্লাডেন চেয়েছিল শহরে তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে। সেটা হয় না। শহরের কর্তৃত্ব আমার হাতে।'

'বেশিদিন থাকবে না। তুমি পালাবে। এই যে দুর্বৃত্তের দলটি তুমি পুষছো, এরাও পালাবে!'

'তাহলে এই লোকটাই আঙ্গাস ডেভলিন, বাবার পুরানো বন্ধু,' ভাবল রকি। কিন্তু এই খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণার পরে বুড়ো কিভাবে বেরিয়ে যাবেন এখান থেকে? ওসলারের পেছনে লোকগুলোর কুৎসিত মুখের ওপর নজর রেখেছে রকি। মিনিট কয়েক ধরে যা দেখবে মনে করেছে এখন তা দেখল। একটু সরে গেল রকি দরজার দিকে, যাতে যে লোকটাকে লক্ষ্য করছে সেই লোকটা দেখতে পায় ওকে।

'অ্যাই, লাল শার্টওয়ালা! বন্দুক থেকে হাতটা সরিয়ে নাও, নইলে তোমাকে এখনি নাচতে হবে!'

লাল শার্টধারী লোকটা ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল রকির দিকে। কিন্তু অনেকের দৃষ্টি তার ওপর নিবদ্ধ দেখে আদেশটা মেনে নিল সে।

বিশালদেহী বুড়ো আঙ্গাস ডেভলিন হাঁ করে তাকিয়ে রইলেন রকির দিকে। রকি হাসল।

'এখন যাবেন তো? ঠিক আছে! এখানে কেউ কোন গোলমাল করবে না,' বলল সে।

এগিয়ে ডেভলিনের পাশে দাঁড়াল রকি। তারপর ডেভলিন আর তাঁর পাঞ্চারদের সাথে পিছু হেঁটে স্যালুনের দিকে অস্ত্র তাক করে রেখে বেরিয়ে গেল রাস্তায়।

'আমাদের উচিত হবে রাস্তার শেষ প্রান্তে শেরিফের অফিসে চলে যাওয়া। ওসলার এখনি কিছু শুরু করবে না।

তবে ঐ বদমাশকে বিশ্বাস নেই,' বললেন আঙ্গাস ডেভলিন।

রকি ঘোড়াটা নিয়ে ওদের সাথে বিনা বাধায় চলে গেল শেরিফের অফিসে।

'তোমাকে তো চিনলাম না বাপু?'

'আমার নাম রকফিল্ড ট্রেন্টন

'হাবার্ট ট্রেন্টনের ছেলে?' রকি মাথা ঝাঁকাতে বললেন, 'এদিকে কেমন করে এলে? তোমার বাবাকে আমি জানতাম।'

'এই, ঘুরতে ঘুরতে চলে এলাম,' বলল রকি।

'তোমাদের "টি-বক্স"-এর কি হল? শুনেছি র‍্যাঞ্চটা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছিল। অথচ আমি ভাবতাম ওটা বেশ বড় র‍্যাঞ্চ।'

'ছিল। কিন্তু আপনি কি শোনেননি কিভাবে বাবাকে খুন করা হয়? শয়তান রড্রিগ্স নদী পার হয়ে এসে একটা পাথরের আড়াল থেকে তাঁকে গুলি করে। আমাদের বেশির-ভাগ পাঞ্চারকে খুন করে সবগুলো গরু নিয়ে চলে যায়। আমি ছিলাম সিলভারডেল কলেজে। খালি রেঞ্জটা বেচে দিয়েছি পানির দামে।'

'বদমাশ রড্রিগ্সটার ব্যাপারে কি করেছ?'

'ওর আস্তানা তছনছ করে দিয়েছি, ওকেও সাবাড় করেছি,' বলল রকি হাল্কাভাবে। রড্রিগস-এর বিরুদ্ধে ওর চার বছরের গেরিলা যুদ্ধের কাহিনী উল্লেখ না করে।

'তুমি চাকরি করতে চাইলে আমি কাজ দিতে পারি।

রেঞ্জের কাজকর্ম তো ভাল জানা থাকার কথা তোমার।'

প্রস্তাবটাকে উপেক্ষা করে রকি জানতে চাইল, 'এখন শেরিফ হবে কে?'

'জানিনে। আমরা কাউন্টি কমিশনাররা কিছু দিনের জন্যে কাউকে নিয়োগ করতে পারি। তারপর নির্বাচনের ব্যবস্থা হতে পারে। কিন্তু ওসলারের দল মরিয়া হয়ে চেষ্টা করবে তাদের একজনকে নির্বাচিত করতে। কাজেই আমরা সেই ঝুঁকি নিতে চাই না,' বলে বুড়ো ডেভলিন মাথা নিচু করে ভাবতে লাগলেন। একটু পরে আবার বললেন, 'রিও গ্র্যাণ্ডের এপাশের সব আউটল' এসে জুটেছে ক্রিসেন্টভিলে। একটা বড় ধরনের শো-ডাউনের কাছাকাছি পৌঁছে গেছি আমরা। আমাদের, পুরানো বাসিন্দাদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গেছে। ব্যাঙ্ক ডাকাতি, গরু চুরি, ঘোড়া চুরি, ডাক-গাড়ি ডাকাতি, খুন-রাহাজানি লেগেই আছে। শুনছি আরও ডাকাত-বদমাশ নাকি আসছে। সীমান্তের ঐ শয়তানটা, বাজপাখি না ঈগল যার নাম, সে-ও নাকি রওনা দিয়েছে এদিকে। তুমি বোধহয় জান তার সম্পর্কে। লোকটা নাকি কার বিয়ের কনেকে কেড়ে নিয়ে পালিয়েছে?'

'ঠিক ওরকম শুনিনি।'

'ওসলারকে খবরটা দিয়েছে কেউ। তাই ওরা "ঈগল" কে ধরার জন্যে তৈরি হয়ে আছে।'

'ওহ হো, এ জন্যেই ওরা আমার সাথে অমন রুক্ষ ব্যবহার করল। ভেবেছে আমিই ছদ্মবেশী "ঈগল"।'

'আমার তা মনে হয় না, বাপু। তুমি একজন সাধারণ কাউবয়। তোমাকে সেরকমই দেখায়। কেন, গোলমাল হয়েছে ওসলারের সাথে?'

'ও আমাকে বলল ক্রিসেন্টভিলে থাকতে হলে ওর নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে।'

'নবাগতদের সাথে ওভাবেই ও কথা বলে। ঐ হলদে-চোখো ছেলেটা—যাকে তুমি বন্দুক থেকে হাত সরাতে বলেছ—ওটার দিকে নজর রেখো। ওর নাম "বুলেট"। অন্য কোন নাম জানিনে। ওসলারের পরেই ওর স্থান। ওসলার এক নম্বর বন্দুকবাজ। "বুলেট" ও কম যায় না। সুযোগ পেলে সে তোমাকে পেছন থেকে গুলি করে মারবে। ওসলারকে তুমি কি বললে?'

মৃদু হেসে রকি বলল, 'বললাম রাস্তায় বেরিয়ে এসে লড়ে দেখতে।'

'কী সব্বোনাশ! ওসলারকে বললে তুমি এই কথা?' সোজা হয়ে বসলেন আঙ্গাস ডেভলিন।

'আমি ওকে দেখেছি শেরিফকে মারতে। কিন্তু সেটা আসল গানফাইট ছিল না। কাজেই ওসলারকে আমার তেমন বড় গানফাইটার মনে হয়নি।'

'হায় খোদা! ওসলার তোমাকে পুঁটি মাছের মত ভেজে চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে, বাবা,' বলে হঠাৎ আঙ্গাস উঠে দাঁড়ালেন। পকেট হাতড়ে একটা রূপোর ডলার বের করে বাঁ হাতে ওটাকে সিলিং-এর দিকে ছুঁড়ে দিলেন। ডলারটা

মাটিতে পড়ার আগেই তাঁর ডান হাত ছুটে গেল কোমরে ঝোলানো লম্বা ব্যারেলের কোল্ট-এর দিকে, কোল্টটা বেরিয়ে এসে উদ্যত হল রকির দিকে। 'ওসলারের হাত এর চাইতেও দ্রুত চলে, বাবা!'

'খুব ভাল লাগল আপনার খেলাটা। এখন দেখা যাক ওটা দিয়ে আর কি কি করা যায়,' বলে রকি ডলারটি তুলে নিয়ে হাত দু'টি পাশাপাশি সামনে বাড়িয়ে ধরল। ডলারটি রাখল ডান হাতের কব্জির ওপর। হঠাৎ ডান কব্জিটা কাত করে ডলারটাকে গড়িয়ে পড়তে দিল। পলকে হাত দু'টি নেমে গেল হোলস্টারে। লাফিয়ে উঠল দু'টো কোল্টই। রূপোর ডলার মাটিতে পড়ার আগেই গর্জে উঠল কোল্ট দুটো। বুড়ো আঙ্গাস ডেভলিনের মুখটা হাঁ হয়ে গেল। তিনি ধপাস করে বসে পড়লেন চেয়ারে। পরিষ্কার দুটো ফুটো দেখা যাচ্ছে ডলারের গায়ে।

'নদীপারের মি. কাউবয়, এটা কি আরেকটা অ্যাক্সিডেন্ট নাকি?' মিহি সুরে প্রশ্ন এল পেছনের দরজার কাছ থেকে।

তিন

আঙ্গাস ডেভলিন মাথাটা ঘুরিয়ে তাকালেন তাঁর ভাইঝির দিকে। রকিও তাকাল।

'ক' মিনিট ধরে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে শুনছিলাম, আর দেখছিলাম। তুমি কা'কে কি দেখাচ্ছিলে, কাকা?'

'ক্রিস, শহরে আসা উচিত হয়নি তোমার। টিম...'

'টিমকে দেখিনি। শেরিফ ব্লাডেনের হত্যার খবর শুনে মনে পড়ল তুমি শহরে এসেছ। কি না কি করে বস রেগেমেগে, তাই কেওলন আর কোরো-কে নিয়ে চলে এলাম।'

'নিজে না এসে ওদেরকে পাঠালেই পারতে। যাকগে, এখন আমাদেরকে কাজ করতে হবে। একজন কড়া শেরিফ চাই আমাদের। পুরানো বাসিন্দাদের মধ্যে থেকে একজনকে বাছাই করতে হবে।'

'পুরানো বাসিন্দাদের মধ্যে কে আছে ওসলারের সামনে দাঁড়াবার মত? রিও গ্র্যাণ্ডের এ পারে একমাত্র কেউ যদি

পারে সে হচ্ছে এই রকি ট্রেন্টন।'

'আরে তাই তো! কথাটা মনেই আসেনি! কিন্তু তোমার বয়সটা তো খুবই কম, রকি।'

রকির অহঙ্কার বোধে ঘা লাগল। সে যেন একটা ঘোড়া। কাজে লাগবে কি লাগবে না তা নিয়ে আলোচনা হচ্ছে। সে বলল, 'দেখুন, আপনাদের কে বলেছে যে কাজটা আমি চাই? আমার তো অন্য, আরও গুরুত্বপূর্ণ কাজ থাকতে পারে।'

আবেদনের ভঙ্গিতে হাত দু'টি সামনে বাড়িয়ে মেয়েটি বলল, 'রাগ করবেন না। আমাদের মাথায় সত্যি কিছু আসছে না। আপনাকে কিছু করতেই হবে এ জায়গাটাকে আবার মানুষের বাসের উপযোগী করে তোলার জন্যে। অফিসারদের অর্ধেক—শহুরে অংশটা—অপরাধীদের সাথে পুরোপুরি জড়িত। এখানে শেরিফের কাজটা বড় কঠিন। তাঁকে যে শুধু বন্দুকবাজির মোকাবিলা করতে হবে তাই নয়। আমি আপনাকে অনুরোধ করছি, রকি ট্রেন্টন, শেরিফের পদটি আপনি গ্রহণ করুন।'

অনিশ্চিতভাবে উঠে দাঁড়াল রকি। সে বুঝল, মেয়েটির অনুরোধের পেছনে আরও কিছু আছে।

'ওসলার আর ওর দলবলের অত্যাচারে বাঁচিনে। এখন শুনছি সীমান্তের ঐ ভয়ঙ্কর দস্যুটা—এল্-ঈগোলে—আসছে।'

'আপনারা চান আমি কাজটা গ্রহণ করি?'

'নিশ্চয়ই চাই,' বললেন আঙ্গাস।

'এখন তাহলে আমাকে কয়েকটা বিষয় জানান। ওসলার কে? কোথা থেকে এসেছে? কারা ওকে মদদ দিচ্ছে? কাউকে গ্রেফতার করতে হলে কি কি আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে? জেলা জজ কে? কেমন ধরনের মানুষ? আপনাদের কাউন্টি প্রশাসনটা কার হাতে? গ্র্যাণ্ড জুরি কেমন? আইনজীবীরা কি ধরনের?'

'ওরে বাবা! তুমি যে উকিলদের মত প্রশ্ন শুরু করলে। আইন পড়ে আসনি তো?' বললেন আঙ্গাস।

'আমাকে বলতে দাও, কাকা। ওঁর জানা দরকার। অন্ধের মত উনি এখানে মরতে পারেন না। ওসলার হল একজন কুখ্যাত জুয়াড়ী আর বন্দুকবাজ। সীমান্তের সব ঘাটের পানি খেয়ে একদল বন্দুকবাজসহ ক্রিসেন্টভিলে এসে জুটেছে। আমার কাকার মত লোক এ অঞ্চলে অনেক আছেন। কিন্তু তাঁরা কিছু খেয়াল করার আগেই একটা নির্বাচন এল, আর ওসলার সিটি মার্শাল নির্বাচিত হয়ে গেল।

'এর পর থেকে খুন-জখম, ডাকাতি, রাজাহানি এখানে লেগেই আছে। ওসলার রক্ষা করে সব আউট-ল' কে। ওর ডান-হাত বাঁ-হাত হচ্ছে "বুলেট" আর সন্টি। ডাকাতি করে প্রকাশ্যে বলে বেড়ায়। খনি-মালিক, ব্যবসায়ী আর র‍্যাঞ্চাররা পয়সা বানাতে ব্যস্ত। শহরের সীমানার মধ্যে ওসলার শৃঙ্খলা বজায় রাখে। খুন-টুন যা করার সে-ই করে, আর সেগুলো বৈধ বলে চালানো হয়। স্যাঙাত বুলেট

আর সন্টি তার ডেপুটি। ডিস্ট্রিক অ্যাটর্নি তার দলে। করোনার তাদের আজ্ঞাবহ। ডিস্ট্রিক জজ ফোরম্যান ভাল লোক। কিন্তু তিনি জানতেই পারেন না কি ঘটছে!'

'কি সব্বোনাশ, এই অবস্থা! ঈগল এখানে এসে তো হালে পানিই পাবে না। আচ্ছা বলুন তো, শেরিফ ব্লাডেনের ডেপুটিকে কে খুন করেছিল? যার হত্যাকারীকে গ্রেফতার করতে গিয়ে তিনি নিজে নিহত হন?'

'সন্টি। আমি তাকে দেখলাম না স্যালুনে। পেছন থেকে গুলি করে সে মেরেছে ডেপুটি ল্যাম্বটনকে,' বললেন আঙ্গাস।

'এই সন্টিটা কি ধরনের লোক?'

'লম্বা। বাবরি চুল। চোখ আর চুল কালো। দুই বন্দুক, একটা বাউয়ি ছোরা। লোককে পেছন থেকে গুলি করতে পছন্দ করে।'

'রকির মুখভাবের পরিবর্তন দেখে মেয়েটি বলল, 'আপনি সন্টিকে গ্রেফতার করতে চান নাকি? ব্লাডেনের কি হয়েছে জেনেও?'

কঠোর মুখে রকি বলল, 'প্রথমেই একটা কথা আপনাদেরকে বলে রাখা ভাল। শেরিফ হলে সত্যিকার অর্থেই শেরিফ হব। আমার কাজে কাউকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না।'

আঙ্গাস প্রত্যুত্তরে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন—এমন সময় দরজার বাইরে থেকে কে বলে উঠল, 'আমি ভেতরে যাব। এটা শেরিফের অফিস তো? সরকারী সম্পত্তি। আমার

ভেতরে যাবার অধিকার আছে!'

আঙ্গাস ভ্রূ কোঁচকালেন। রকি দরজার কাছে গিয়ে বলল, 'ওকে আসতে দাও?'

একটা-৪৪ উইনচেস্টার কার্বাইন বগলে করে ঘরে এল একজন বেঁটে মোটাসোটা লোক।

'আমি ক্রিসেন্টভিলের শেরিফ। কি করতে পারি তোমার জন্যে?' বলল রকি নরম সুরে।

'শেরিফ! খাইছে আমারে! আমি গাস্ হল্। সাকিন যত্রতত্র। ডেপুটির চাকরি পাব?'

'যোগ্যতা?'

'কি যোগ্যতা দরকার? তুমি যা চাও তাই পাবে। ডেপুটি শেরিফ ছিলাম রেড-হিলে। সপ্তা তিনেক পরে ছেড়ে দিয়েছি।'

'কেন?'

'শেরিফটা কাজের নয়, তাই।'

'আমি একজনকে গ্রেফতার করতে যাচ্ছি গোল্ডেন নাইট স্যালুনে। ওখানে সিটি মার্শালের নেতৃত্বে একটা দল আমাকে বাধা দিতে পারে। কার্যত এই গ্রেফতারটা একটি সত্যিকারের শো-ডাউন হতে যাচ্ছে।'

'তাহলে আমরা আর দেরি করছি কেন?' বলল গাস্ অফিসের দেয়ালে ঝোলানো আধুনিক রায়ট-গানটার দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে।

চার

মাথাটা পেছনে হেলিয়ে হো হো করে হাসল রকি। আঙ্গাসের মুখেও হাঁসি ফুটল। শুধু মেয়েটি তাকিয়ে রইল চোখ বড় বড় করে।

'আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করবেন? না, না, আপনাদের কারো যাবার দরকার নেই। এখানে বসে দেখুন কি হয়,' বলল রকি আঙ্গাস ডেভলিনকে।

গাস্ রায়ট-গানটা নিল দেয়াল থেকে। চলল দরজার দিকে রকির পিছু পিছু।

স্যালুনের দিকে যেতে যেতে গাস্ জিজ্ঞেস করল, 'ব্যাপার কি, হে? শেরিফ্ হলে, মেয়ে দেখলাম একটা, কি হচ্ছে এসব?'

'তুমি আমার পিছু নিয়েছ কেন? তোমার না ওরেটোতে অপেক্ষা করার কথা ছিল আমার জন্যে?'

'ভাল লাগল না। চলে এলাম।'

'অন্যেরা কোথায়?'

'ওরেটোতে। বলে এসেছি আমরা খবর না দিলে নড়াচড়া না করতে। করলে সবারই একপাটি করে নকল দাঁত লাগবে। কাকে ধরতে যাচ্ছি আমরা?'

'সন্টি নামের এক লম্বা-চুলো লোককে। গাস্, তুমি দেয়াল ঘেঁষে ঐ জানালাটার কাছে চলে যাও। তৈরি থেকো। আমার দরকারের সময় জানালায় দেখা দেবে। আমি চললাম ভেতরে।'

সূর্য অস্ত গেছে। এ সময়টায় প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে ক্রিসেন্টভিল। ছুটির পরে কয়েকশ খনিশ্রমিক ছুটে আসে স্যালুনগুলোতে, ড্যান্স হলে, জুয়ার আড্ডায় আনন্দের খোঁজে। কিছু কিছু কাউপাঞ্চারও আসে ছোট ছোট দলে। আসে স্বর্ণ-সন্ধানীরা, রসদ কিনতে, কিংবা পয়সা ওড়াতে।

স্যালুনের দরজায় দাঁড়িয়ে রকি চকিতে দেখে নিল ভেতরটা। ওসলার, 'বুলেট', বা সন্টির কাউকে চোখে পড়লো না। গম্ভীরমুখে বার-এ গিয়ে একটা ড্রিঙ্কের অর্ডার দিল সে। ড্রিঙ্কটা হাতে নিয়ে আবার তাকাতেই বার-এর শেষ প্রান্তে দাঁড়ানো সন্টিকে সে দেখতে পেল। কিন্তু ওসলার আর বুলেটকে দেখা যাচ্ছে না। রকির দু'পাশের লোকজন খোলাখুলি শেরিফের ডেপুটিদের দুঃসাহসিক ডাকাতি আর খুনখারাবি নিয়ে গল্পগুজব করছে। বোঝা গেল বুলেট কোথাও 'কাজে' গেছে। কিন্তু ওসলার? এখানে একটা সৌজন্যের প্রশ্ন আছে। ওসলারকে একবার না জানিয়ে টাউনের মধ্যে সে কাউকে যদি গ্রেফতার করে তাহলে ওকে বরাবরই উপেক্ষা

করতে হবে। কিন্তু ওসলারকে জানালে...

রকির সমস্যার আংশিক সমাধান করে দিল সন্টি নিজে। উপস্থিত একমাত্র আইনরক্ষক হিসেবে ভিড় ঠেলে সে চলে এল রকির পাশে। তার হাত দু'টি দেখা গেল গানবেল্ট থেকে দূরে নয়।

'তুমি কে হে?' প্রশ্ন করল সে উদ্ধতভাবে।

'ক্রিসেন্টভিল কাউন্টির হাই শেরিফ! তুমি সন্টি, ডেপুটি মার্শাল? তোমার সাথে একটু কথা আছে, গোপনে।'

'যা কিছু বলার আছে এখানেই বলতে পার।'

'এখানে বলা যায় বটে। কিন্তু তার মানে এই নয় যে বলা উচিত, বা বলাটা ভাল হবে। অবশ্য, বার-এর বাইরে গিয়ে আমার সাথে কথা বলতে যদি তোমার ভয় হয়...আরে ভয়ের কি আছে! আমি তো একা।'

কে যেন হেসে উঠল কথাটা শুনে। সন্টির মুখটা রাগে লাল হয়ে গেল।

'চল! তোমার মত তিনজনকেও সন্টি ভয় করে না!'

দরজার মুখে গিয়ে রকি থেমে সন্টিকে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার পেছনের ঐ লোকগুলো কি নাক গলাতে চাইবে আমাদের আলাপের ব্যাপারে? নাকি ওদেরকে নিজের চরকায় তেল দেয়ার শিক্ষা তোমরা দিয়েছ?'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও সন্টি বার-এর মধ্যেকার লোকগুলোকে বলল, 'তোমরা এখানে থাকবে! আমি আর এই লোকটা যা-ই আলাপ করি না কেন, কেউ নাক গলাবে না।'

বাইরে গিয়ে রকি বাঁ দিকে মোড় নিল। যেতে যেতে দোকানের বারান্দা পর্যন্ত পৌছতেই সন্টি প্রশ্ন করল, 'আর কতদূর যেতে চাও?'

রকি থেমে বলল, 'সন্টি, তুমি নাকি বন্দুক চালাতে ওস্তাদ। আমি একটা প্রস্তাব দিচ্ছি—ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব। আমি চাই তুমি আমার সাথে জেল পর্যন্ত চল। অভিযোগ—ল্যাম্বটন হত্যা। গ্রেফতারটা বৈধভাবে হবে। বণ্ড দিয়ে বেরুবার এবং বিচারের সম্মুখীন হবার সুযোগ তুমি পাবে। গ্রেফতারে বাধা দিলে তোমাকে এখানে এই মুহূর্তে শো-ডাউনে যেতে হবে। বন্দুকবাজিতে আমাকে হারাবার কোন সম্ভাবনাই তোমার নেই। তবে তোমাকে আমি সমান সুযোগই দেব!'

কাছের একটা লণ্ঠনের টিমটিমে আলোতে দেখছে রকি সন্টিকে। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে মাথা নুইয়ে হাত দু'টো থাবার মত কোল্ট দু'টোর বাঁটের ওপর রেখে জাগুয়ারের মত অপেক্ষা করছে সন্টি লাফিয়ে পড়ার জন্য। রকি অপেক্ষা করে রইল।

'জাহান্নামে যাও !' বলে খেঁকিয়ে উঠে রিভলভারের বাঁটে সশব্দে চাপড় দিল সন্টি।

উদ্যত-ফণা সাপ যেভাবে ছোবল মারে ঠিক সেভাবে রকির হাত দু'টো পড়ল হোলস্টারের ওপর। সন্টির দুই কোল্টের নল হোলস্টার থেকে বেরুবার আগেই রকি তাকে দু'বার গুলি করল। নিচু হয়ে সন্টির অসাড় হাত থেকে কোল্ট দু'টি তুলে নিয়ে সে বলল, 'গাস্, আমার পেছনটা কভার

কর। আমি এটাকে তুলে নিচ্ছি।'

গাস্ হল্ মারাত্মক রায়টগান হাতে আড়াল থেকে লাফিয়ে পড়ল রাস্তায়। ডেপুটি মার্শালের দেহটাকে কাঁধে তুলে নিয়ে ঘুরে দ্রুত পায়ে রকি চলল শেরিফের অফিসের দিকে। স্যালুনের দিক থেকে অনেকগুলো কণ্ঠের ক্রুদ্ধ চাপা গর্জন ধ্বনিত হল । গর্জন শুনে রকি চিন্তিত হল ক্রিস ডেভলিনের জন্য। মেয়েটিকে অফিস থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

'পিছিয়ে যা, নরকের কীটেরা! ক্রিসেন্টভিলের হাই শেরিফ আসামী ধরছেন। তোদের মত লোকের সাহায্য আমরা চাইনা। সবাই পিছিয়ে যা, নইলে রায়টগানের গুলিতে ভুঁড়ি ফুটো করে দেব!' চেঁচিয়ে বলল গাস্ হল্।

অফিস থেকে লোকজন ছুটে এল রকির দিকে। আঙ্গাস ডেভলিন জিজ্ঞেস করলেন, 'রকি, তোমার কিছু হয়নি তো?'

'কিছু হয়নি। গাস্‌কে সাহায্য করুন। সে ওদের দলকে ঠেকাচ্ছে। আমি সন্টিকে জেলে তালাবদ্ধ করে আসি।'

রকি ঢুকল অফিস ঘরে। ক্রিস সরে দাঁড়াল পথ থেকে। ওর চোখে প্রশংসা, উদ্বেগ এবং শঙ্কার অভিব্যক্তি। বাইরে মার্শালের দলের ক্রুদ্ধ গর্জন। সন্টিকে সেলে রেখে বেরিয়ে এল রকি। হেসে ক্রিসকে বলল, 'ভেতরে গিয়ে ওকে বেঁধে ফেলুন। মরেনি। কাঁধে গুলি করেছি। যান!'

আঙ্গাস, তিন উইনচেস্টারধারী কাউবয় আর গাস্ দাঁড়িয়ে আছে সার বেঁধে। সামনে শহরের দিক থেকে দল বেঁধে এগিয়ে আসছে ক্রুদ্ধ জনতা। রকি ছুটে গিয়ে গাস্-এর

হাত থেকে রায়টগানটি নিয়ে বলল, 'একমাত্র এখানেই ওরা জোর করে ঢুকতে পারে। আপনারা সবাই ভেতরে গিয়ে সামনের দরজা তালাবদ্ধ করে জানালায় অবস্থান নিন। গাস্, আইরিশ বুদ্ধু কোথাকার! যাও বলছি! আমি যে ক্রিসেন্টভিল কাউন্টির শেরিফ সেকথা প্রমাণ করে দেব ওদের কাছে। নিজের জেলটা যদি রক্ষা করতে না পারি তাহলে আমার মরণই ভাল!'

ওরা মেনে নিল তার কথা। রকি দাঁড়াল বুক চিতিয়ে। রায়টগানটা তুলে ধরল দুই হাতে। চেঁচিয়ে বলল, 'হল্ট! শেরিফ টেন্টন বলছি, আইনের নামে! যেখানে আছ ওখানে দাঁড়াও সবাই!'

থামল মার্শালের দলবল। সংখ্যায় শ' দুয়েক হবে। ভয়ঙ্কর ক্রুদ্ধ গর্জন উঠল ওদের মধ্য থেকে। রায়টগানের নলটা ঘোরাতে ঘোরাতে এবার অপেক্ষাকৃত নরম সুরে রকি বলল, 'না থামতে চাইলে এগিয়ে আসতে পার!'

পাঁচ

মুহূর্তের জন্য জনতা সামনে এগোল। রকি বলল, 'এস তাহলে! একজনের মোকাবেলা করার জন্যে সংখ্যায় তোমরা অনেক আছ। কিন্তু যে-ই বন্দুকে হাত দিতে যাবে তাকে আমি গুলি করব।'

প্রথম সারি থেমে গেল। ওরা বুঝল গুলি শুরু হলেই মারা পড়বে। পেছন থেকে ঠেলা পড়ল ওদের ওপর, কিন্তু ওরা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। সন্টিকে জেল থেকে ছাড়াবার সংকল্প ওদের টলে গেছে।

রকি বুঝল, এটাই উপযুক্ত সময় ওদেরকে মানসিকভাবে দুর্বল করে দেয়ার। সে হুঙ্কার দিল, 'এস! এস দেখি!'

সামনের সারির একটা লোক সরে গেল ছায়ার অন্ধকারে। তারপর আরেকজন। ঠিক এই সময় শোনা গেল দ্রুত ধাবমান ঘোড়ার খুরের শব্দ। শব্দগুলো এগিয়ে আসছে শেরিফের অফিস আর জেলখানার পেছন দিক থেকে।

একদল ঘোড়সওয়ার বেরিয়ে এল কালান্তক যমের মত।

ওদের দেখে মার্শালের দলটি ছুটে পালাল। রকি ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকাল ঘোড়সওয়ারদের দিকে। একটি লোক নেমে গেল ঘোড়া থেকে। লোকটা রকির মতই লম্বা। রকির দিকে ঝুঁকে লোকটা বলল, 'তুমি কে? আমি আঙ্গাস ডেভলিনকে খুঁজছি।'

'আমি ট্রেন্টন। নতুন শেরিফ। ডেভলিন ভেতরে আছে।'

'তাহলে ভেতরেই যাই আমরা।'

'গাস্! দরজা খোল,' ডেকে বলল রকি, লোকটা কে ভাবতে ভাবতে।

ভেতরে ডেভলিন, গাস্ হল্ আর তিন কাউবয় রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। ক্রিস দাঁড়িয়ে ছিল জেলের দরজার মুখে। লম্বা লোকটি বলে উঠল, 'হ্যাল্লো ডেভলিন! মিস ডেভলিন! বড় খুশি হলাম!'

'হ্যাল্লো, লেস্টন,' বললেন আঙ্গাস গম্ভীর মুখে। ক্রিস ডেভলিন মাথাটা সামান্য নাড়ল।

রকি ভেতরে গিয়ে দাঁড়াল লোকটার মুখোমুখি। একটা বেপরোয়া ভাব আছে লোকটার মধ্যে। চেহারাটা সুশ্রী।

'লারেডোতে বসে শুনলাম শেরিফ ব্লাডেনকে মেরে ফেলা হয়েছে। তাই ম্যাট স্টোন আর আমি ক'জন সাথীকে জুটিয়ে চলে এলাম ক্রিসেন্টভিলের প্রিয় মার্শালের সঙ্গে একটু গলাগলি করার উদ্দেশ্যে। এখানে এসে গোলমালের শব্দ পেলাম,' বলল লেস্টন হাসিমুখে।

'আর মিনিট পাঁচেক আগে এলে সত্যি কৃতজ্ঞ হতাম,' বলল রকি মৃদুকণ্ঠে।

রকির পা থেকে মাথা পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে লেস্টন প্রশ্ন করল, 'যা ঘটেছে এতে কি কৃতজ্ঞ নও?'

'ওরা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাচ্ছিল।'

'আরে মিঞা, ঐ লোকগুলো তোমাকে কাঁচা চিবিয়ে খেত।'

'হয়ত, তবে খেতে হত আস্ত একটা রায়টগান সুদ্ধ।'

এসময় বছর বিশেকের একটা সুশ্রী ছেলে এসে ঢুকল সেখানে। কঠোর স্বরে আঙ্গাস ডেভলিন বললেন, 'টিম, কোথায় ছিলে এতক্ষণ?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বিরক্তির সুরে বলল ছেলেটি, 'আশপাশে। এলাম উইনের সাথে, এখানে কি ঘটছে দেখার জন্যে।'

'টিম, বুঝতে পারছিনে তোমাকে নিয়ে কি করব। তোমাকে আমি সব সুযোগই দিয়েছি, কিন্তু তুমি কাজ করবে না। খালি পয়সা ওড়াচ্ছ।'

'ঠিক আছে। তোমার পয়সা তোমার কাছে থাক। আমার দরকার নেই,' বলে বেরিয়ে গেল ছেলেটি। ক্রিস-এর মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। লেস্টনের মুখে ফুটে উঠল বিদ্বেষের হাসি।

আঙ্গাস মন্তব্য করলেন, 'ডাক-গাড়ি আজ আবার লুট হয়েছে।'

রকি বুঝতে পারল না ওদের কথাবার্তার তাৎপর্য। এটুকু শুধু অনুভব করল যে ভেতরে ভেতরে নানামুখি স্রোত বইছে। সে বলল, 'এই ব্যাপারটা আমরা বন্ধ করব।'

'সাবাশ! এই তো শেরিফের মত কথা!' বলল লেস্টন

রকির দিকে চেয়ে।

রকি হাসিমুখে বলে গেল, 'আমি দেখছি এখানে, ক্রিসেন্টভিল কাউন্টিতে অনেক রাজনীতি আছে। রাজনীতির পরস্পর বিরোধী স্রোত বইছে তলে তলে। আমার ধারণা এখানে চোর-ছ্যাঁচড় গিজগিজ করছে। এত বেশি যে তারা ভিন্ন ভিন্ন দল ও গ্রুপে বিভক্ত হয়েছে।'

'কথার মত কথা!' কৃত্রিম প্রশংসার সুরে বলল লেস্টন।

'আমি নতুন মানুষ। প্রথমেই সবকিছু বুঝে ওঠা আমার পক্ষে কঠিন। তাই সে চেষ্টাও করব না। কে কোন্ পক্ষে ভোট দেয় সেটা আমার বিচার্য নয়। পক্ষ বিচার না করে আউট-ল' পেলেই ঠাণ্ডা করে দেব।'

'মি. শেরিফ! আপনাকে আমার পছন্দ হয়েছে! আপনি ন্যায়ের মূর্তি ধরে আমাদের মধ্যে এসেছেন—একহাতে মশাল, অন্যহাতে সিক্সগান নিয়ে! আপনার নতুন দায়িত্ব পালনে আমার আন্তরিক সমর্থন ও শুভেচ্ছা থাকবে। ক্রিসেন্টভিলকে দুর্বৃত্তমুক্ত করার প্রচেষ্টায় আপনাকে সব রকমের সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি। অবশ্য যতটা আমার স্বার্থের ক্ষতিকর না হবে। তুমি কি বল, ষ্টোন?'

'আমরা নিশ্চয়ই সহায়তা করব!' অত্যন্ত আন্তরিকভাবে বলল একজন দরজার কাছ থেকে।

রকি দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখল একজন মোটাসোটা লোক দাঁড়িয়ে আছে দরজার পাল্লায় হেলান দিয়ে। মুখটায় কঠোর ভাব, কিন্তু তাতে একটা ভালমানুষির ছাপ।

'ধন্যবাদ, প্রয়োজন হলে নিশ্চয়ই আপনাদের সহায়তা নেব। আজকের এই স্টেজ-ডাকাতিটার ব্যাপারে কতটুকু জানেন আপনারা?'

ব্যথিত হবার ভঙ্গিতে লেস্টন বলল, 'আরে, জনাব, আমি কি করে জানব এ ব্যাপারে? শুধু জেনেছি যে ডাকাতিটা হয়েছে। নিঃসন্দেহে, এটা ওসলারের দলের কাজ। আমরা—স্টোন, আমি আর আমাদের বন্ধুরা, এসব বেআইনী কার্য-কলাপ থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকি।'

'আশা করি তাই থাকবেন! আমাকে এখন ব্যাপারটির দিকে নজর দিতে হবে,' বলল রকি।

লেস্টন বলল, 'আমরা তাহলে লারেডোতে ফিরে যাই। শেরিফ, আসুন একবার আমাদের ওখানে। ছোট্ট জায়গা, কিন্তু দেখবেন আমরা অলস নই। যথাসাধ্য আপ্যায়ন করব আপনাকে।'

'দেখি, নিশ্চয়ই যাব একবার সময় পেলে।'

'গুড নাইট, ডেভলিন!' বলে লেস্টন বুড়ো কাউম্যান-টিকে পাশ কাটিয়ে ক্রিস-এর হাত দুটি তুলে নিল মুঠোর মধ্যে। তারপর স্বভাবসুলভ বেপরোয়া ভঙ্গিতে বলল, 'গুড নাইট, মিস ডেভলিন। আশা করি শীঘ্রিই আবার দেখা হবে। আমি—' এ পর্যন্ত বলে মাথা নিচু করে সে কিছু বলল ক্রিস-এর কানেকানে। রকি লক্ষ্য করল যে ক্রিস-এর মুখে খুশির ভাব ফুটে উঠল কথাটা শুনে।

ছয়

রকি দাঁড়িয়ে শুনল ঘোড়সওয়াররা চলে যাচ্ছে খুরের আওয়াজ তুলে। মিনিট কয়েক পরেই শোনা গেল ওদের বহু কণ্ঠের মিলিত চিৎকার, আর সিক্সগানের গুলির শব্দ।

গাস্ হাসল রকির দিকে চেয়ে। বলল, 'বেপরোয়া বদমাশ। শহরের মাঝখান দিয়ে যাচ্ছে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে।'

রকি নিশ্চিত। সব ক্রিমিন্যালকে ধরে জেলে পুরবে—একথা বলা সহজ। কিন্তু ধরা কঠিন। আর ধরলেই যে ওদের শাস্তি হবে সে নিশ্চয়তা কোথায়?

বাইরে থেকে কে একজন বলল, 'আমরা তিনজন লোক এসেছি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে। আমাদের উদ্দেশ্য একদম শান্তিপূর্ণ। ভেতরে আসতে পারব?'

'আসুন—ধীরে ধীরে,' জবাব দিল রকি।

কোমরের অস্ত্র থেকে হাত বেশ দূরে রেখে তিন নাগরিক এল ভেতরে। একজনের হাতে একটা বড় ভাঁজ করা কাগজ। এই লোকটা রকির দিকে চেয়ে হেসে বলল, 'আলকাতরা

গেলানো ছাড়াও অনেক উপায় আছে বেড়াল মারার। জজ ফোরম্যান সন্টিকে জামিন দিয়েছেন। জেলা অ্যাটর্নি রাজি হয়েছেন।'

রকি কাগজটা পড়ে বিভ্রান্তভাবে তাকাল আঙ্গাস ডেভলিনের দিকে। তারপর সিটি মার্শাল ওসলারের দলের লোকগুলোকে বলল, 'ঠিক আছে! নিয়ে যাও ওকে।'

আসলে সে যে সন্টিকে গ্রেফতার করেছে ওতেই কাজ হয়েছে। প্রমাণ করেছে যে ওসলারের খুনীদের একজনকে সে গ্রেফতার করতে পারে এবং অবৈধভাবে বন্দীকে উদ্ধারের চেষ্টা প্রতিহত করতেও সে সক্ষম। রকি ঠিক করল যে জজ ফোরম্যানের সঙ্গে অবিলম্বে আলাপ করা দরকার।

'প্রথম খেলাটা ড্র-হল, কি বলেন?' হেসে বলল রকি আঙ্গাস ডেভলিনকে।

'এখন র‍্যাঞ্চে ফিরে যাওয়াই উচিত আমাদের। ক্রিস, তুমি কি মিসেস ক্রো-র কাছে থাকবে, না আমাদের সঙ্গে যাবে?'

'এখানে থাকব। ফিরব কাল সকালে,' জবাব দিল মেয়েটি।

'যাই, রকি। আজ তুমি যা করলে এতটা ব্লাডেন কয়েক বছরেও করতে পারেনি। আমি সব কমিশনারের সঙ্গে দেখা করব। আমরা থাকব তোমার পেছনে। ব্লাডেনের মত খুন হয়ে না গেলে আশা করি দেখা হবে।'

আঙ্গাস তাঁর সওয়ারদের নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর ক্রিস

আর রকি মুখোমুখি হল।

বিবর্ণমুখে মেয়েটি বলল, 'আমি···আপনি কি একটু নজর রাখবেন টিমের ওপর? বেপরোয়া ছেলে, কিন্তু ভেতরটা এখনও ভাল। এই মুহূর্তে তার দুরন্তপনা সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।'

'লেস্টনের ওপরও নজর রাখতে হবে নাকি?'

মুখটা লাল হয়ে উঠল ক্রিসের, প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের আভাস পেয়ে। বলল, 'মি. শেরিফ, নিজের দেখাশোনা করার ক্ষমতা লেস্টনের আছে।'

ছুটে বেরিয়ে গেল মেয়েটি চাচার পিছু পিছু।

গাস্ বললো, 'খুব তেজি, না দোস্ত? যাকগে, আমি তো লাফ দিয়ে পড়ে জড়িয়ে গেলাম এই ব্যাপারের মধ্যে। এখন শেষটা না দেখে তো যেতে পারি না, থাকতেই হচ্ছে।'

'হুম, ঠিক। আরেকটা চিন্তা মনে এসেছে। আচ্ছা, ওরেটোতে আমাদের লোক কতজন আছে?' জানতে চাইল রকি।

'এগার-বার জন হবে। দরকার হবে ওদেরকে?'

গাস্ হল্ বহু বছর ধরে রকির ডান হাত। সে রকির সামান্য ইঙ্গিত পর্যন্ত বুঝতে পারে। রকি সম্মতিসূচক ভাবে মাথা নাড়ল।

'শহরের বাইরে একটা মেক্সিকান র‍্যাঞ্চো আছে। আসার পথে থেমেছিলাম ওখানে। একটা লোকের সাথে ভাব হয়ে গেছে। কাল ভোরে এক ফাঁকে গিয়ে ওকে বললেই সে খবর

দিয়ে আসবে।'

'দেখ, এখানে রটে গেছে যে "এল্‌-ঈগোলে" আসছে। আমার উত্তরে আসার খবর কে রটাল বুঝলাম না।'

'শয়তান রড্রিগ্‌সটা মরলেও আমাদের কিছু শত্রু রয়ে গেছে ওদিকে। আচ্ছা, পেনড্রেকের কোন সন্ধান পেলে?'

'ক্রিস্‌ ডেভলিন বলল ঐ নামের কেউ নেই এদিকে। তবে যাবে কোথায়, খুঁজে বের করবই। তারপর খতম করব তাকে।'

সাত

শোবার আগে গাস্ হল্ বলল, 'তোমাদের এই লেস্টন লোকটাকে খুব ঘড়েল মনে হল।'

রকি সায় দিল।

'তোমার–আমার মত। মজার ব্যাপার! আমাদের মত লোক শেরিফ–টেরিফ হচ্ছি।'

'মজার কি আছে? শেরিফের কাজ হচ্ছে জীবনের পরোয়া না করে আইনকে রক্ষা করা। এতদিন আউট–ল ছিলাম বলে এখন কি আইনরক্ষার কাজ করতে পারি না? আউট–ল অনেক রকমের হতে পারে। যেমন আমরা—তুমি, আমি, আমাদের সঙ্গীরা। আমাদের কোন কারণ ছিল না আউট–ল হবার। একবার এক জজ সাহেবের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। খুব পণ্ডিত, আর ভাল লোক। তিনি আমাকে বলেছিলেন, যেখানে আইনরক্ষা ও কার্যকর করার জন্যে নিযুক্ত ব্যক্তিরা দায়িত্ব পালন করে না, আইন যেখানে সৎ লোকদের রক্ষার পরিবর্তে পীড়ন করে, দুর্বৃত্তদের রক্ষা করে, সেখানে

জনগণের অধিকার আছে আইন হাতে তুলে নেয়ার। অজ্ঞ, মূর্খ মানুষ—যারা জানে না নিজেদের অধিকার—জানে না আইন কি জিনিস—তাদের হয়ে আমরা তাই করেছি। আইন-মানা লোক হবার জন্যেই আমরা একদিন আইন হাতে তুলে নিয়েছিলাম।'

'রকি, তুমি উকিলদের মতই আইনের কথা বলছ। তবে একটা কথা শোন, এখানে অনেক লোকই দেখলাম আইনের তোয়াক্কা করে না।'

অফিসের জানালায় কে যেন চাপড় দিল। কে যেন বলল, 'এদ্‌ভেনত্রো! ক্যাপিতান! হেই ক্যাপ্টেন! ভেতরে আছেন নাকি?'

নিঃশব্দে উঠে জানালার কাছে গিয়ে রকি জিজ্ঞেস করল, 'কুইয়্যেন ইস্? কে?'

'শেরিফের সাক্ষাৎপ্রার্থী। খুব জরুরি। আমি চাই না কেউ আমাকে দেখুক।'

'সঙ্গে আর ক'জন আছে?'

'আমরা মাত্র দু'জন, সিনর। আমি, আর একজন বিশ্বস্ত লোক।'

'কিন্তু আপনি কে? এটা ক্রিসেন্টভিল। এখানে বাঞ্ছিত কেউ না হলে দরজা খোলা যায় না।'

'আমি আপনার সাথে কথা বলতে চাই। যা বলব তা শুনতে আপনি আগ্রহী হবেন।'

'মোমেনতিতো, এক মুহূর্ত,' বলে রকি তাকাল গাস্-

এর দিকে।

গাস্ ততক্ষণে শটগানটা হাতে তুলে নিয়েছে। সে বলল, 'জনা দশেক পর্যন্ত সামলাতে পারব।'

'আমি দরজা খুলছি। আপনি এবং আপনার লোক নিজ নিজ কানে হাত রেখে ঢুকবেন। অন্যভাবে আসলেই মরবেন।'

বাইরের লোকটা হাসতে হাসতে বলল, 'মুই বিয়েন (ঠিক আছে)। আমরা কান ধরেই আসব।'

সিক্স-গানটা হাতে নিয়ে সতর্কভাবে দরজা খুলে দিল রকি।

একজন দীর্ঘদেহী আলখেল্লা পরা লোক এবং তার পেছনে খর্বকায় একজন কামরায় এসে ঢুকল। দু'জনই মেক্সিকান।

রকি দরজা বন্ধ করে খিল লাগিয়ে দিল।

গাস্ হল্ শটগানটি দু'জনের দিকে তাক করে বসে আছে। সেদিকে এক নজর দেখে দীর্ঘদেহী লোকটা হাসিমুখে বলল, 'এখন হাত নামাতে পারি?'

'নিশ্চয়, নিশ্চয়,' বলল রকি। 'আপনাকে বুদ্ধিমান বলেই মনে হচ্ছে। শেরিফ হত্যার চেষ্টার মত বোকামি আপনি করবেন না—বিশেষত যখন একটা শটগান তাক করা আছে।'

'করব না দু'টি কারণে। প্রথম কারণ, ডন ইরাসমো সেগুইন খুন করে না। দ্বিতীয়ত, আমার কিছু বুদ্ধিসুদ্ধি আছে। না, সিনর। ক্রিসেন্টভিলে আমি এই প্রথম এসেছি।

এসেছি আপনার কাছে সাহায্য চাইতে। সাহায্যের দাম দেব আমি।'

'আমার নাম রকফিল্ড ট্রেন্টন। আমিই শেরিফ।'

রকির মুখোমুখি একটা চেয়ারে বসে ডন সেগুইন বললেন, 'আপনি আমার নামটা শুনেছেন আশা করি?'

'আপনি কি মেক্সিকোর থ্রি স্টার র‍্যাঞ্চের ডন সেগুইন নন?'

'হ্যাঁ, থ্রি-স্টার-এর। আজ রাতে আমার এখানে আসার কথা ছিল না। আমাদের আর আপনাদের লোকেরা খচ্চরের কাফেলা নিয়ে কিভাবে সীমান্ত পারাপার করে, জানেন তো?'

'স্মাগলিং' বলল রকি শুষ্ক কণ্ঠে।

'তা ঠিক, কিংবা চুরি। সীমান্তে চোরাচালান, হামলা, এসব হবেই। এটা চলছে বোধহয় সৃষ্টির শুরু থেকে। একেক সময় এটা দু'দেশের লোকের জন্যে উপকারীও বটে। যেমন এখন। আমরা মেক্সিকানরা আপনাদের দেশে তৈরি জিনিস চাই, আপনাদের ব্যবসায়ীরা চায় মেক্সিকোর পেসো।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রকি বলল, 'এটা আমার ব্যাপার নয়। আমি খুবই ব্যস্ত মানুষ।'

'কিন্তু আমার ধারণা এটা আপনার ব্যাপারও বটে। আমি একটা খচ্চরের কাফেলা নিয়ে আসছি। সঙ্গে কয়েক হাজার পেসো। পাইথন পাস-এ প্রবেশ করলেই আপনাদের দেশে পড়ব। এখানে আমি আপনার সাহায্য চাই।'

'আপনাকে পাহারা দেয়ার জন্যে? আমি তা করতে পারি

না। প্রথমত আপনি বেআইনী জিনিসের কারবার করছেন। আমার সাহায্য চাওয়ার, সীমান্ত পার হয়ে এখানে আসার কোন অধিকার নাই আপনার। দ্বিতীয়ত, আমি আর আমার এই বন্ধুটিকে নিয়েই শেরিফের অফিস। আর কেউ নেই। আপনাদের খচ্চর-কাফেলার সাথে সশস্ত্র গার্ড থাকে না?'

'কথাটা আংশিকভাবে সত্য। রাইফেলধারী কিছু লোক আমার আছে। কিন্তু ওরা সংখ্যায় যথেষ্ট নয়। আমার কাফেলার খবর জানাজানি হয়ে গেছে এবং ওটা আক্রান্ত হবেই।'

রকি বললো, 'আমি সাহায্য করতে পারব না। আক্রান্ত হবেন জানলে ফিরে যান না কেন?'

'সেগুইন ফিরে যায় না,' গর্বিত ভাবে বলল লোকটি। 'তাছাড়া, আমি খুব দরকারী কিছু জিনিস কিনতে এসেছি। সাহায্যের বিনিময়ে আপনাকে দুই হাজার আমেরিকান ডলার দেব। আপনি নিশ্চয়ই তিন-চারজন লোক ভাড়া করে বন্ধুটিকে নিয়ে আমার সাহায্যে আসতে পারেন।'

'না, আমি পারব না। ফিরে যান। কেমন করে জানলেন যে কাফেলাটি আক্রান্ত হবে?'

'আমার একজন প্রাক্তন প্রজা লারেডোতে শুনেছে।'

'লারেডোতে?'

'হ্যাঁ। লারেডোর এক স্যালুনে সে শুনেছে যে ওখানকার চোর-ডাকাতদের নেতা লেস্টন চরের মাধ্যমে আমার কাফেলার খবর পেয়েছে। বদমাশটি নাকি আমাকে পাইথন

ক্যানিয়নেই আক্রমণ করবে।

'লারেডো' শব্দটা শুনেই চোখ দু'টো জ্বলে উঠল রকির। সে বলল, 'ডন ইরাসমো, আমি যাব। চোরাচালানকারীকে রক্ষা বা আপনার টাকার জন্যে নয়। যাব সেই লোকদের ওপর আঘাত হানতে, যাদেরকে আঘাত করা ক্রিসেন্টভিলের শেরিফ হিসেবে আমার কর্তব্য।'

রকি ফিরল গাস্ হল্-এর দিকে। বলল, 'ওহে কাউবয়! উঠে দাঁড়াও। বুট পরে নাও।'

ডন সেগুইন আনুষ্ঠানিকভাবে 'বাউ' করে বললেন, 'আপনাদেরকে সঙ্গী পেয়ে ধন্য হলাম।'

আট

পাইথন পাসের বিপরীত দিকে পর্বতের ঢালু অংশে একটা ছোট পাথুরে শিখরে শুয়ে আছে রকি আর গাস্ হল্। পেছনে উঁচু হয়ে ওঠা পাথরের প্রাচীর। সামনে নিচে চওড়া পাইথন পাস। এককালে নাকি অজগররা চলাফেরা করতো ওখান দিয়ে। পাইথন পাসের ভেতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে একটা সরু অগভীর নালা। সূর্যের আলোয় চকচক করছে পানি।

রকির কানখাড়া। একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে পাইথন পাসের ক্যানিয়নের দিকে। আশঙ্কা করছে ক্যানিয়নের আশপাশে কোথাও লুকিয়ে আছে লেস্টনের দল।

'ডন সেগুইনের কাফেলা এতক্ষণে এসে পড়ার কথা। আমার ধারণা, মি. লেস্টনের দলবলও অন্য দিক থেকে এই পাস–এর ভেতর দিয়েই আসবে। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে কোন্ ঘাঁটি থেকে ওরা যাত্রা করেছে?'

'ক্যাবালোর পশ্চিমে, এখান থেকে উত্তরে মাইল পনের দূরে একটা জায়গা আছে,' বলল গাস্ ।

'হ্যাঁ, ম্যাকলিনের আস্তানা। শুনেছি সে নাকি শেরিফ ছিল কোথাকার। রাতারাতি বড় লোক হবার আশায় নাগরিকদের ট্যাক্সের টাকাকড়ি সব কোমরে গুঁজে একদিন নাকি চম্পট দেয়। চলে যায় মন্টানায়। ওখানে জুয়া খেলে সব হারায়। তারপর কিছুদিন এখানে-ওখানে ভাড়াটে বন্দুকবাজ হিসেবে কাজ করে। শেষে পালিয়ে আসে এদিকে। লেস্টন কিংবা তার দলের সাথে ম্যাকলিনের যোগাযোগ আছে কিনা কে জানে। তবে পাইথন পাসে কারো ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে লুকিয়ে থাকার জন্যে তার জায়গাটা হবে চমৎকার।'

'ওরা কতজন হবে বলে তোমার আন্দাজ?'

'বেশি হবে না। ওরা ভাবে, ওদের এক-একজনই দশজন মেক্সিকানের সমান। তাই আট-দশ জনের বেশি হবে না।'

'ঘন্টার আওয়াজ! সেগুইন আসছে মনে হয়।'

ডন সেগুইনের প্রথম খচ্চরটি দেখতে পেল রকি। তারপরেই আসছেন ডন সেগুইন ঝলমলে মেক্সিকান পোশাকে। সেগুইনের পেছনে সেই বেঁটে অনুচরটি। দু'জনের হাতেই উইনচেস্টার কারবাইন।

ক্যানিয়নের একটা বাঁকে একশ খচ্চরের লম্বা কাফেলাটি দেখা গেল। দু'পাশে রাইফেল হাতে ডন সেগুইনের সাত-আট জন রাইফেলধারী গার্ড।

'আইনের রক্ষক না হলে এখান থেকে আমরা দু'জনেই

ওদেরকে খতম করে দিতে পারতাম। সেগুইন কত পেসো আনছে মনে কর,' জিজ্ঞেস করল গাস্।

'ষাট–সত্তর হাজার মেক্সিকান মুদ্রার কম নয় মনে হচ্ছে। লেস্টনের দলও বেশি দূরে নেই বোধহয়।'

'আরে, উত্তর দিক থেকে কারা যেন আসছে। দু'জন মেক্সিকান...'

রকি তাকাল লোকদুটোর দিকে। পেছনে হাত বাড়িয়ে নিজের উইনচেস্টারটি তুলে নিল সে।

আগন্তুক দু'জন এগিয়ে গেল সেগুইনের সামনে। সেগুইন আর তাঁর অনুচরটিও ছুটে এল সামনে। রকি আর গাস্ হল্ যেখানটায় আছে, তার ঠিক নিচে। সেগুইন বেঁটে অনুচরটির দিকে ফিরে কি বললেন। লোকটি চেঁচিয়ে আদেশ দিল 'অ্যালটো!' কাফেলা থেমে গেল।

ঐ মেক্সিকান দু'টি হয়ত দক্ষিণের যাত্রী। হয়ত দেশী ভাইদেরকে সাবধান করছে যে সামনে শত্রু ওঁৎ পেতে আছে, ভাবল রকি।

কিছু কথাবার্তা বিনিময় হল। তারপর সম্মতির ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে সেগুইন তাঁর ঘোড়াকে ঘোরাতে গেলেন। ঐ মুহূর্তে আগন্তুক মেক্সিকান দু'টির এক জনের হাত চট্ করে উঠে গেল ওপরে। রকি চিৎকার করে বলতে গেল সেগুইনকে যে তাঁর পেছনে উদ্যত বন্দুক। কিন্তু তার চিৎকার সেগুইনের কানে না পৌছলেও তিনি পলকে ফিরলেন পেছনে। হত্যাকারীর এবং সেগুইনের দু'টো গুলির শব্দ এক হয়ে

গেল। মেক্সিকানটা পড়ে গেল তার ঘোড়ার পিঠ থেকে।

দ্বিতীয় লোকটিও পিস্তল বের করছে। সেগুইনের বেঁটে অনুচরটি তখন কারবাইন হাতে তৈরি। কিন্তু এ লোকটা মরল তার গুলিতে নয়—গাস্ হল্-এর গুলিতে।

হঠাৎ কাফেলার পেছন থেকে গুলির শব্দ শুরু হল। রকি বুঝল ব্যাপারটা। লেস্টনের দল এ দু'জন মেক্সিকানকে পাঠিয়েছিল কাফেলাটাকে কিছুক্ষণ আটকে রাখতে, যাতে পাহাড় থেকে নেমে গার্ডদের ওপর তারা ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ পায়।

সেগুইন রকি আর গাস্ হল্-এর দিকে চোখ তুলে তাকাল। রকি হাতের ইশারায় বলল সামনে এগিয়ে যেতে। সেগুইনের ডাকে কাফেলা চলতে লাগল সামনের দিকে।

মাত্র চার-পাঁচজন গার্ড এখন আছে। বাকিরা সম্ভবত মরেছে। পাগলের মত ওরা পেটাচ্ছে খচ্চরগুলোকে। সারি ভেঙে এলোমেলো হয়ে ছুটছে ওরা। ওদের পেছনেই ইণ্ডিয়ানদের ভঙ্গিতে রাইফেল-কারবাইন দুলিয়ে চিৎকার করতে করতে ছুটে আসছে একদল লোক।

'ঠিক আছে। চল, এবার খেলায় আমরাও নেমে পড়ি,' বলল রকি।

প্রথম গুলিটা লক্ষ্যভ্রষ্ট হল। দ্বিতীয় গুলিতে একজন পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে। লারেডোর দুর্বৃত্তরা থেমে গেল। সেগুইনের লোকেরা ঘুরে দাঁড়িয়েছে।ওদের গুলিতে মাটিতে লুটিয়ে পড়ছে মানুষ আর ঘোড়া।

তিন মিনিটেই শেষ। হামলাকারীদের মধ্যে বেঁচে রইল মাত্র দু'জন। মাথা নিচু করে ঘোড়ার মুখ ঘুরিয়ে ওরা ছুটল দক্ষিণে পাইথন পাস-এর ভেতরে। রকি গুলি করল, কিন্তু লাগল না।

গুলি বন্ধ হয়েছে। সেগুইন তাঁর ছত্রভঙ্গ কাফেলাটিকে আবার জড়ো করছেন।

'চল, খেল্ খতম। লেস্টন আর কোনদিন পাইথন পাস-এর কথা মুখেও আনবে না,' বলে রকি সাবধানে পাহাড়ের গায়ে আঁকাবাঁকা ট্রেইলে চলল তাদের ঘোড়াগুলোর কাছে। ওখান থেকে নিচে নেমে আসতেই সেগুইন চেঁচিয়ে বললেন, 'চমৎকার কাজ!'

'দু'জন পালিয়ে গেল। বাকি সবাইকে মেরেছে তো আপনার লোকরা?'

'সবগুলোকে শেষ করেছে।'

'আমার মনে হয় লেস্টন আর স্টোন পালিয়েছে।'

ডন সেগুইনের লোক একটা খচ্চর নিয়ে এগিয়ে এল রকির কাছে। একগাল হেসে সেগুইন বললেন, 'আমি দুই হাজার ডলার দেব বলেছিলাম। কিন্তু আজ আর দরাদরি করতে চাই না। আপনারা দু'জন যতটা বয়ে নিয়ে যেতে পারেন তাই দেব।'

'কিন্তু আমি বলে দিয়েছি আপনাকে ক্রিসেন্টভিলে। আমরা পয়সার জন্যে এটা করিনি, করেছি অফিসার হিসেবে কর্তব্য বোধে।'

'ভ্যালগেম ডিও! তাহলে ধরে নিন রকি ট্রেন্টনকে এটা আমার উপহার। চার–পাঁচ হাজার ডলার দিচ্ছি আমার ইচ্ছে হয়েছে বলে। এতে তো কোন আপত্তি থাকতে পারে না?'

'সেক্ষেত্রে আপত্তি নেই। গাস্, দু'জন পালাল। ওরা ম্যাকলিনের আস্তানায় যায়নি তো? আমাদেরকে ওদের খোঁজে যেতে হবে।'

'পোর ডিও! আমি কঠিন লোক। এখন দেখছি আমার চাইতেও কঠিন লোক আছে। ভায়া কন ডিও, অ্যামিগো! খোদা সহায় হোক আপনাদের। মনে রাখবেন, ডন ইরাসমো সেগুইন আপনাদের বন্ধু!'

নয়

মেক্সিকান রৌপ্য মুদ্রার বোঝা নিয়ে পাইথন পাস থেকে বেরোতেই ওরা পলাতকদের ট্রেইল পেয়ে গেল। ট্রেইলটা চলে গেছে উত্তরে, ম্যাকলিনের আস্তানার দিকে।

রকি হাসতে হাসতে বলল, 'ক্রিসেন্টভিলে কেউ জানে না আমরা কোথায়। আজ সকালে দল বেঁধে এসে আমরা নাই দেখে মিঞারা নিশ্চয়ই ধন্দে পড়ে গেছে। লেস্টনও একটা দারুণ ঘা খেল ক্যানিয়নে। বুঝলে গাস্, আমরা শুরু করেছি।'

'ম্যাকলিনের ওখানে কারা ওঁৎ পেতে আছে বলতে পার?' প্রশ্ন করল গাস্ হল্।

'লেস্টনের দলে একটা হাড়-বজ্জাত আছে, ম্যাট স্টোন। মনে হয় সে থাকবে। ওর সঙ্গে একটু আলাপ করতে চাই আমি।'

'সামনে একটা নালা আছে, পাইথনের নালা নয়,' বলল গাস্।

'শুনেছি এই নালার পরে ম্যাকলিনের ক্যাবিন।

'এরা র‍্যাটলারের মত। আন্দাজ করবে যে ওদের অনুসরণে কেউ আসবে। কোন পাথর-টাথরের আড়ালে বসে আমাদেরকে গুলি করলে আশ্চর্য হব না,' বলল গাস্।

'চল, ট্রেইল ছেড়ে এগিয়ে যাই,' জবাব দিল রকি।

মাইল দু'য়েক গিয়ে আবার ট্রেইল পেল ওরা। রকি বলল, 'গতি একটু কমাতে হবে, নইলে ম্যাকলিনের ঘরের আঙ্গিনায় গিয়ে ওদের পকেটে ঢুকে যাব।'

চমৎকার আন্দাজ। পাঁচশ গজ যেতেই একটা ঘর দেখা গেল। ছোট চৌকা মাটি-পাথরের ঘর। নালা থেকে পঞ্চাশ গজ ওপরে একটা খোলা জায়গায়।

'চুপচাপ। আমাদের পাখিরা উড়ে গেল নাকি?' বলল গাস্।

'আমি নালার ভেতর নেমে ওপাশ থেকে দেখে আসি। গুলির শব্দ শুনলে বুঝবে কিছু দেখেছি। তারপরে নিজের বুদ্ধিমত যা করবার কোরো।'

রকির ঘোড়া নেমে গেল নালার মধ্যে নিঃশব্দে, পৌঁছল উইলোর ঝোপের মধ্যে।

এদিকে ঘরের একটা দরজা খোলা। কিন্তু ভেতরটা এত অন্ধকার যে কিছুই দেখা যায় না। ঘরের পেছনে যে খোঁয়াড়টা আছে ওখানটায় সে যেতে পারছে না। গেলেই দরজা আর ছোট জানালাগুলো থেকে গুলি আসবে। রকি দেখল, হয় সূর্যাস্ত পর্যন্ত কয়েকঘন্টা বসে থাকতে হবে, নতুবা ঝুঁকি

নিতে হবে।

ইঙ্গিত মাত্রই লাফ দিল ঘোড়া সামনের দিকে। নালা আর খোঁয়াড়ের মাঝখানটায় বিশ গজ পর্যন্ত জেতেই গর্জে উঠল একটা রাইফেল দরজার মুখের অন্ধকার থেকে। মাথা নিচু করে ছুটে গেল রকি বাকি চল্লিশ গজ পথ। গুলির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে ডানে-বাঁয়ে, ঘোড়ার পায়ের কাছ দিয়ে। ভ্রূক্ষেপ না করে রকি লাফিয়ে পড়ল খোঁয়াড়ের পেছনে। উইনচেস্টার হাতে কোণার দিকে গেল দ্রুত পায়ে।

ভারি দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল। তার গুলি লাগল দরজার ওপর। এবার ঘরের পেছন থেকে অন্য গুলির শব্দ হতে লাগল।

'গাস্ শুরু করেছে। আমাদের ভাগ্য ভাল। রাতে চাঁদ উঠবে। সীসার উপহার না নিয়ে কেউ চুপি চুপি পালাতে পারবে না,' ভাবল রকি।

হ্যাটটা একটি লাঠির ওপর বসিয়ে আস্তে করে তুলে ধরল খোঁয়াড়ের কাঠের গুঁড়ির ওপর। সঙ্গে সঙ্গে জানালা থেকে গুলি এসে লাগল কাঠের গুঁড়িতে। স্থান বদলে আবার সে হ্যাটটা তুলে ধরল। হাতের কারবাইন তখন প্রস্তুত। আরেকটা গুলি এল একই জানালা থেকে। হ্যাটটা ফেলে দিয়ে দ্রুত পর পর তিনটে গুলি করল রকি জানালা লক্ষ্য করে। তারপর হ্যাটটা আবার তুলল। কোন গুলি এল না। খোঁয়াড়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে সে গাস্‌কে খুঁজল। কিন্তু ওকে পেল না। আরও দু'টি গুলি করল অন্য জানালাটা লক্ষ্য করে।

কোন জবাব নেই। তারপর পিছিয়ে গেল।

ঘরের মধ্যে একজনের উপস্থিতির লক্ষণ পাওয়া গেল, যদিও গুলি করেছে দুই–তিন জন। ঘরে যদি শুধু ম্যাকলিন থাকে তবে তাকে গুলি করার কোন বৈধ কারণ নেই। তাই সে হাঁক দিল, 'ঘরে কে আছ! আমি ক্রিসেন্টভিলের শেরিফ ট্রেন্টন বলছি, কে আছ ওখানে?'

'তাতে তোমার কি? শেরিফ হও আর যে–ই হও, ওসব বোলচালে এখানে কাজ হবে না। লেজ গুটিয়ে ধুলো উড়িয়ে কেটে পড়!'

'দেয়ালের পেছন থেকে কে এরকম ঘেউ ঘেউ করছে?'

'তাতে তোমার কি? কিভাবে বেরিয়ে যাবে সেটাই বরং ভাব। ঐ খোঁয়াড়ের পেছন থেকে বেরুলেই মজাটা...'

একটা চাপা বিস্ফোরণের শব্দ হল, যেন বদ্ধ ঘরের ভেতরে খুব কাছে থেকে গুলিটা হয়েছে। বাক্যটা শেষ করতে পারল না লোকটা। দু'বার ডাকাডাকি করে রকি দাঁড়াল দ্বিধার সঙ্গে। খোলা জায়গায় লাফ দিয়ে ছুটে গেল দরজার দিকে। 'গাস্ নাকি?'

এ সময় আরও কয়েকটা গুলির আওয়াজ হল। গাস্ হল্ চিৎকার করে বলল, 'হুঁশিয়ার, রকি।' দেয়ালের সঙ্গে মিশে গিয়ে দরজাটা খুলে ফেলল সে এক ধাক্কায়। কিন্তু ভেতরে না ঢুকে একপাশে সরে রইল। ভেতর থেকে একজন গুলির পর গুলি করে চলেছে। রকি এক পা পেছনে সরে পাশ থেকে গুলি করল দু'বার। জবাবে ভেতর থেকে দু'টি গুলি হল দ্রুত।

একটুক্ষণ বিরতির পর আরেকটি গুলি হল।

'ঠিক আছে, রকি, আমি ওকে খতম করেছি,' চিৎকার করে বলল গাস্।

গাস্ হাসিমুখে এসে দাঁড়াল রকির পাশে। বলল, 'পেছনের জানালার ওপাশে দাঁড়িয়েছিলাম। এক গুলিতে শেষ। এখন ভেতরে যাওয়া যায়।'

এক টুকরো কাঠ কুড়িয়ে ভেতরে ফেলল রকি। কোন গুলির শব্দ না হওয়ায় পা বাড়াল ঘরের মধ্যে। দেখল, জানালার পাশে পড়ে আছে একটা লম্বা লোক। এক কোণে মেঝের ওপর পড়ে আছে আরেকজন। দু'জনই মৃত।

'প্রশ্ন হচ্ছে এরাই ক্যানিয়ন থেকে পালিয়ে আসা লোক কিনা,' বলল রকি। জানালার পাশের লাশটার পকেট হাতড়ে একটা নোটবই পেল সে।

ওটা দেখে সে বলল, 'এ হচ্ছে ম্যাকলিন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে ম্যাকলিন ক্যানিয়নে গিয়েছিল।'

বেরিয়ে গেল সে ঘর থেকে। একটু পরে মাটিতে দাগ দেখে বুঝল একটি ঘোড়া চলে গেছে। তার মানে, দু'জন এসেছিল ক্যানিয়ন থেকে। একজন রয়ে গেছে, অন্যজন তাড়াতাড়ি চলে গেছে লারেডোতে।

গাস্ পেছন থেকে ডেকে বলল, 'চলে যাওয়া লোকটা ক্যানিয়নে গুলি খেয়েছে। পায়ে বুলেট নিয়ে এখানে এসেছে। আমাদের ওপর প্রথম গুলি করেছে। কঠিন লোক!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রকি বলল, 'আমি ক্রিসেন্টভিলের হাই

ঈগলের বাসা

শেরিফ। এক বেতনে কবর খোঁড়ার কাজ করতে রাজি নই। দলের লোকরা এসে ওদের কবর দেবে। পলাতক লোকটা ম্যাট স্টোন হলে কাউকে পাঠাবে। লেস্টন ছিল না এই দলে।'

ফিরে যেতে যেতে রকি বলল, 'বড্ড ঝামেলা গেল আজ। কালও এরকমই হবে মনে হচ্ছে।'

দশ

রকি বসে আছে দুই হাতে দু'টো কোল্ট নিয়ে। কে একজন দরজায় কিল মারছে বাইরে থেকে।

'কে? কি চাই?' প্রশ্ন করল সে।

'জেলা অ্যাটর্নি আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চান। বোধহয় পরিচিত হতে চান,' জবাব এল মোটা ঘড়ঘড়ে কণ্ঠে।

চলে গেল লোকটা। অপসৃয়মান পায়ের শব্দ কানে এল রকির। একটা জানালা খুলে বাইরে তাকাল সে। এখনও ভোর হয়নি।

'গাস্, তুমি রওনা হও। ফিরবে যত তাড়াতাড়ি পার। ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির মতলব জানি না। তার সঙ্গে আলাপ আমিও করতে চাই। দেখা যাক কি হয়।'

গাস্ হল্ চলে গেল। সে–ও রাস্তার ওপারে এক রেস্তোরাঁয় ব্রেকফাস্ট করে ঘোড়াটাকে দানাপানি খাওয়াল। রাস্তায় একটা লোককে জিজ্ঞেস করে জেনে নিল ডিস্ট্রিক্ট

অ্যাটর্নির অফিসের ঠিকানা।

এটা শক্রপুরী। যেতে যেতে সর্বত্র লক্ষ্য করল লোকেরা চোরা চোখে দেখছে তাকে।

ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির অফিসে দু'জন লোক আছে। একজন ছোটখাট, শেয়ালমুখো, যুবক। হাত দু'টো তার কাঁপে। দেখতে সস্তা কাপড়ের দোকানের কেরানির মত। অন্যজন মোটাসোটা, মাঝবয়সী, ভারিক্কি চেহারার।

'আমি রকফিল্ড ট্রেন্টন, শেরিফ। একজন খবর দিল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি কথা বলতে চান আমার সঙ্গে।'

শেয়ালমুখো বলল, 'আরও আগে আসতে পারতেন। এত ঢিলে হলে রিও গ্র্যাণ্ডের ওপার থেকে দেশের সব ক্রিমিন্যাল এখানে ধেয়ে আসবে, আমি শেরিফের হাতে কারো নামে একটা ওয়ারেন্ট তুলে দিতে পারার আগেই।'

'আপনিই ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি? আগেই টের পাওয়া উচিত ছিল আমার। এখানে যা দেখলাম তাতে মনে হল আউট-ল'দের এদিকে ছুটে আসার বিপদ খুব বেশি নেই। যে-কোন সঠিক ওয়ারেন্ট আমি ক্রিসেন্টভিলের রাস্তা থেকে না নেমেই কার্যকর করতে পারি এবং করে খুশিও হব!' জবাব দিল রকি।

'তার মানে? আপনি কি কোন পরোক্ষ ইঙ্গিত করছেন?' খেঁকিয়ে উঠলেন ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি।

'জনাব, পরোক্ষ ইঙ্গিত আমি কখনও করি না। ওই অভ্যেস আমার নাই। আমি সাফ কথা বলি, যে যাই মনে

করুক। আপনাকে এখন সোজা সরল কথাটা বলে দিচ্ছি। আপনার নিজ শহর এই মুহূর্তে দেশের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর আউট-ল'দের আড্ডাখানা। আপনার মার্শাল থেকে শুরু করে...'

'মার্শাল থেকে শুরু করে কী?' প্রশ্ন হল দরজার কাছ থেকে।

রকির হাত নেমে গেল কার্তুজের বেল্টের দিকে। মোটাসোটা ভদ্রলোকটি চট্ করে সরে গেলেন একপাশে। রকি বলল, 'বলেছি যে মার্শাল থেকে শুরু করে দুনিয়ার সব আউট-ল এই শহরে আস্তানা পেতেছে। এই জঞ্জাল সাফ করা দরকার। এটাই আমার কথা। তোমার ভাল লাগুক, না লাগুক, ওসলার।'

ঘুরে দাঁড়াল রকি, ওসলারের দিকে। ওসলারের মুখ পাথরের মত শক্ত, অবিচল। চোখে আগুন। তবে 'ড্র' করার জন্য হাত বাড়ায়নি।

'হয়েছে, হয়েছে,' বললেন মোটাসোটা বয়স্ক ভদ্রলোকটি।

'ভদ্রভাষায় কথা বলবেন আমার অফিসে। বর্তমান প্রশাসনের অধীনে ক্রিসেন্টভিল ভালই চলছে। বাইরের লোকের কোন সাহায্য বা উপদেশের দরকার নেই। আমি আপনাকে একটা ওয়ারেন্ট দেয়ার জন্যে ডাকিয়েছিলাম। আপনি এটা নিন এবং সার্ভ করুন,' বলল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি।

ভাঁজ করা কাগজটা নিয়ে বাঁ হাতে রেখে রকি তীক্ষ্ণ

দৃষ্টিতে শেয়ালমুখোকে বিদ্ধ করে বলল, 'জনাব, উপদেশটা শুনলে আপনি দীর্ঘজীবী হতেন। কাউন্টির শেরিফ হিসেবে এর পুলিশী ব্যবস্থার জন্যে দায়ী আমি। একটি জিনিস স্মরণ রাখবেন, এমন কিছু কিছু অপরাধ আছে যেগুলোর জন্যে বিনা ওয়ারেন্টে গ্রেফতার করা যায়।'

ওয়ারেন্টটি উইন লেস্টনের নামে। অভিযোগ—মহাসড়কে ডাকাতি। রকি বুঝল, বিপদের মুখে ঠেলে দেবার জন্যই তাকে এত ভোরে ডেকে আনা হয়েছে।

'আজ-কালের মধ্যেই আমি লেস্টনকে নিয়ে আসব,' বলল সে কৃত্রিমভাবে হাই তুলে।

কিন্তু তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে 'আজ-কালকের মধ্যে লেস্টনকে আনব' বললেও রকি তখনি হুট্ করে লারেডোতে ছুটে যাবার মত বোকা নয়। জায়গাটা সম্পর্কে তাকে আরও খোঁজখবর নিতে হবে। আঙ্গাস ডেভলিনের মুখে শুনেছে লেস্টন ওখানে সর্বেসর্বা। অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক।

শেরিফের অফিসে বসে ভাবতে লাগল রকি। কিন্তু কান দু'টো তার নেকড়ের মত সজাগ। এমন সময় ঘোড়া হাঁকিয়ে ফিরে এল গাস্ হল্।

গাস্ বলল, 'বল গড়াচ্ছে, রকি। এক সপ্তার মধ্যে দশ-বারো জন শক্ত-পোক্ত কাউবয় এসে পৌছবে।'

'আমি একটা কাজ পেয়েছি। লারেডোতে যেতে হবে উইন লেস্টনকে গ্রেফতার করে আনতে।'

'এই ওয়ারেন্ট জারির পেছনে আর কোন মতলব নেই

তো?'

'মতলব পরিষ্কার। ওরা দেখতে চাচ্ছে কত সহজে আমাকে দুনিয়া থেকে সরিয়ে দেয়া যায়। কাজটা একজনের, গাস্, প্রিয় বন্ধু। তবে তোমাকেও যেতে হবে। লারেডো এখান থেকে প্রায বারো মাইল। তুমি যাবে আমার ট্রেইল অনুসরণ করে। কিন্তু ক্রিসেন্টভিল থেকে বেরুতে কেউ যেন তোমাকে না দেখে। মাঝপথে একটা ভাল জায়গা বেছে নিয়ে অপেক্ষা করবে আমার জন্যে। ফেরার সময় একজন সঙ্গী পেলে আমি হয়ত খুশিই হব।'

'তুমি যদি গলাটা বাড়িয়ে দাও ওদের সামনে, লেস্টনকে জিজ্ঞেস কর—অনুগ্রহ করে সে তোমার সঙ্গে এসে জেলে ঢুকবে কিনা—তাহলে ফেরার পথে একজন কেন, অনেক সঙ্গীরই দরকার হবে তোমার।'

'যাই, লারেডো সম্পর্কে জানে এমন কাউকে পাই কিনা দেখি।'

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াল রকি। ডেপুটির দিকে ফিরে হেসে বলল, 'শহরে অনেকগুলো পিস্তলের গুলির শব্দ শুনলে বুঝবে যে তোমাকে আমার দরকার।'

হেলেদুলে সে হাঁটতে লাগল রাস্তায়। দেখা হয়ে গেল ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নির ঘরের সেই মোটাসোটা ভদ্রলোকের সঙ্গে।

'আরে, শেরিফ যে! আমি জজ ফোরম্যান।'

'আপনার সাথে পরিচিত হয়ে আনন্দ পেলাম। সৎ মানুষদের একতাবদ্ধ হওয়া দরকার, জজ সাহেব।

আপনাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাটর্নি মি. জর্জ টমসন যদি মার্শালের তাঁবেদার না হন তাহলে আমি হচ্ছি চীনা চণ্ডুখোর—আপনি জানেন, আমি তা নই।'

জজ সাহেব হাসলেন। মি. টমসন সম্পর্কে খারাপ মতামত শুনেও অসন্তুষ্ট হলেন না।

'চলুন, ম্যাক করম্যাকের রেস্তোরাঁয় একটু বসি। পেছন দিকে নিরিবিলিতে বসে আলাপ করতে পারব,' বললেন তিনি।

মুখোমুখি বসার পর জজ বললেন, 'লেস্টনের গ্রেফতারি পরওয়ানা পেয়েছেন। ওটা নিয়ে যাচ্ছেন তো?'

'নিশ্চয়ই। তবে মুহূর্তের জন্যেও ভাববেন না যে কেন আমাকে উইন লেস্টনের পেছনে লেলিয়ে দেয়া হচ্ছে তা আমি জানিনা।'

'কবে যাবেন লারেডোতে?'

'ম্যুই প্রন্টো। জায়গাটা সম্পর্কে দু'চার কথা শুনেছি। যাবার আগে আরও কিছু জানতে চাই।'

'অবশ্যই, অবশ্যই! আমি কিছু বলতে পারি। লারেডো আশপাশের র‍্যাঞ্চারদের সরবরাহ কেন্দ্র। লেস্টনের দলটি ছাড়া বাকি লোকজন ভাসমান। আপনি বোধহয় জানেন যে গানফাইটার হিসেবে লেস্টন অনেক নিকৃষ্ট ম্যাট স্টোন থেকে? স্টোন গত নয়–দশ মাসে চার জন মানুষ খুন করেছে।'

শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে তাকাল রকি জজ সাহেবের দিকে। লোকটার স্বরে বন্ধুত্বের আভাস।

'তবে ষ্টোন মোটেও গুণবর্জিত নয়। শুনেছি, বন্ধুর সঙ্গে সে বেঈমানি করে না। ব্যবহার ভাল। তবে বন্ধুত্ব অর্জনের আগে কিছু প্রত্যাশা করা উচিত নয় তার কাছ থেকে।'

'বন্দুক বের করে তুলে ধরার মত কাছে পৌছতে পারলে এবং তৃতীয় কেউ মাঝখানে এসে না পড়লে লেস্টনকে আমি আনবই। জীবন্ত অবস্থায় আমার হাত থেকে ওকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না কেউ।'

'ঐ পন্থা হয়ত নিতে হবে আপনাকে। কিন্তু আমার উপদেশ—তাকে খোলাখুলি বলুন আপনি কেন এসেছেন। কাউন্টি অফিসাররা ওয়ারেন্ট সার্ভ করতে না পারলে ওসলারের ওজন বেড়ে যাবে—এ কথার ওপর জোর দিন। জামিন দেয়ার ব্যাপারে বলছি, এখানে আমরা একটু বেশি মাত্রায় উদার। এতটা উদারতা ভাল নয়। লেস্টনকে বলতে পারেন যে আমার সঙ্গে আপনার আলাপ হয়েছে। এর বেশি বলা ঠিক হবে না।'

'ধন্যবাদ,' উঠে দাঁড়িয়ে বলল রকি। 'তবে জামিন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমি একটু দুঃখিত। আমি ধরে জেলে পুরব, আর সঙ্গে সঙ্গে ওরা বেরিয়ে যাবে—এটা ভাল দেখায় না। এক্ষেত্রে কোনও পরিবর্তন আশা করতে পারি কি?'

'কেন? কোন পক্ষের আপত্তি আছে বলে তো মনে হয়নি! দু'পক্ষের কেউ ভাল নয়। তাই নিরপেক্ষতা বজায় রাখার চেষ্টা করি। যদি দেখি যে জামিন দিতে অস্বীকার করলে কোন লাভ হবে তাহলে...এখন যান লারেডোতে। ধরে আনুন

লোকটাকে। তারপর ডিস্ট্রিক্ট জজের কাছ থেকে সব রকমের আইনগত সমর্থন আপনি পাবেন।'

মাথা ঝুঁকিয়ে বেরিয়ে এল রকি। ফিরে গেল অফিসে। গাস্ হল্‌কে দেখা গেল না। কালো ঘোড়ায় চেপে সে রওনা হল লারেডোর পথে।

এগার

লারেডো পর্যন্ত পথটা চড়াই-উতরাই পার হয়ে চলে গেছে এঁকেবেঁকে। চিন্তামগ্নভাবে যেতে যেতে রকি লাল পাথর-খণ্ডে ঢাকা একটা ঢালু জায়গায় পৌছল। পাথরগুলোর পেছনে একটা পরিত্যক্ত কেবিন আর জীর্ণ খোঁয়াড়। জায়গাটা ক্রিসেন্টভিল আর লারেডোর মাঝপথে। রকি আশা করল গাস্ জায়গাটার রণকৌশলগত সম্ভাবনা দেখে ওখানে থাকবে।

ঘোড়াকে দাঁড় করিয়ে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল সে। সিগারেট টানতে টানতে ভাবতে লাগল ক্রিস ডেভলিনের কথা। কী অসাধারণ মেয়ে! যেমন বুদ্ধি তেমনি সাহস। অথচ পুরোপুরি নারী!

'কী অবস্থা আমার!' ঘোড়াটাকে বলল রকি। 'শয়তান রড্রিগ্স যদি বাবাকে হত্যা না করত তা হলে আজ আমি হতাম একটা সত্যিকারের কাউ-র‍্যাঞ্চের মালিক। কলেজের ডিগ্রিও থাকত আমার। অথচ আমি আজ এখানে তোর পিঠে বসে আছি, মিড্নাইট। বয়স তেইশ হল। তুই, আর নিজের

দেহটা ছাড়া কিছুই নেই আমার। আবার, বাবাকে যদি রড্রিগ্স খুন না করত, ক্রিস ডেভলিনের সঙ্গে আমার দেখা হত না…'

ভাবনায় ছেদ পড়ল। ট্রেইলের প্রায় মাইলখানেক পশ্চিমের একটা ঢালুতে একটি মেটে র‍্যাঞ্চ-হাউস তার নজরে পড়ল। ওটার পেছন থেকে হলদে ধুলোর মেঘ উঠছে। তার মানে, ওখানে মানুষ কাজ করছে। 'ক্রিসেন্টভিল আর লারেডোর মাঝখানের এই লোকগুলোর সাথে পরিচয় করা যাক না। সময়ে কাজে লাগতে পারে,' ভাবল সে।

কিন্তু দুই-তৃতীয়াংশ পথ যেতেই একজন অতি লম্বা লোক বাড়িটার সামনে এসে বিনকিউলার দিয়ে ওকে লক্ষ্য করতে লাগল। একটু পরেই লোকটা চলে গেল ঘরের ভেতর এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল রাইফেল হাতে। গুলি করল রকিকে লক্ষ্য করে। রকি ছুটে গেল একটা বড় পাথরের আড়ালে। মিড্নাইটকে ওখানে রেখে উইনচেস্টার কারবাইনটা নামিয়ে নিয়ে পাথরের পাশ থেকে লক্ষ্য করতে লাগল সে।

ঘরের দরজাটা তখন বন্ধ হয়ে গেছে। ডানপাশের জানালায় লোকের নড়াচড়া দেখল। পরপর দু'টি বুলেট সে ছুঁড়ল জানালাটা লক্ষ্য করে। সঙ্গে সঙ্গে জবাব এল বাড়িটার এক পাশ থেকে। মাটিতে শুয়ে পড়ল রকি। প্রতিটি ঝোপ, প্রতিটি বোল্ডার, প্রতিটি আগাছার আড়াল নিয়ে অ্যাপাচিদের কায়দায় বুকে হেঁটে অগ্রসর হল বাড়িটার দিকে।

'কিছু একটা করছে কেউ ওখানে,' ভাবল রকি। 'না

করলেও তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে অচেনা লোক দেখলেই গুলি করা খুব ভাল কাজ নয়—বিশেষ করে সেই অচেনা লোকটি যদি এই জঘন্য কাউন্টির বৈধভাবে নিযুক্ত শেরিফ হয়।'

কোন গুলি এল না তার দিকে। এর অর্থ, লোকগুলো টের পায়নি যে সে এগোচ্ছে। ওরা মনে করছে সে এখনও ঐ বড় বোল্ডারটির আড়ালেই রয়ে গেছে। এই কায়দায় বহুবার সে রড্রিগ্স–এর মেক্সিকান কাউ–পাঞ্চার আর সওয়ারদের ঘায়েল করেছে।

একটা ছোট্ট ঝোপের আড়ালে উপুড় হয়ে শুয়ে কারবাইনটা সামনে বাড়িয়ে সে লক্ষ্য করতে লাগল বাড়িটাকে। একটা লোকের মুখের অর্ধেক এবং কাঁধের কিছু অংশ দেখা গেল ঘরের এক ধারে। দূরত্বটা পঁচাত্তর গজেরও কম। ট্রিগারে টান দিল সে। লাফিয়ে উঠে একটা হাত ছুঁড়ে পড়ে গেল লোকটা। আর নড়ল না।

ঘরের জানালাগুলো আর কোণার দিক থেকে ছুটে এল এক ঝাঁক গুলি। বেশিরভাগ বুলেটই শোঁ শোঁ করে উড়ে গেল তার মাথার ওপর দিয়ে। কিছু বুলেট মাটিতে বিদ্ধ হল তার একেবারে গায়ের কাছে। মিনিট কয়েক পরে সে সাপের মত এঁকেবেঁকে আবার এগিয়ে গেল গুলির উৎসের দিকে।

একটা বোল্ডার পড়ল সামনে। ওটার আড়াল থেকে সে দেখল, তিনজন লোক গুলি করছে। তার মধ্যে একজন ঘরের কোণ থেকে। নিখুঁত নিশানা করে রকি ফেলে দিল

লোকটাকে। বাকি থাকল দু'জন।

এবার গুলিবৃষ্টি শুরু হল বোল্ডারটির ওপর। একজন বুলেট ভরছে, অন্যজন ট্রিগার টিপছে। মাটি থেকে মাথাটা সামান্য তুলে সে দেখল, মাত্র পঞ্চাশ ফুট দূরে দু'টি লোক হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে বোল্ডারটির দিকে। একজন গুলি করছে, অন্যজন এগোচ্ছে। কারবাইন রেখে কোল্ট তুলে নিল রকি। লম্বা লোকটির দিকে গুলি ছুঁড়ল। মুখ থুবড়ে পড়ে গেল লোকটা। বাকি লোকটা ছুটে পালাতে চাইল একদিকে। কিন্তু পারল না। রকির দুই পিস্তলের দুটি গুলি বিদ্ধ করল তাকে।

স্তব্ধ হয়ে গেল সবকিছু। খোলা দরজা দিয়ে একলাফে রকি ঢুকে পড়ল ঘরের ভেতর। উবু হয়ে মেঝেতে বসে একটা লোক পিস্তল উঁচিয়ে রেখেছে জানালার দিকে। পিস্তলটা রকির দিকে ঘোরাবার চেষ্টা করল লোকটা।

'ফেলে দাও, নইলে ঝাঁঝরা হয়ে যাবে,' বলল রকি।

পিস্তল ফেলে দিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল লোকটা। ককিয়ে উঠে জিজ্ঞেস করল, 'কে তুমি?'

'ট্রেন্টন, ক্রিসেন্টভিল কাউন্টির শেরিফ।'

'ওরা তিনজন ঘরের পেছনের ঘোড়াগুলো চুরি করে এনেছে। আমি এর মধ্যে নেই। ঘটনাচক্রে এখানে ছিলাম বলে ফেঁসে গেছি। ওগুলো জজ ফোরমানের র‍্যাঞ্চের।'

'ওহ্ হো, চোরাই ঘোড়া! তাহলে তো ওগুলো ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তুমি হয়ত ঠিকই ছিলে না এর মধ্যে।

তবে তোমার ভাগ্য জজ সাহেব আর জুরিরা ঠিক করবেন।'

বন্দী এবং ঘোড়াগুলোকে নিয়ে রকি চলে গেল ট্রেইলের পাশে প্রথম দেখা পরিত্যক্ত কেবিনটার দিকে।

গাস্ হল্ বেরিয়ে এল কেবিন থেকে। আশ্চর্য হয়ে বলল, 'এগুলো আনলে কোথা থেকে?'

'এগুলোকে খোঁয়াড়ে ঢোকাও। এই তরুণ বন্ধুটিকে কড়া পাহারায় রাখ।'

গাস্ বলল, 'ক্রিসেন্টভিলে শুনে এলাম "এল্-ঈগোলে" এসে পড়েছে। ছোঁ মেরে জজ ফোরম্যানের চার হাজার ডলারের ঘোড়া নিয়ে গেছে!'

'কে এসব রটাচ্ছে বলতে পার, গাস্? আমার মনে হয় দক্ষিণ থেকে আসা কোন লোক। হয়ত লোকটাকে আমরা চিনি।'

'হয়ত আমাদের পেছনে ফেলে আসা কোন শত্রু। তুমি কি লারেডোতে যাচ্ছ?'

'হ্যাঁ। এখানে অপেক্ষা কর আমার জন্যে। বোধহয় কাল সকালে ফিরব লেস্টনকে নিয়ে। এ লোকটাকে মেরে ফেলো না।'

বার

একটি মাত্র চওড়া রাস্তা। দুপাশে দুই সারি কাঠের ঘর। এই হল লারেডো টাউন। পঞ্চাশ–ষাটজন লোক দেখা যাচ্ছে। কেউ হাঁটছে, কেউ দাঁড়িয়ে বা বসে আছে ছাদহীন বারান্দায়।

প্রথম স্যালুনের সামনে গিয়ে সে নামল, ঘোড়াটাকে বাঁধল আর দু'টো ঘোড়ার মাঝখানে। বিশ–পঁচিশ জোড়া চোখ লক্ষ্য করছে তাকে।

'হাউডি! উইন লেস্টনকে কোথায় পাব?' প্রশ্ন করল সে সবচেয়ে কাছের লোকটিকে।

'ভেতরে আছে। তুমি কে? কী দরকার ওর সঙ্গে?'

লোকটার দিকে তাকিয়ে একটুখানি হেসে দরজা ঠেলে প্রবেশ করল সে।

লম্বা ছাউনির মত ঘর। দশ–বার জন লোক। কেউ বারে, কেউ বিভিন্ন টেবিলে বসে তাস খেলছে। এক কোণে একটি বাক্সের ওপর বসে ঝিমাচ্ছে পাদ্রীদের মত আলখেল্লা পরা একজন অতি লম্বা লিকলিকে লোক। কি একটা বই পড়ছিল

লোকটা। রকির চোখে চোখ পড়তেই লুকিয়ে ফেলল বইটা। মুখটা ওর টাঙ্গির মত।

'হ্যাল্লো! কেমন আছেন হাই শেরিফ? বেড়াতে এলেন নাকি?' বলে উঠল লেস্টন পেছনের এক টেবিল থেকে।

লেস্টন, ম্যাট স্টোন, আর দু'জন পোকার খেলছে। রকি হাসিমুখে গেল সেখানে। একটা বাক্স টেনে নিয়ে বসল ওদের সঙ্গে।

লেস্টন মুখে হাসি মেখে আড়চোখে দেখছে রকিকে। স্টোনও তাকাচ্ছে কৌতূহলের দৃষ্টিতে।

'তাহলে আমার আমন্ত্রণ আপনি গ্রহণ করেছেন,' বলল লেস্টন।

'করব বলেছিলাম। তবে একটু তাড়াতাড়ি হয়ে গেল।'

'সরকারী কাজ?'

'বলতে পারেন। আমি আপনাকে সেদিন বলেছিলাম যে শেরিফের কাজ অন্ধের মত নিয়েছি। এখানকার রাজনৈতিক দলাদলির ব্যাপারটা আমি ঠিকমত বুঝি না। ক্রিসেন্টভিলের হাই শেরিফের কেন টাউন কর্তৃপক্ষের ওপর কোন এক্তিয়ার থাকবে না তা বোধগম্য নয় আমার। এ নিয়ে ওসলার আর আমার মধ্যে একদিন গুলি ছোঁড়াছুড়ি হয়ে যাবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। ঐ বাঁটকু ধড়িবাজ টমসনটার সঙ্গে ওর গলায় গলায় ভাব। টম্সন ব্যাটা আমাকে একটা ওয়ারেন্ট দিয়েছে "সার্ভ" করার জন্যে...'

লেস্টন বেশি কান দিচ্ছে না তার কথায়। ওর মনোযোগ

হাতের তাসের দিকে। কিন্তু ম্যাট স্টোনের কপালটা কুঁচকে গেল।

'লেস্টন, আজ সকালে টমসন আমাকে একটা ওয়ারেন্ট দিল আপনাকে গ্রেফতারের জন্যে। অভিযোগ—ডাকাতি।'

'মজার ব্যাপার। জুয়ায় হেরে একটা লোক দাবি করল তার টাকা ফেরত দিতে হবে। ফেরত না পেয়ে জুয়াড়ীটা গিয়ে নালিশ করল ডাকাতির। ব্যস্, ওয়ারেন্ট জারি হয়ে গেল। স্টোন, এ জায়গাটা বড় বেশি সভ্য হয়ে যাচ্ছে আমাদের পক্ষে।'

'আমার ধারণা জুয়াড়ীটা টুঁ শব্দটিও করত না যদি ক্রিসেন্টভিলের ঐ চক্রটির সঙ্গে আপনার মন-কষাকষি না থাকত,' বলল রকি। 'ওসলার আর টমসন ভাবল এই ওয়ারেন্টটার সাহায্যে আপনার আর আমার মধ্যে গোলমাল লাগিয়ে দেবে। ওদের পক্ষে ওয়ারেন্টটা দোনলা বন্দুকের মত কাজ করবে।

'আমি যা শুনেছি, আপনি আপনার নিজস্ব কারণে শহুরে গ্যাংটির বিরুদ্ধে কাউন্টি অফিসারদের সমর্থন করে এসেছেন। এখন ওরা দেখতে চায় আমি আপনাকে গ্রেফতার থেকে রেহাই দিই কিনা। আমি যদি ওয়ারেন্ট "সার্ভ" না করি তাহলে ওরা আমাকে লেস্টনের লোক বলে প্রচার করবে।'

'কি করবেন ভাবছেন ওয়ারেন্টটা নিয়ে?' জানতে চাইল লেস্টন রকির দিকে না তাকিয়ে।

'অবশ্যই জারি করব। প্রতিটি ওয়ারেন্টই জারি করব আমি। তবে এই বিশেষ ওয়ারেন্টটা ওরা ইস্যু করেছে আপনার-আমার মধ্যে গোলমাল বাধিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে। এজন্যে আমি আপনার জামিনের ব্যাপারে জজ ফোরম্যানের সঙ্গে আলাপ করেছি। আমি জানি ওসলারের দল এতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারবে না। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন। যারা গোলমাল বাধাতে চেয়েছে তারা বিপদে পড়ে যাবে। মুখ ছোট হয়ে যাবে ওদের।'

'আমি যদি ওয়ারেন্ট গ্রহণ করতে না চাই?' বলল লেস্টন মৃদুস্বরে।

ম্যাট স্টোনের হাত টেবিলের তলায়। তার সঙ্গীদের হাতও দেখা যাচ্ছে না। স্টোনের মুখে হাসি। কিন্তু রকি জানে যে ইঙ্গিত পেলেই ঐ হাসিমুখেই স্টোন তাকে গুলি করে মেরে ফেলবে।

নিজের হাত ট্রাউজারের পকেটে রেখে রকি বলল, 'আপনি যদি আমার বুদ্ধিমত না খেলেন, ওসলারের দলকে ফ্যাসাদে না ফেলেন, তাহলে আমি আর টিকব না। গুলিতে গুলিতে ঝাঁঝরা হবে আমার দেহ। তবে ধোঁয়া সরে গেলে দেখা যাবে তিনটি লাশ এখানে পড়ে আছে ফ্লোরে—আপনার এবং স্টোনের। টেবিলের নিচের কোল্ট .৪৫ টা দিয়ে স্টোন আমাকে ঘায়েল করলেও আমার ডান পকেটের ডেরিঙ্গারটা ওর খবর নেবে। আমার বাঁ পকেটেরটা অবশ্য আপনার জন্যে, লেস্টন...'

মুহূর্তখানেক কাটল অসম্ভব স্নায়ুর চাপের মধ্যে।

তারপর হঠাৎ হেসে উঠল লেস্টন। বলল, 'সেক্ষেত্রে আমি যাব আপনার সঙ্গে। আপনি যেসব কারণ বললেন সেজন্যে এবং আমার একটি বিশেষ ব্যক্তিগত কারণে। তবে শুধু এইবার।'

'বেশ ন্যায়সঙ্গত! আবার যদি আপনাকে গ্রেফতারের জন্য আসি তখন আপনার যা ইচ্ছে হয় করবেন,' বলল রকি হাসিমুখে।

'আমরা আজ বিকেলে যাব। ইতিমধ্যে আমাদের গণ্যমান্য নাগরিকদের সঙ্গে আপনার পরিচয় হোক। ওরা খুশি হবে।'

লেস্টন উঠে দাঁড়াল। রকি, ষ্টোন এবং অন্যরাও দাঁড়াল। পাদ্রীর মত আলখেল্লা পরা লোকটার দিকে চেয়ে লেস্টন বলল, 'এনরিল, এস, ক্রিসেন্টভিলের হাই শেরিফের সঙ্গে হাত মেলাও!'

লোকটার কুৎসিত চেহারা, র‍্যাটলারের মত চোখ দেখে গা ঘিনঘিন করে উঠল রকির। কিন্তু তবু হাত মিলাতে হল।

'এনরিল আমাদের নৈতিক দিকটার ওপর নজর রাখে। চেংড়াদেরকে বেচাল হতে দেখলে বকাবকি করে। অনেকটা পাদ্রীদের মত। আমরা যখন জুয়ায় মত্ত থাকি, সে তখন ঐ পবিত্র কেতাবটায় মগ্ন।'

'হ্যাঁ, দেখলাম তো পবিত্র কেতাবটা, মরক্কো লেদারে বাঁধা বোকাশিও,' বলল রকি।

একে একে লেস্টন তার অন্য সব স্যাঙাতদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল রকির।

'আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশি হলাম। আশা করি সব সময় আমরা বন্ধু থাকব,' বলল সবাই।

তের

এরা সবাই আউট-ল। কেউ কেউ পাকা খুনী। কিন্তু এক ধরনের আন্তরিকতাও আছে ওদের মধ্যে। ওরা ভান করতে জানে না।

তাই বলে শেরিফ হিসেবে রকি নরম হতে যাচ্ছে না ওদের প্রতি। সে স্বীকার করবে যে ম্যাট স্টোনের মধ্যে অনেক গুণ আছে। ভদ্র, বন্ধু বৎসল লোকটা। কিন্তু ওয়ারেন্ট পেলে রকি বন্দুকের নলের মুখে হলেও গ্রেফতার করবে ওকে।

উইন লেস্টন কোথায় গেছে। বলেছে যে ক্রিসেন্টভিল যাবার আগে দু'একটা কাজ সেরে নিতে হবে তাকে। তাই রকির গাইড হয়েছে স্টোন।

অবশেষে দু'জনে গিয়ে বসল একটা স্যালুনে। হুইস্কি দিয়ে পরস্পরের স্বাস্থ্যপান করল।

দ্বিতীয় গ্লাস হাতে নিয়ে রকি বলল, 'বর্ডারের ঐ লোকটা "এল্-ঈগোলে" না কী, ডাক-গাড়ি লুট করছে শুনলাম। তুমি কিছু শুনেছ?'

'জানি না। তবে ঐ ওয়াগনগুলো না এলে আমরা মদ পাব না।'

'এল্‌-ঈগোলের মত ঘড়েল লোক ক্রিসেন্টভিল কাউন্টিতে এসে পড়ল, আর একাই এসব শুরু করল ওসলার কিংবা অন্য কারও সঙ্গে আঁতাত না করে, এটা বড় অদ্ভুত ব্যাপার।'

'আমি কিছু শুনিনি। লেস্টন হয়ত জানে,' বলল স্টোন সরলভাবে।

রকি ভাবতে লাগল, ডাক-গাড়ি লুটের দোষটা এল্‌-ঈগোলের ওপর চাপাচ্ছে কে? ওসলারের দলের কেউ, নাকি লেস্টনের দলের কোন লোক? এটা জানা গেলে ভাল হত।

স্টোন বসেছে দরজা পেছনে রেখে। রকি বসেছে দরজার দিকে মুখ করে। হঠাৎ ধুপধাপ পায়ের শব্দ তুলে একটা লম্বা লোক এসে দাঁড়াল টেবিলের সামনে। আজ সকালে পথে বন্দুকযুদ্ধে যে লম্বা লোকটাকে সে খতম করে এসেছে সেই লোকটার হুবহু প্রতিমূর্তি।

রকির বাঁ হাতে গ্লাস। ডান হাত ট্রাউজারের পকেটে। লম্বা লোকটির মুখ ক্রোধে বিকৃত। দুই হাত কোল্ট-এর বাঁটের ওপর। স্টোনের হাত দু'টি দ্রুত চলে গেছে কোলের ওপর।

'হাই-ইয়াহ, ব্রন্টি!' বলল সে।

ওকে উপেক্ষা করে ব্রন্টি খেঁকিয়ে উঠল রকির দিকে, 'তুমিই শেরিফ?'

রকি 'নড্' করে জানাল যে সে-ই শেরিফ।

'তুমি আজ সকালে আমার ভাইকে খুন করেছ। এখন আমি তোমাকে খুন করব।'

'অ...ওটা তোমার ভাই ছিল। সেজন্যেই চেহারায় এত মিল। যমজ নাকি?' বলল রকি চিন্তিত ভাবে। সে পকেট থেকে হাত বের করতে পারছে না ব্রন্টির নজর এড়িয়ে। বাঁ-হাত টেবিলের ওপর, পিস্তল থেকে দূরে। ব্রন্টির হাত দুটো তার কোল্ট-এর একেবারে কাছে। সত্যি বেকায়দায় পড়েছে রকি।

"লোকটা আমার ওপর হঠাৎ উইনচেস্টার দিয়ে গুলিবর্ষণ শুরু করে। কেমন ধরনের পরিবার তোমাদের? লোকে শান্তিতে চুপচাপ রাস্তা দিয়ে যাবে, আর তোমাদের কেউ কেউ মাইল দেড় মাইল দূর থেকে এসে তাকে গুলি করতে শুরু করবে? সে তো আমাকে মেরেই ফেলত!'

'নিজেকে খুব চালাক ভাব, না? আমি তোমাকে দেখাব!' বলেই ব্রন্টি টেবিলের দিকে ঝুঁকে কোল্ট দুটো বের করে তুলে ধরল। রকি মুহূর্তে গ্লাসভর্তি হুইস্কি ছুঁড়ে দিল ওর চোখে, হাঁটুর ঠেলায় টেবিলটা কাত করে ফেলল একপাশে, এক পা সামনে এগিয়ে কষে একটা ঘুসি হানল ব্রন্টির চোয়ালে।

ধপাস করে পড়ে গেল ঢেঙ্গা লোকটা উপুড় হয়ে। রকি দাঁড়িয়ে রইল ওর দিকে তাকিয়ে। ডান হাতটি তখনও ট্রাউজারের পকেটে।

শিস দিয়ে স্টোন রকির পকেটস্থ ডান হাতের দিকে চেয়ে

বলল, 'ঐ ডেরিঙ্গারটা দিয়ে ফুটো করে দিলে না কেন ব্যাটাকে?'

'ডেরিঙ্গার? কোন্ ডেরিঙ্গার?' প্রশ্ন করল রকি। বলল, 'ওসব কোনদিনই ছিল না।'

'তোমার পকেটে ডেরিঙ্গার নাই? দারুণ বোকা বানিয়েছ তো আমাকে আর লেষ্টনকে?'

মুচকি হাসল রকি।

'আমি জানতাম তুমি টেবিলের পিছে থেকে "কভার" দিচ্ছিলে আমাকে। এ লোকটা কি তোমাদের দলের?'

'না। ও ঘোড়ার ব্যবসা করে। কঠোর পরিশ্রমী। তার ভাইটা মাঝেমধ্যে ছিল আমাদের সাথে।'

রকি ব্রন্টির কোল্ট দুটো তুলে নিল ফ্লোর থেকে। ব্রন্টি নড়েচড়ে একহাতে ভর দিয়ে মাথা তুলতেই সে বলল, 'উঠে চলে যাও একটি কথাও না বলে।'

'আমি তোমাকে ছাড়ব না,' গর্জে উঠল ব্রন্টি।

'শোন, তোমার রেকর্ড আমি জেনে গেছি। তুমি ঘোড়া-চোর। ক্রিসেন্টভিল কাউন্টি থেকে বেরিয়ে যাও। আর আসবে না। আবার যদি কোনদিন দেখি তোমাকে তবে তোমার চামড়া খুলে ঝুলিয়ে দেব বেড়ার ওপর। এই নাও তোমার কোল্ট।'

চলে গেল লোকটা। ষ্টোন বলল, 'তুমি তাহলে ওর ভাইটাকে শেষ করে দিয়েছ। কিন্তু ওর সঙ্গে তো কয়েকজন ছিল।'

'হ্যাঁ, ছিল। ওরা জজ ফোরম্যানের র‍্যাঞ্চ থেকে এক পাল ঘোড়া চুরি করেছিল। আজ সকালে আমি এখানে আসার সময় এর ভাইটা আমার দিকে গুলি ছোঁড়ে। আমি দুর্ঘটনাক্রমে ওদের তিনজনকে মেরে ফেলেছি।'

'আর বিলি গ্রেসন? ওকেও মেরেছ?'

'না, ওকে শুধু আহত করেছি। সে এখন চোরাই ঘোড়ার সঙ্গে ক্রিসেন্টভিলের পথে।'

'তোমার কপাল ভাল বিলিকে মারনি,' বলল ধূসর চুলওয়ালা একটা লোক।

রকি শান্তভাবে বলল, 'তুমি এখন শেরিফের সঙ্গে কথা বলছ—এটা মনে রেখ। শেরিফরা কাউকে পাকড়াও করা সম্ভব হলে খুন করে না। তবে যদি মারবার হয়, মারে। এতে তোমার কি বলার থাকতে পারে?'

'যাই হোক, ওকে না মেরে ভালই করেছ।'

মৃদু হেসে রকি দরজার মুখে গিয়ে দাঁড়াল। দেখল, ঘোড়া ব্যবসায়ী লম্বুটা রাস্তায় একদল লোকের মাঝখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। তার পাশে একটা বিশাল কালো ঘোড়া। ঘোড়াটা চেনা মনে হল রকির। একটুক্ষণ দেখে চোখ ফেরাতেই লক্ষ্য করল লেস্টন এসে দাঁড়িয়েছে তার পেছনে নিঃশব্দে।

'ঐ লম্বুটা মনে হয় ঘোড়া-চোর। এ মুহূর্তে একটা চোরাই ঘোড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সে।'

'আপনি যদি নিঃসন্দেহ হন তাহলে শেরিফ হিসেবে

ওকে পাকড়াও করা ছাড়া আপনার উপায় কি?'

'আর কোন উপায় নেই। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, গ্রেফতার করতে গেলে লারেডোর সহানুভূতি কতটা পাব। লারেডো হস্তক্ষেপে বিরত থাকবে তো?'

'লারেডো হস্তক্ষেপ করবে না। তবে মি. শেরিফ, ব্রন্টির সঙ্গের লোক দু'টি ওর বন্ধু। ওরা লারেডোর নাগরিক নয়। কাজেই, ওরা যা করবে তার দোষ আমাদের ওপর চাপাবেন না।'

'ব্রন্টির পাশে প্রায় তারই মত লম্বা ঐ লোকটাকে সেদিন রাতে ওসলারের দলের মধ্যে দেখেছিলাম,' বলল রকি।

'আরে ওটা তো ক্রুগার। ওসলারের আরেক চেলা। ঠিক আছে, যান। যা ইচ্ছে করুন। রাস্তা আপনার,' বলল লেস্টন হাসিমুখে।

রকি অর্ধেক পথ যেতেই ওরা তিনজন দেখল তাকে। রকি অন্য দু'জনকে উপেক্ষা করে সোজা গিয়ে দাঁড়াল ব্রন্টির সামনে। দেখল, ঘোড়াটা জজ ফোরম্যানেরই। র‍্যাঞ্চের চিহ্নটা মুছে ফেলার চেষ্টা করেছে, কিন্তু পারেনি।

চোদ্দ

অপেক্ষারত র‍্যাট্‌ল সাপের মত তাকিয়ে আছে ব্রন্টি রকির দিকে। রকি বুঝতে পারছে যে অন্য লোক দু'টোও একই রকমভাবে তৈরি হয়ে আছে ছোবল মারার জন্য।

'তুমি চলে যাওনি। বেশ, ভালই হল,' বলল সে ব্রন্টিকে।

'কি বলতে চাও তুমি?'

'তোমাকে বলেছিলাম আজকের পরে কাউন্টিতে তোমাকে দেখলে চামড়া ছাড়িয়ে নেব! আরও বলেছি তোমাকে ঘোড়া-চোর বলে সন্দেহ করি। প্রমাণ পেলেই ধরব। প্রমাণ পেয়েছি।'

'কি যা-তা বলছ? কি প্রমাণ?' খেঁকিয়ে উঠল ব্রন্টি।

'প্রমাণ এই ঘোড়া। চেষ্টা করেও মার্কাটা বদলাতে পারনি। তোমাকে গ্রেফতার করা হল ঘোড়া চুরির দায়ে। চল আমার সঙ্গে চুপচাপ, ভালয় ভালয়।'

ব্রন্টির হাত চলে গেল হোলস্টারের দিকে। পলকে রকির

দুই হাতে উঠে এল দুটো কোল্ট। দুটি বুলেটে বিদ্ধ হল ব্রন্টির ডান হাতের বাহু। রকির বাঁ হাতের কোল্টটি গর্জে উঠল অন্য দু'জনকে লক্ষ্য করে। ওরাও ব্রন্টির সঙ্গে একই সময়ে পিস্তল বের করেছিল। রকির বাঁ হাতের কনুইয়ের কাছে একটা তীব্র যন্ত্রণা অনুভব হল।

কিন্তু লেস্টন, স্টোন এবং লারেডো দলের অন্যেরা এসে দেখল একমাত্র রকিই দাঁড়িয়ে আছে দু'পায়ে। একজন পড়ে আছে বিশ্রীভাবে উপুড় হয়ে—দু'হাত দু'দিকে ছড়িয়ে। ব্রন্টি গোঙাচ্ছে বাঁ হাতে ডান বাহু চেপে ধরে। আরেকজনের বাঁ-হাত আর কাঁধ ভেদ করে চলে গেছে বুলেট, সে বসে আছে বাঁ-হাতের দিকে চেয়ে। চোখ থেকে পানি গড়াচ্ছে বড় বড় ফোঁটায়। যন্ত্রণায় দাঁতে দাঁত ঘষে চট্ করে ঘুরে দাঁড়াল রকি পায়ের শব্দ পেয়ে। ভাবল লেস্টনের দল বুঝি মত বদলে ফেলেছে। দ্রুত কোল্ট দুটি রিলোড করতে লাগল সে।

লেস্টন হেসে বলল, 'আপনি বড় ভাগ্যবান।'

'আপনি তো ভেবেছিলেন আমি টিকব না। যাকগে, ব্রন্টিকে নিয়ে যাচ্ছি। আর এই লোকটা, যেখানে ইচ্ছে চলে যাক। যেখানে এত নেকড়ে ঘুরে বেড়ায় সেখানে একটা শেয়াল ধরে কি হবে।'

বড় স্যালুনটায় বসে চর্বিমাখা আলু আর ঘন কালো কফি খেতে খেতে অপেক্ষা করছে রকি কখন লেস্টন এসে বলবে, যাত্রার জন্য সে প্রস্তুত। এমন সময় টিম ডেভলিন এসে ঢুকল সেখানে। পুরানো পরিচিতের মত কয়েকজনের দিকে নড্

করল রকিকে উপেক্ষা করে।

'তোমাদের লোকজন তো বেশি দেখছি না, ষ্টোন। কোন কাজে-টাজে গেছে নাকি?' জিজ্ঞেস করল রকি।

'বলা যায় না। এখানে কখন কি ঘটে বোঝা যায় না। তুমি আজ চমৎকার দেখিয়েছ। যেভাবে হাতের ওপর দিয়ে হাত নিয়ে, ডান হাতে বাম হোলস্টার—বাঁ-হাতে ডান হোলস্টার থেকে পিস্তল তুললে ওভাবে ড্র করতে আমি পারি না। দুই হাতেই তোমার চমৎকার নিশানা।'

রকি বুঝল, ষ্টোন বলতে চায় না কেন লারেডোর বেশিরভাগ লোকজন উপস্থিত নেই। তাই সে বলল, 'কি যে বল। একটুখানি অভ্যেস করেছি—এই যা। লোকে বলে, এ অঞ্চলে তোমার হাতই নাকি সবচেয়ে দ্রুত। হয়ত উইন লেষ্টন বাদে।'

'লেষ্টন! ধুৎ, পিস্তল রিভলভারে সে-তো কিছুই না।'

মনে মনে খুশি হল রকি এই সামান্য অহঙ্কার আর ঈর্ষাটা জাগাতে পেরেছে বলে। পশ্চিমে দেখা গেছে, এধরনের ক্ষুদ্র অহঙ্কার আর ঈর্ষা প্রতিদ্বন্দ্বী বন্দুকবাজদের মধ্যে সংঘর্ষের আগুন জ্বালায়। 'লেষ্টনের পুঁজি তার মগজ, বন্দুকবাজি নয়। আমার চাইতে দ্রুত ড্র করতে পারে, গুলি চালাতে পারে এমন কাউকে দেখিনি এ যাবত!'

রকির মাথায় একটা বুদ্ধি এল। এই মাথামোটা গানম্যানটির সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাতে পারলে হয়ত এখানে সুবিধে হবে।

'আমি ভাবতাম ক্রস-ড্র স্ট্রেইট-ড্র এর চাইতে বেশি দ্রুত। দুই পিস্তল ব্যবহারের ক্ষেত্রে। তুমি বললে, তুমি স্ট্রেইট ড্র-তে অভ্যস্ত।'

'নিশ্চয়ই। ক্রস-ড্র যে বেশি দ্রুত এমন প্রমাণ আমি পাইনি। দেখ!'

কিলবিল করে ওঠার মত একটা ভঙ্গি করল স্টোন। তার কোল্ট দু'টো থেকে আগুন বেরোল। বারটেণ্ডারটি টিনের মগে ব্যারেল থেকে হুইস্কি নিয়ে সবে তখন দাঁড়িয়েছে সোজা হয়ে। পর পর দুটি গুলিতে ফুটো হয়ে গেল মগটা।

'ওরে বাবা!' বলে উঠল রকি কৃত্রিম বিস্ময়ভরা স্বরে। দোস্ত, তোমার কখনও ক্রস-ড্র করার দরকার হবে না। এত ভাল যার হাত তার আসলে নতুন কিছু করতে যাবার দরকার নেই। আমি তোমাকে ক্রস-ড্র দেখাতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু যা দেখলাম এর পরে আর সে চেষ্টা করব না।'

শিশুর মত খুশি হয়ে স্টোন বলল, 'দেখ, তুমি একটু আগে যাদের মোকাবিলা করলে ওরা নবিশ লোক। তবু তিনজনের সাথে লড়ে দু'পায়ে খাড়া থাকা সহজ কথা নয়। আমি বলব এটা তোমার কৃতিত্ব।'

'ধন্যবাদ!'

'তোমাকে আমি তেমন কিছু মনে করিনি। তবে শেরিফ হয়ে বিরাট বোঝা কাঁধে নিয়েছ। তাই খোলা মনে একটা কথা বলি। মনে রাখবে এ অঞ্চলে অনেক খারাপ লোক রয়েছে। কারও কারও হাত আমার মতই ভাল!'

'রেডি?' লেস্টন এসে বলল। 'স্টোন, ব্রন্টিকে ঐ কালো ঘোড়াটায় তুলে দাও।'

'দেব,' বলল স্টোন। কিন্তু একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে।

রকি খুশি হল স্টোনের মধ্যে লেস্টনের প্রতি সামান্য ঈর্ষা জাগিয়ে দিতে পেরেছে দেখে।

পনের

লেস্টন আর ব্রন্টিকে নিয়ে লারেডো থেকে বেরিয়ে আসার সময় রকি লক্ষ্য করল, লারেডোবাসীদের মুখে অদ্ভুত ধরনের হাসি। সে লেস্টনকে বলল, 'একটা কথা এখনি বলে রাখি। পথে কোথাও অনুগত লোকদের দ্বারা শেরিফের হাত থেকে নিজেকে উদ্ধারের কোন চমকপ্রদ পরিকল্পনা যদি আপনার থাকে সেটা বদলান দরকার। কারণ, এর ফল নিশ্চয়ই মারাত্মক হবে—অন্তত কয়েকজনের জন্যে।'

বেশ মজা পাবার ভঙ্গিতে লেস্টন বলল, 'কথাবার্তা তো বেশ খোলাখুলিই বলেন দেখছি। আরে নওজোয়ান, আপনার সঙ্গে ক্রিসেন্টভিলে যাবার ইচ্ছে না থাকলে উদ্ধারের ওরকম উদ্ভট পরিকল্পনা করার দরকার হত আমার? সোজা বলতাম—যাব না।'

'তারপর?' হেসে বলল রকি।

'তারপর দেখা যেত আপনি কি করেন।'

'আসতে অস্বীকার করলেন না কেন?' প্রশ্ন করল রকি।

'একটা কথা ভেবে। ওসলারের দলের বিরুদ্ধে আমি শেরিফ ব্লাডেনকে সমর্থন করতাম। তিনি নিরপেক্ষতা বজায় রেখে চলতেন। আপনাকেও সেভাবে সমর্থন দিতে চাই।'

'আমার দায়িত্ব পরিষ্কার। ক্রিসেন্টভিলকে দুর্বৃত্তমুক্ত করা। এখানে ওসলার আর আপনার মধ্যে কাউকে কাছে টানার প্রশ্ন নেই। দু'জনকেই সরতে হবে।'

'কাজটা এতই সহজ হবে ভাবলেন?'

'আরে ওটা কি? চমৎকার লাইটার তো'?' বলল রকি লেস্টনের হাতের লাইটারটার দিকে চেয়ে।

'ওহ্, এটা? কয়েকদিন আগে একজনের কাছ থেকে কিনেছি,' বলল লেস্টন একটু বিব্রতভাবে।

'আমার আরেকটা কঠিন দায়িত্ব আছে--টিম ডেভলিনের ওপর নজর রাখা।'

এতক্ষণে লেস্টনের মুখ থেকে ভালমানুষির খোলস সরে গেল। জ্বলন্ত দৃষ্টিতে সে তাকাল রকির দিকে।

'ঐদিকেও হাত বাড়িয়েছ?' বলল সে রুষ্টভাবে।

'আমি কারও বেড়া ডিঙাতে যাই না যদি বুঝি বেড়াটা যে লাগিয়েছে তার সেটা লাগাবার অধিকার আছে। কোন ভদ্রমহিলা যে পথে হাঁটেন সেপথ মাড়াবার যোগ্য নও তুমি। আর কোন্ কোন্ জায়গায় তুমি কি কি করে এসেছ জানি না। তবে এখানে তোমার বদমতলব সফল হবে না। টিমকে তোমার কুকাজে জড়াতে চাও যাতে মেয়েটিকে ফাঁদে ফেলতে পার। আমি তোমার ফাঁদ বিকল করে দেব।'

এরপর আর কোন কথা হল না দু'জনের মধ্যে। যেখানে রকি গাস্ হল্, আহত বিল গ্রেসন, আর চোরাই ঘোড়াগুলোকে রেখে গিয়েছিল সেখানে পৌছল। দেখল, খোঁয়াড় শূন্য, কেবিনেও কেউ নেই। একই সঙ্গে সে লক্ষ্য করল, লেস্টনের মুখে বিজয়ীর হাসি।

লেস্টন বলল, 'তোমার মুখের ভাব দেখে বুঝতে পারছি এখানে কাউকে, মানে, তোমার ডেপুটিকে রেখে গিয়েছিলে বিলি আর ঘোড়াগুলোর সঙ্গে।'

'চুপ কর! গাস্! তুমি আছ?' হাঁক দিল সে।

হামাগুড়ি দিয়ে গাস্ হল্ এল দরজার মুখে। দরজার পাল্লা ধরে উঠে দাঁড়াল। তার মাথার চুলে রক্ত লেগে আছে। মুখটা ক্ষতবিক্ষত। একটা কানে ক্ষত। বাঁ হাতটা ঝুলছে।

'হ্যাঁ,' আমি একজন ডেপুটি বটে! কিছু টের পাবার আগেই বার-চোদ্দজন লোক এসে চড়াও হল আমার ওপর। আমাকে ধোলাই দিল। অথচ একজনকেও আমি শুইয়ে দিতে পারলাম না মাটিতে। যে বদমাশটাকে রেখে গিয়েছিলে সে-ও কেটে পড়েছে। ঘোড়াগুলোও গেছে। জ্ঞান ফিরতেই তোমার ডাক শুনলাম।'

কোল্টগুলো উদ্যত রেখে রকি নামল ঘোড়া থেকে। নজর বুলিয়ে দেখল গাস-এর আঘাত মারাত্মক নয়। সপ্তা-খানেকের মধ্যে সেরে উঠবে। এখন ঘোড়া উদ্ধারের কথা ভাবতে হবে। কাজটা যে লেস্টনের দলের, কোন সন্দেহ নেই।

'তোমরা নাম ঘোড়া থেকে,' বলল সে লেস্টন আর ব্রন্টিকে।

গাস্ বলল, 'আমার বন্দুক চালাবার হাত এখনও ঠিক আছে। ওদেরকে সামনে এনে দাও।'

'ওরা মত বদলাবে। কি বল লেস্টন, ঘোড়াগুলোকে জজ ফোরম্যানের র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে দেবে না? দিলে আমি নিশ্চয় খুশি হব।'

'কি বলছেন, ইওর অনার? কাজটা আমার লোকরা করেছে বলে ধারণা হল কেন? আপনার মনোভাবে আমি বিস্মিত, বেদনাহত। আপনি নিশ্চয় ঠাট্টা করছেন?' বলল লেস্টন ব্যঙ্গের সুরে।

'অবশ্যই ঠাট্টা করছি। তবে ঠাট্টার আরেকটা দিক আছে। ঠাট্টা শুরু করলে আমি থামতে পারি না, বুঝলে? জজ ফোরম্যান যখন দেখবেন তাঁর চুরি যাওয়া ঘোড়া কিছুক্ষণ পরে ফিরে এসেছে তখন তিনি সেটাকে ঠাট্টা বলে ভাববেন বৈকি। তা না হলে তোমাকে নিয়ে ক্রিসেন্টভিলে হাজির করার পরে তাঁর মুখে হাসি অবশ্যই ফুটবে। তবে সেটা অন্য হাসি।'

'কি বলতে চাও তুমি?' হাত দু'টো প্রায় কোমরের কাছে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল লেস্টন।

'তোমাকে আমি উলঙ্গ করব। তোমার গালে রং লাগাব। মাথায় টার্কির পালক বেঁধে দেব। তোমার গলায় ঝুলবে একটা বিজ্ঞপ্তি। ওতে লেখা থাকবেঃ লারেডোর ধূর্ত

নেকড়ে!'

বলতে বলতে লেস্টনের কাঁপা হাত দুটোর ওপর লক্ষ্য রেখে রকি বলল, 'কোল্ট দু'টো বের করতে পার ইচ্ছে হলে।'

লেস্টন শেষ পর্যন্ত পিস্তলের বাঁট থেকে হাত সরিয়ে ফেলল।

'অবশ্য যা বলেছি তা করতে হবে না যদি চোরাই ঘোড়াগুলো এখনি জজ ফোরম্যানের র‍্যাঞ্চে ফেরত যায়। সেক্ষেত্রে আমাদের আগের চুক্তিই বহাল থাকবে। আগের কথা মতই আমরা ক্রিসেন্টভিলে যাব, তোমার জামিনের ব্যবস্থা করতে দেব এবং এই ব্যাপারটা সম্পর্কে কিছুই বলব না। কি বল, ঘোড়া ফেরত, না টার্কির পালক?'

'আমি কা'কে পাঠাব?'

'টিম ডেভলিনকে। ও আসছে। ওকে শুধু বলে দাও ঘোড়াগুলো আর তোমার লোকজন কোথায় আছে।'

মুখগোমড়া করে লেস্টন ডাক দিল টিমকে। টিম ফিরছে লারেডো থেকে।

'টিম, জ্যাক নাইফ-এর কাছে গিয়ে বল যে ঘোড়াগুলো যেন জজ ফোরম্যানের র‍্যাঞ্চে ফেরত দিয়ে আসে।'

'তাড়াতাড়ি যাও, টিম। আমরা ক্রিসেন্টভিলে যাচ্ছি,' বলল রকি।

বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে ওদের দিকে চেয়ে চলে গেল টিম।

'একটু আগে বলতে যাচ্ছিলাম যে তোমাকে আমরা

সমর্থন করব না। এখন বলছি, তোমাকে শিগ্‌গিরই আমি খুন করব।'

'ওরে সব্বোনাশ! এটা নিয়েই তুমি মাথা ঘামাচ্ছ? দূর কর, দূর কর এই চিন্তাটা তোমার মূল্যবান মাথা থেকে,' হেসে জবাব দিল রকি।

ষোল

ক্রিসেন্টভিলে প্রবেশের আগে হঠাৎ ঘোড়া থামিয়ে লেস্টন বলল, 'তোমাকে আমি শত্রু বলেই গণ্য করি। কিন্তু শত্রুদের মধ্যেও কিছু আনুষ্ঠানিকতা বজায় থাকতে পারে। তুমি কথা দিয়েছ...'

'কি কথা দিয়েছি আমার মনে আছে। যা বলেছি তাই করব।'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ আমি যদি জজ ফোরম্যানকে বলি তুমিই সেই ভদ্রলোক যে তাঁর ঘোড়াগুলো চুরি করেছিল, তাহলে ডাক-গাড়ি ডাকাতির মামলায় জামিন তো পাবেই না, বরং ঘোড়া চুরির অভিযোগে আরেকটি ওয়ারেন্ট জারি হবে তোমার ওপর।'

'ঘোড়া চুরির ব্যাপারে আমি কিছুই স্বীকার করিনি। শুধু চোরদের ওপর প্রভাব খাটিয়ে সেগুলো ফেরত দেয়ার ব্যবস্থা করেছি।'

'চুপ কর! আমার সঙ্গে চালাকি করতে যেয়ো না।

'কিন্তু...'

'চুপ! তোমার জামিন পাওয়া পর্যন্ত শো-টা আমিই চালাচ্ছি।'

বড় স্যালুনটার সামনে টাউন মার্শাল ওসলার দাঁড়িয়ে আছে দলবল নিয়ে।

রকি মন্তব্য করল, 'এযে রীতিমত একটা অভ্যর্থনা কমিটি!'

লেস্টন বলল, 'ওসলারের পেছনে কমপক্ষে জনা চল্লিশেক লোক আছে। আমি ওর সঙ্গে মোকাবিলা করতে প্রস্তুত।'

'কিন্তু তুমি এখন আমার বন্দী। তোমার বন্দুক হোলস্টারে বন্ধ থাকবে। ওসলার বা অন্য কেউ আমার বন্দীকে স্পর্শ করতেও পারবে না!'

ওরা স্যালুনের সামনে পৌছতেই ওসলার বলল, 'হাউডি! ধরে এনেছ দেখছি। বেশ, এখন তোমার হাত থেকে ওকে আমি নিয়ে নেব।'

'কাকে নিয়ে নেবে আমার হাত থেকে?'

'লেস্টনকে। ওর বিরুদ্ধে কয়েকটা অভিযোগ আছে আমার।'

রকি জবাব দিল, 'দুঃখিত। এ মুহূর্তে তার একটা জরুরী অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে জেলখানায়। ওটা শেষ হলে সে কোন সেলে থাকবে কিংবা বণ্ড দিয়ে বেরুবে। আমার হোটেলে থাকলে তো থাকলই। বেরুলে তোমার অভিযোগ থাকলে তুমি

ওকে ধরতে পারবে। অবশ্য ধরার কাজটা আমাকেই করতে হবে।'

'আমি এখনই তোমার হাত থেকে ওকে নিয়ে নেব,' বলল ওসলার সাপের মত হিসহিস শব্দে

'লেস্টন, আমি ড্র করার আগে তোমার পিস্তলগুলো ড্র কোরো না। পরে করবে, কারণ অবৈধ আক্রমণের মুখে জীবনরক্ষার অধিকার তোমারও আছে ওসলার! তুমি লেস্টনকে পেতে পার না। পার একমাত্র এবং আমার ডেপুটিকে হত্যা করার পর। আর একথা বলে দিচ্ছি, তোমাকে খুন করার আগে নিজে খুন হব না আমি কিছুতেই! এখন রাস্তা ছেড়ে দাও। বন্দীদেরকে নিয়ে যাই। নইলে নেকড়ের মত চিৎকার জুড়ে দাও, আমারও কণ্ঠ মেলাব!'

গাস্ হল্ বন্দী ব্রন্টিকে নিয়ে এগিয়ে এল রকির পাশে। বলল, 'দিনটা বড় সুন্দর। তোমরা সবাই চোখ তুলে দেখে নাও ভাল করে। কারণ, আরেকটি দিন অনেকেই হয়ত আর দেখবে না কখনও!'

ওসলারের জন্য সঙ্গীণ হয়ে দাঁড়াল পরিস্থিতিটা। রকি কোন উস্কানিই দিচ্ছে না। তাছাড়া, ঐ তিনজনের জন্য সে একটা চমৎকার টার্গেট হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটু নড়লেই শুরু হবে গুলিবৃষ্টি।

'গোলমালটা কিসের?' হঠাৎ প্রশ্ন হল গম্ভীর কণ্ঠে স্যালুনের ছাদ থেকে।

আপনা আপনিই সবার দৃষ্টি চলে গেল ছাদের দিকে।

সেখানে দাঁড়িয়ে আছেন মোটাসোটা জজ ফোরম্যান। তাঁর দু'পাশে জনাছয়েক নাগরিক। প্রত্যেকের হাতে রাইফেল কিংবা দোনলা শটগান।

'বৈধ কর্তৃত্ব নিয়ে ঝগড়া। ওসলারের বদঅভ্যাস দাঁড়িয়ে গেছে এখানে সব কিছুর ওপর কর্তৃত্ব করার। এখন সে শেরিফের অফিসটাও দখল করতে চাইছে। আমি কেবল চেষ্টা করছি তার ভুলটা দেখিয়ে দিতে,' বলল রকি।

'আমার মনে হয় দুই অফিসের কর্তৃত্বের সীমানা এমন হওয়া উচিত যাতে ভুলভ্রান্তির অবকাশ না থাকে। এই মুহূর্তে কোর্টে না থাকলেও ডিস্ট্রিক্ট জজ হিসেবে আমি বিবাদ নিরসনে সাহায্য করতে পারি? ধন্যবাদ! ধরে নিচ্ছি যে এতে কারও অমত নাই। মি. শেরিফ, বিবাদটা ঠিক কি নিয়ে?'

'ইওর অনার! আমি মহাসড়কে ডাকাতির অভিযোগে লেস্টনকে গ্রেফতার করে এনেছি। এখন ওসলার বলছে বন্দীর উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক হচ্ছে সে। আমার ধারণা, মাননীয় সিটি মার্শালের যদি লেস্টনকে গ্রেফতারের এতই খায়েশ থাকত তাহলে সেদিন যখন লেস্টন গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে শহরের ওপর দিয়ে চলে গেল তখনই তিনি ওকে গ্রেফতার করতে পারতেন।'

'এতে বিতর্কের কি আছে? মি. ওসলারকে ভুল বলা হয়েছে, কিংবা ভুল বোঝানো হয়েছে। লেস্টনকে যে অপরাধের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে তা সংঘটিত হয়েছে শহর এলাকার বাইরে। সেখানে শেরিফের ক্ষমতা

অপ্রতিদ্বন্দ্বী। তা না হলেও, শেরিফের হাত থেকে কোন বন্দীকে ছিনিয়ে নেয়ার বিন্দুমাত্র বৈধ অধিকার কোন সিটি মার্শালেরই নাই।'

'তার মানে, জজ সাহেব, আপনি আজকাল শেরিফের পক্ষ নিচ্ছেন, তাই না?'

'আজকাল শব্দটার এখানে যথার্থ প্রয়োগ হয়নি। বর্তমান ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি শেরিফের অফিসের পক্ষে। আইন-গতভাবে এর অন্যথা সম্ভব নয়। কাজেই, মি. ওসলার, রাস্তা ছেড়ে দিয়ে বন্দীসহ শেরিফকে চলে যেতে দিন।'

'এবার টেক্কা দিলে আমাকে, ছোঁড়া, কিন্তু এটাই শেষবার,' রকিকে কথাগুলো বলে রাস্তা থেকে সরে গেল ওসলার দলবল নিয়ে।

জেলখানায় পৌঁছে রকি দেখল একজন লম্বা লোক তার অফিসের একটা চেয়ারে বসে লেস্টনের দিকে চেয়ে হাসছে শয়তানের মত।

'অনেকক্ষণ ধরে অপেক্ষা করছি। স্যালুনের সামনে যে অবস্থা দেখে এসেছি তাতে ভেবে পাচ্ছিলাম না তোমার জামিন নেব, নাকি তোমার কবরের ব্যবস্থা করব,' বলল লোকটি। তারপর রকিকে বলল, 'মি. শেরিফ, আমার নাম জন মার্টিন। গরুর কারবারী। লেস্টনের জামিন নিতে এখনি প্রস্তুত। নগদ বণ্ড দেব।'

'জন মার্টিন, জন মার্টিন। নামটা শুনেছি বলে মনে পড়ে না। তবে আপনার সম্পর্কে শুনেছি। আপনি বেশিরভাগ

লারেডোতেই কেনাবেচা করেন।'

'হতে পারে। এই মুহূর্তে বণ্ডের ব্যাপারটা নিয়ে ভাবছি। কত লাগবে? হাজার?'

'থামুন, থামুন। এখন দিনকাল বদলে গেছে। আগের নিয়মে চলে না। জেলা আদালত বসবে, আমি লেস্টনকে হাজির করব। জজ পক্ষে-বিপক্ষে বক্তব্য শুনে সিদ্ধান্ত নেবেন জামিন হবে কি হবে না। আমি আইনের বিশ্বস্ত সেবক মাত্র।'

যথাসময়ে কোর্ট বসল। জজ ফোরম্যান বললেন, 'লেস্টন, তোমার দল আর ওসলারের দলের মধ্যে আমি এতদিন এক ধরনের আইনসঙ্গত দূরত্ব বজায় রেখে এসেছি। কিন্তু তুমি আর তোমার দল যখন আমার সম্পত্তির ওপর হামলা কর তখন ধৈর্য বজায় রাখা কঠিন হয়ে পড়ে।'

'এক মিনিট, জজ সাহেব। লারেডোর ট্রেইলে আজ সকালে আমি আপনার ঘোড়াগুলো দেখি। কাজটা যে বে-আইনী হচ্ছে এ বিষয়ে ঘোড়া-চোরদের সঙ্গে আমার বাক-বিতণ্ডার সময় ঘটনাচক্রে আমি তিনজন লোককে মেরে ফেলি। এছাড়া বিলি গ্রেসন নামের একজনের কাঁধটা ফুটো করে দিই। উপহার হিসেবে ফুটোটা নিয়ে সে পালিয়ে যায়। তারপর লারেডোতে ব্রন্টি রণসাজে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর তার ভাইয়ের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেয়ার জন্য। যখন দেখলাম কি সুন্দর ভাবে সে তার ঘোড়ার গা থেকে আপনার মার্কাটা উঠিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছে, অমনি তাকেও আমি

গ্রেফতার করি,' বলল রকি।

'কিন্তু আমার বাকি ঘোড়ার কি হল?' প্রশ্ন করলেন জজ। তাঁর মুখে হাসির আভাস ফুটে উঠল—যেটা বিচারক সুলভ নয়।

'সেগুলোকে আপনার র‍্যাঞ্চে পাঠিয়ে দিয়েছি। কাজটা হয়ত ঠিক নিয়মমাফিক হল না। এখানে আনা এবং আইনের বিধানমত আপনার হাতে তুলে দেয়া উচিত ছিল। কিন্তু তখন খুবই ব্যস্ত ছিলাম। ভাবলাম, আপনি ঘোড়া ফেরত পেলেই হল।'

এ সময় একজন বুড়ো কাউবয় আদালতে ছুটে এসে বলল, 'ঘোড়াগুলো ফিরে এসেছে। কিভাবে এল জানি না।'

'এ খবরের অপেক্ষায় ছিলাম,' বললেন জজ।

'এখন লেস্টনের কথা বলি। ইওর অনার, সে জামিনের আবেদন পেশ করতে প্রস্তুত,' বলল রকি।

'শেরিফের তরফ থেকে কোন আপত্তি আছে?'

'ওসলারের থাকতে পারে। আমার বিন্দুমাত্র নাই।'

'শেরিফের আপত্তি থাকবে ভেবেছিলাম। নাই যখন, বণ্ড দাতা বা দাতাদের নিয়ে ওকে আদালতে হাজির করুন মধ্যাহ্ন বিরতির পরে।'

সতের

'লেস্টন, কোর্ট খোলা পর্যন্ত অফিসে বসে থাক চুপচাপ। আমি একটু ঘুরতে যাব। যাবার আগে তোমার কোল্ট দু'টো নিয়ে নেব,' জজ উঠে যাবার পর অফিসে ফিরে বলল রকি।

'ওসলারের শিকারীরা যদি ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার ওপর?'

'ঝাঁপিয়ে পড়বে না যতক্ষণ এখানে আছ। হয় তুমি বসে থাক অফিসে, নতুবা বণ্ড দেয়া পর্যন্ত তোমাকে আমি তালাবন্ধ করে রাখব।'

লেস্টন অনিচ্ছার সাথে কোল্ট দু'টো বের করল হোলস্টার থেকে। রকি সেগুলো নিয়ে ড্রয়ারে রেখে দিল। লেস্টন তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে লক্ষ্য করল ব্যাপারটা।

গাস্ হল্‌কে নিয়ে রকি চলল প্রধান সড়কের পেছনে আবাসিক এলাকার দিকে। ওখানে বিক্ষিপ্ত মাটির ঘরগুলোতে শহরের গণ্যমান্য নাগরিকরা থাকেন।

'জন মার্টিন লোকটাকে দেখলে? মনে পড়ে ওকে?'

'উঁ? মনে তো পড়ছে না...হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! সান

মোরিনোতে যেদিন আরকানসাসের খুনী দু'টোর সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষ হয় সেদিন এ লোকটা সেখানে ছিল। কিন্তু তখন ওর অন্য নাম ছিল।'

'হতে পারে। তবে একটা জিনিস পরিষ্কার। সে এখানকার লোক নয়। আমাদের ওদিককার। লেস্টন আর লারেডোর দলের সঙ্গে ওর গলায় গলায় ভাব। আমার মনে হয় "এল-ঈগোলে" ডাক-গাড়ি লুট করেছে বলে যে গুজবটা ছড়ানো হয়েছে তার পেছনে এ লোকটার হাত থাকতে পারে।'

একটা বেশ ছিমছাম ঘেরা দেয়া বড় মেটে বাড়ির গেট-এ থামল ওরা। রকি বলল, 'তুমি শহরে একটু ঘুরে দেখ "এল-ঈগোলে"র স্টেজ-ডাকাতির আর কোন গল্প-টল্প কানে আসে কি না। আমি আসছি।'

'অ্যাঁ?' বলে কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল গাস্। তারপর বাড়িটার বারান্দার দিকে দৃষ্টি পড়ায় বলল, 'ওহ্ হো! ঠিক আছে।'

চলে গেল গাস্ হল্ শিস দিতে দিতে।

গেট খুলে রকি ঢুকল উঠানে। বারান্দায় বসে আছে ক্রিস ডেভলিন। সে গিয়ে বলল, 'গুড ইভনিং। বসতে পারি কয়েক মিনিট? ধন্যবাদ।'

যদি বলি যে আমিই এল্-ঈগোলে, তা হলে কি ভূমিকম্প হয়ে যাবে না? হ্যাঁ, আমি, দক্ষিণ থেকে আসা সাদাসিধে রকফিল্ড টেন্টন, ভাবল সে মনে মনে।

'এল্‌-ঈগোলে তাহলে সত্যিই এসেছে!' হঠাৎ বলল ক্রিস ডেভলিন—যেন রকির মনের ভাবনা পড়ে ফেলেছে সে।

চমকে উঠে রকি বলল, 'এখনি ভাবছিলাম "এল-ঈগোলে" সত্যি ক্রিসেন্টভিলে এসে স্টেজ-ডাকাতি করেছে কি না।'

'আপনার সন্দেহের কি কারণ আছে? অনেক আউট-ল'ই তো এসেছে এখানে। "এল্‌-ঈগোলে" কেন আসবে না?'

'ঘরের ছেলেই একেক সময় ডাকাতি বা খুন করে কোন নামকরা ডাকাত বা দলের নাম প্রচার করে দেয়। আমি ভেবেছিলাম, এটাও সে রকম নয় তো?'

'কিন্তু তাকে চিনতে পারা গেছে, সে...'

'জন মার্টিনের কথা বিশ্বাসযোগ্য মনে হয় আপনার?' আন্দাজে গুলি ছুঁড়ল সে।

'সত্য না হলে জন ক্রিসেন্টভিলে এসে ওরকম একটা গল্প বলবে কেন?'

রকি হেসে বলল, 'সে সম্পূর্ণ আলাদা জাতের ঘোড়া।'

গল্পটা তাহলে জন মার্টিনই ছড়িয়েছে। রকি ঠিক করল যে মি. মার্টিনের সঙ্গে আলাপ করতে হবে।

'আপনার কাজ কেমন চলছে? আপনার কি মনে হয় যে কাউন্টিকে জঞ্জালমুক্ত করতে পারবেন?'

'জানি না। পারলেও আমার মনে সেদিন থেকে যে উন্মাদসুলভ আশাটি জেগেছে সেটার কোন সুরাহা হবে কিনা

বুঝতে পারছি না।'

'কি বললেন? মানে, কি বলতে চান?'

'কি বলতে চাই আপনি জানেন।'

হঠাৎ ওঠার চেষ্টা করল ক্রিস। 'যাই, মিসেস ক্রো অপেক্ষা করছেন!'

'বসুন। আপনি এমন এক লোকের কথা শুনছেন এবং বিশ্বাস করছেন যে লোক ঘোর মিথ্যাবাদী। আবার দেখা করব আপনার সাথে। একটু কথা বলব একা। আপনি এখনও কিছুই জানেন না আমার সম্বন্ধে। আমি গরুচোর, ডাকাত, না খুনী—সব বলব। এখন আমি শেরিফ। আইনের রক্ষক হিসেবে তিনটি মানুষকে আজ হত্যা করেছি। নিজে খুন হয়ে না গেলে ওসলার এবং তার দুই ডেপুটিকেও খুন করব। তার পর উইন লেস্টন এবং খুব সম্ভব ম্যাট স্টোনকে।'

'লেস্টনকে!' বলে উঠল ক্রিস ভয়ার্ত কণ্ঠে।

'হ্যাঁ, লেস্টনকে। লারেডোর দুর্বৃত্তদের মাথা সে। কিন্তু কথা হল, আপনার চাচার দেয়া কাজগুলো শেষ করার পর যদি বেঁচে থাকি, আপনার কাছে কিছু কথা জানতে চাইব। আপনাকে যে মুহূর্তে দেখেছি তখনি বুঝেছি এ দুনিয়ায় একটিমাত্র মেয়েই আছে রকি টেন্টনের জন্যে।'

এসব কেন বলছেন? এখন আর তখনের মধ্যে অনেক ফারাক হতে পারে, রকফিল্ড টেন্টন!'

'আপনি আমাকে লেস্টন সম্পর্কে কিছুই বলবেন না? বেশ। আপনার চাচাত ভাই টিম কোথায়? ফিরে এসেছে

বাড়িতে?'

'ওর বাপের সঙ্গে ঝগড়ার রাত থেকে ওকে দেখিনি। আমি...'

'টিমের দরকার পাছায় কষে এক লাথি। আশঙ্কা হচ্ছে সে ষ্টেজ-ডাকাতিতে জড়িত ছিল। আজ ওকে যেন লারেডোর পথে দেখলাম।'

'কি বলছেন? কি করছিল টিম?'

'বলিনি যে সে কিছু করছিল। কিন্তু দেখুন তো? কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন? ভেবেছিলেন তাকে আমি এমন কিছু করতে দেখেছি যা তার করা উচিত নয়। আপনি আমাকে তার সমস্যাটা আরেকটু খোলাখুলি বলতে পারেন না? হয়ত চেষ্টা করে দেখতে পারি সমাধানের।'

'না, না, কিছুই বলতে পারি না, কিছুই জানি না,' বলে ছুটে চলে গেল ক্রিস ঘরের মধ্যে।

ফিরে গেল রকি লেস্টনের কাছে। 'চল, কোর্টে।'

লেস্টন হাত বাড়িয়ে বলল, 'আমার কোল্ট-দুটো দাও।'

'ও দু'টো আমার কোমরে গোঁজা থাকবে। পথে কোন বিপদ দেখলে তোমার হাতে দেব।'

লেস্টনকে নিয়ে রকি যাচ্ছে। গোল্ডেন-নাইট স্যালুনের সামনে দিয়ে কোর্ট হাউসের শ'খানেক গজের মধ্যে পৌছতেই ওসলারের হলদে চোখো ছোকরা ডেপুটি 'বুলেট' সামান্য টলমল পায়ে এসে দাঁড়াল ওদের সামনে।

'কি চাও,' প্রশ্ন করল রকি ধীর কণ্ঠে।

'নিজেকে তুমি খুব বীরপুরুষ ভাবছ। ভাগ্যের জোরে বেঁচে আছ এখনও। ও্সলার তোমাকে লাই দিচ্ছে। কিন্তু আমি দেব না। আমি তোমাকে দেখাব...'

বলতে বলতে হাত দু'টি তার চলে গেল কোল্ট-এর সাদা বাঁটের ওপর। তার হলদে চোখ জ্বলে উঠেছে। কিছুটা হুইস্কির প্রভাবে, কিছুটা খুনের নেশায়। বন্দুক যুদ্ধের জন্য সুবিধাজনক অবস্থান তার। সে মাটিতে দাঁড়ানো। রকি পিস্তল ড্র করতে গেল না। ডান পা-টা রেকাবমুক্ত করে লাথি মারল 'বুলেট'-এর চোয়ালে। লাথির চোটে লাল শার্ট-ওয়ালা খুনীটি পিছিয়ে যাবার সময় রকি তার স্যাড্‌ল-হর্নের ও— ওর দিয়ে বাঁ পা-টা ঘোড়ার পিঠের ওপর দিয়ে এনে দুই পায়ে লাফ দিয়ে পড়ল ওর মুখের ওপর। লাথি মেরে ওর এক হাতের কোল্টটা ফেলে দিল। অন্য কোল্টটা হোলস্টার থেকে টেনে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলল একটা বাড়ির ওপর দিয়ে অচেতন হয়ে পড়ে রইল বুলেট।

গোল্ডেন-নাইট স্যালুনের বারান্দায় ভিড় জমে গেছে কিন্তু কেউ এগোতে সাহস করল না শেরিফের দিকে।

লেস্টনের দিকে ফিরে রকি বলল, 'চলে যাও কোর্ট-হাউসে, অপেক্ষা কর আমার জন্যে। কয়েক মিনিটের মধ্যে আমি ফিরব।'

লেস্টন নীরবে মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। রকি এক হাতে অচেতন 'বুলেট'কে মাটি থেকে তুলে ঘোড়ায় চাপল। ঘোড়ার মুখ ঘোরাল গোল্ডেন-নাইটের দিকে। বারান্দা পর্যন্ত

গিয়ে তাকিয়ে দেখল ভিড়টাকে। অচেতন 'বুলেট'-এর এক পা ধরে একটানে ছুঁড়ে দিল ভিড়ের মধ্যে।

'এই রইল তোমাদের বাক্যবাগীশ ডেপুটি মার্শাল। এর পরে যে আমার সঙ্গে লাগতে আসবে তার গর্দান ফুটো করে দেব। আছে আর কোন ক্যাণ্ডিডেট? জানতাম, থাকবে না। তোমরা একদল ধূর্ত শেয়াল। ওসলারের মত একটা আধা মানুষকে নেতা বানিয়েছ। আমি তোমাদের সামনে বসে আছি। একটা অস্ত্রও আমার হাতে নাই। কিন্তু ড্র-তে আমাকে হারাবার চেষ্টা করবে এমন সাহস তোমাদের কারও নাই। কারণ তোমরা জান সে চেষ্টা করতে গেলেই কমপক্ষে আধা ডজন মারা পড়বে।

মিনিট খানেক অপেক্ষা করে রকি ফিরে চলল। ওসলারের দল থেকে টুঁ শব্দও হল না।

আঠার

এল্-ঈগোলে যে ডাক-গাড়ি লুট করেছে বলে প্রচার হয়েছে তার অন্যতম যাত্রী ছিলেন মি. নরিস রাইট। আরেকজন ছিলেন মি. জন মার্টিন—গরু ব্যবসায়ী এবং লারেডো-ওয়ালাদের বণ্ড দানকারী।

রকির ইছা ছিল মার্টিনকে আটক ও জিজ্ঞাসাবাদ করার। স্টেজ-ডাকাতি এল্-ঈগোলে করেছে একথা কেন সে ক্রিসেন্টভিলে প্রচার করল, এল্-ঈগোলেকে কখন থেকে জানে এবং ডাকাতির সময় কি উপায়ে সে এল্-ঈগোলেকে চিনতে পারল—এসব প্রশ্নের জবাব চাওয়ার। কিন্তু কোর্টে লেস্টনের জামিনের পরে রকি খোঁজ নিয়ে দেখে যে মার্টিন এক ফাঁকে সরে পড়েছে। উধাও হয়ে গেছে ক্রিসেন্টভিল থেকে।

মার্টিন আর লেস্টনের কথা ভাবতে গিয়ে রকির মনে পড়ল ক্রিস ডেভলিনের কথা। কি নিয়ে উদ্বিগ্ন মেয়েটা? অবশ্যই টিম-কে নিয়ে। কিন্তু উদ্বেগটা বড় বেশি মনে

হচ্ছে। সে কি লেস্টনকে ভালবাসে? লেস্টনের মত সুন্দর, সুঠাম, শিক্ষিত এবং স্বাস্থ্যবান পুরুষ যে কোন মেয়ের মাথা ঘুরিয়ে দিতে পারে। পক্ষান্তরে রকি নিজেকে একজন সাধারণ কাউবয় মনে করে। কলেজের শিক্ষা থাকলেও তার আর কি আছে? তার মত লোকের দিকে কোন মেয়ে একবারের বেশি দু'বার ফিরে তাকাবে কেন?

অফিসে বসে এসব ভাবছে রকি, এমন সময় মি. নরিস রাইটকে নিয়ে প্রবেশ করল গাস্ হল্।

'হাউডি! আমি শেরিফ টেন্টন।'

'খুব খুশি হলাম, মি. শেরিফ! আপনাদের এদেশটা বড় সুন্দর। মি. হল্ বললেন আপনি নাকি স্টেজ-ডাকাতির ব্যাপারে আমার কাহিনীটা শুনতে চান,' বললেন মি. রাইট। তিনি ওয়াশিংটনের বাসিন্দা। পুঁজিপতি। মাঝবয়সী হাসিখুশি আমুদে ধরনের মানুষ।

'বসুন। আমিও ডাকাতি সম্পর্কে সবকিছু শুনতে চাই। আগে থেকেই অনেক ডাকাত, বদমাশ আছে এখানে। আজকাল শুনছি নতুন একজন এসে জুটেছে।'

'এল্-ঈগোলে-ঈগল,' বললেন মি. রাইট হাসিমুখে। 'বিকালবেলায় ঘটনাটা ঘটে। ড্রাইভার ছিল মোট্কু হোরেস। শট্গানধারী প্রহরী ছিল হেনফ্রে। যাত্রীদের মধ্যে ছিলাম আমি, মি. জন মার্টিন নামের একজন লম্বা গরু ব্যবসায়ী, একজন জুয়াড়ী, আর ক্রিসেন্টভিলের এক দোকানদার।

'আসছিলাম বেশ ফুর্তিতে। হঠাৎ দেখলাম প্রহরী শট্‌গান তুলছে। পাশের দিকে তাকাতেই দেখি ঝোপের আড়াল থেকে তিনজন সওয়ার ছুটে আসছে গাড়ির দিকে—আমি যে পাশে বসেছি সেই পাশে। মুখে রুমাল বাঁধা। রাস্তার অন্য পাশ থেকে আওয়াজ উঠল, 'হেনফ্রে, বন্দুক ফেল্!' সঙ্গে সঙ্গে গুলি। হেনফ্রে পড়ে গেল মাটিতে। দু'জন লোক হাজির হল।

'মোট্‌কু, তুইও একই ভুল করিস না। গাড়ি থামা। দুনিয়ার গরীব মেহনতি লোকের মাথার ঘামঝরা পয়সা তোরা নাকি নিয়ে যাচ্ছিস কোন্ এক হৃদয়হীন কর্পোরেশনের জন্যে। সম্পদের এসব অসম বন্টনের বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই। আমরা এসেছি তা নতুন করে বন্টনের উদ্দেশ্যে।'

'মি. ট্রেন্টন, এই ভাষা একজন শিক্ষিত লোকের বলে মনে হল আমার।' একটা লোককে মেরে ঘোড়ার পিঠে বসে পিস্তল নেড়ে শান্তভাবে কথাগুলো বলল লোকটা।

'একই ভুল তুইও করিস না, মোট্‌কু। যাত্রীদের বল্ যা আছে বের করে দিতে,' এ কথাগুলোও বলল বেশ রসিকতা করে। আমাদের সব কিছু কেড়ে নিল ওর অনুচরেরা। ডাক-বাক্সটা ভাঙলো।

'আমাদের নামিয়ে দিয়েছিল গাড়ি থেকে। লুট আর তল্লাশি শেষ হবার পর আবার উঠতে দিল। বলল, যেদিক থেকে এসেছি সেদিকে ফিরে যেতে। গরু-ব্যবসায়ী মার্টিন বলল ক্রিসেন্টভিলে তার কাজ আছে। কোন এক র‍্যাঞ্চ থেকে একটা ঘোড়া নিয়ে চলে যাবে সে। আমি এখানে এলাম

পরদিনের ডাক-গাড়িতে।'

'মার্টিন কি লম্বা সর্দার-ডাকাতটিকে এল্-ঈগোলে বলে সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলেছিল?' প্রশ্ন করল রকি।

'মনে হয়। কিন্তু ডাকাতদের সামনে তা বলেনি। পরে বলেছে। বলেছে রিও গ্র্যাণ্ডের তীরে এক গাঁয়ে ডাকাতটাকে সে দেখেছে।'

'আপনার কাহিনী আকর্ষণীয়, কিন্তু আমার তেমন কাজে লাগবে মনে হয় না। কারও নামে ওয়ারেন্ট ইস্যু করাবার মত সুনির্দিষ্ট কিছু পেলাম না। মি. মার্টিনকেও নির্ভরযোগ্য সনাক্তকারী মনে হচ্ছে না। এল্-ঈগোলে আপনার টাকাকড়ি ছিনিয়ে নিয়েছে ভাবলে আপনার ভুল হতে পারে,' বলল রকি।

'আপনার কথায় মনে হয় আপনি জানেন ডাকাতটা কে। বলুন না?'

'সেখানেই তো মুশকিল। জানি এবং একটুখানি প্রমাণ পেলেই ওকে ধরব। কিন্তু প্রমাণ নেই। আচ্ছা, আর কোন লম্বা লোক ছিল ঐ দলে?'

'একজন ছিল। অত্যন্ত লম্বা আর পাতলা। খনখনে নাকি স্বরে চেঁচিয়ে কথা বলে ভণ্ড ধার্মিকের মত।'

'ওহ্ হো! প্রমাণ হিসেবে খুব ভাল না হলেও প্রমাণ বটে! পঞ্চাশ জনের মধ্যে ঐ লোকটাকে সনাক্ত করতে পারবেন?'

'পারব। ওর গলার স্বরই চিনিয়ে দেবে। চোখ বন্ধ করে সনাক্ত করব ওকে। আমি শপথ করে ওর নামে ওয়ারেন্ট বের

করব। আপনার সঙ্গে আমি আছি ওদের শাস্তি না হওয়া পর্যন্ত।'

'ধন্যবাদ। আপনার কি কি গেছে চার হাজার ডলার ছাড়া?'

'আমার চুরুট, একটা সৌখিন ফরাসী লাইটারসহ সব।'

'লেস্টনকে আমি পেয়েছিলাম হাতের মুঠোয়। কিন্তু আফসোস! এমন সময় মি. রাইট এলেন যখন সে নেই,' রকি বলল গাস্ হল্‌কে।

'লেস্টন! সেই লম্বা লোকটি, যাকে নিয়ে সিটি মার্শালের সঙ্গে আপনার গোলমাল হল? আরে তাই তো! ঐ লোকটাই তো মুখে সিল্কের রুমাল বেঁধে ডাকাত-সর্দার সেজেছিল! আমি শপথ করে ওয়ারেন্ট দাবি করব ওর নামে। এ ছাড়া আর কোন প্রমাণ আছে আপনার হাতে?'

'আপনার চুরুটের লাইটার। সে বলেছে ওটা কার কাছ থেকে কিনেছে। না, আরও ভেবে দেখা যাক। না, আপনাকে আমি সাক্ষী হিসেবে রাখব। সন্দেহভাজন অপরাধী হিসেবে কয়েকটা ওয়ারেন্ট বের করে ওদেরকে ধরে আনি। তারপর আপনি সনাক্ত করবেন।'

'ওরা পাঁচজন ছিল। ধূসর রঙের চুলওয়ালা মাঝারি গড়নের একজন ঐ ঢেঙ্গা-পাতলা ভণ্ডটিকে টাকা সামলাতে সাহায্য করছিল। আর ছিল একটা ছেলে—দামি কাউবয় পোশাক পরা, মুক্তা বসানো বাঁটওয়ালা রিভলভার ধরে রেখেছিল ড্রাইভারের দিকে।'

'হুম, শেষেরটা কে বুঝলাম না, তবে ধূসর চুলওয়ালাকে চিনি। লারেডোতে আমাকে গুলি করতে উদ্যত হয়েছিল ওর বন্ধুকে হত্যা করেছি ভেবে।'

'হেই, শেরিফ!' ডাক দিল একজন বাইরে থেকে। 'এখানে একটা লোক মারা যাচ্ছে আমাদের হাতের ওপর। ভেতরে আনব?'

'মরার জন্যে ভাল জায়গা এটা। নিয়ে এস!' জবাব দিল রকি।

কাঠের বাক্সে শুইয়ে একজন লোককে নিয়ে অনেকগুলো মানুষ এসে ঢুকল।

'কে?'

'সোয়ান কর্পোরেশনের ডিরেক্টর। তিনজন লোক তাঁর অফিসে হামলা করে কেরানিকে মেরে ফেলেছে, তাঁকে ঝাঁঝরা করে দিয়েছে গুলিতে গুলিতে। ডাক্তার ছিল না খনিতে। তাই নিয়ে এসেছি। এখন একজন ডাক্তার বাক্সে বসে তাঁকে দেখছে। কিন্তু তিনি বারবার তোমার সঙ্গে দেখা করতে চাচ্ছেন।'

লোকটাকে বাক্স থেকে তুলে শুইয়ে দেয়া হল একটা খাটে।

ডাক্তারটি বললেন, 'একটা উত্তেজক অষুধ দিয়েছি। শুধু আপনার সঙ্গে কথা বলতে চান।'

'সবাই বেরিয়ে যাও। আমি কথা বলব,' বলল রকি।

লোকগুলো বেরুতে চায় না। গাস্ হল্ এগিয়ে যেতেই

সরে গেল ওরা।

রকি মাথা নোয়াল আহত মানুষটার দিকে। কিন্তু তাঁর চোখ বন্ধ। মনে হল অচেতন।

উনিশ

'আমি শেরিফ। যা বলার বলে ফেলুন।'

কেঁপে কেঁপে খুলে গেল লোকটার চোখের পাতা। ক্ষীণস্বরে বললেন, 'আরও কাছে আসুন। "বুলেট" আর সন্টিকে চিনেছি! অন্যটাকে চিনতে পারিনি। সন্টির মুখোশ খুলে গিয়েছিল। সে টের পায় আমি চিনেছি, তাই গুলি করে। "বুলেটে"র হলদে চোখও চেনা...'

'যথেষ্ট! ডাক্তার, ওনাকে বাঁচিয়ে রাখতেই হবে।' তারপর গাস্ হল্ এবং মি. রাইটের দিকে ফিরে রকি বলল, 'ঠিক আছে! লোকটা মারা গেলে তোমরা দু'জন সাক্ষী রইলে। এখন কাজ হচ্ছে ওদেরকে পাকড়াও করা। গাস্, দোস্ত, এটা আমাদের শেষ কাজ হতে যাচ্ছে। তুমি বাড়িগুলোর পেছন দিয়ে গোল্ডেন নাইটের দিকে চলে যাও। ডাক্তার, শুনুন। আমি যাবার আগে যেন শহরে রটে যায় যে ডিরেক্টর সাহেব কিছু বলতে পারেননি। আপনি জ্ঞান ফেরাতে পারেননি। রাজি আছেন?'

'আপনি যা বলেন। আপনি শেরিফ।'

দরজার বাইরে গিয়ে দাঁড়ানো লোকগুলোকে রকি বলল, 'এখানে ভিড় কোরো না। শহরের দিকে যাও। তাঁর কিছু বলার আছে মনে হচ্ছে। ডাক্তার জ্ঞান ফেরাতে পারলে হয়ত বলবেন। কিন্তু জ্ঞান বোধ হয় আর ফিরবে না।'

লোকগুলো চলে গেল। রকি লক্ষ্য করল যে ওদের মধ্যে দু'তিন জন একটু বেশি তাড়াতাড়ি হেঁটে যাচ্ছে অন্যদেরকে পেছনে ফেলে।

'ভাল। আমাকে উনি কারও নাম বলেছেন কিনা জানা দরকার ছিল ওদের। ঠিক আছে, গাস্, এবার চল!'

রাস্তার পাশ দিয়ে হেলে দুলে হাঁটতে হাঁটতে রকি ভাবতে লাগল তার পুরানো দলটার কথা। 'শয়তান রড্রিগ্স-এর সঙ্গে লড়াইয়ে ওরা তাকে সাহায্য করেছে। বড় মজবুত দল। প্রতিটি মানুষ নির্ভরযোগ্য—শেষ বুলেট, শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত। এখন ওরা থাকলে হত। তবে শিগ্গিরই ওদের এসে পৌছার কথা। এমনকি বলা যায় না, আগামী কালই পৌছতে পারে ঝড়ের বেগে। ওরা তার ভাড়াটে নয়, বন্ধু! আহা, ওদেরকে ছাড়া নিঃসঙ্গ লাগে। এখানে একটা র‍্যাঞ্চ খুলে ওদেরকে রেঞ্জে সওয়ার হিসেবে ছেড়ে দিতে পারলে কি চমৎকারই না হত! গাস্ হত ফোরম্যান! কিন্তু ক্রিসকে না পেলে র‍্যাঞ্চ দিয়ে কি হবে? আর ঐ বোকা টিম ডেভলিন। বোকাটা কি না এই সময় লেস্টনের সঙ্গে গিয়ে ডাকাতি করল। কি গ্যাঁড়াকলে পড়ল রকি...'

গোল্ডেন-নাইট স্যালুনের সামনে যেতেই তার ভাবনার রথ থেমে গেল।

বারান্দায় কিছু নিষ্কর্মার জটলা।

'ওসলার আছে?' জিজ্ঞেস করল সে একজনকে।

'দেখিনি অনেকক্ষণ। জানি না। হয়ত এই মুহূর্তে শহরে নাই।'

'ওর ডেপুটিরা আছে?'

'থাকতে পারে। একটু আগেই তো বুলেট আর সন্টি তর্ক করছিল। ভেতরে দেখ না?'

'ধন্যবাদ,' বলে সে ভেতরে চলল।

তার পরিকল্পনা দু'টিঃ মার্শালের সঙ্গে হেস্তনেস্ত করা এবং মার্শালকে না পেলে অভিযুক্ত দুই খুনীর মোকাবিলা করা। সিংহের মুখে মাথা ঢুকিয়ে দিচ্ছে সে। এখানেই তার টেইলের শেষ হয়ে যেতে পারে। ঢুকল সে ভেতরে।

লম্বা বার-রুমটায় প্রচুর লোক। মদ গিলছে, সিগারেট টানছে, গল্প করছে, জুয়া খেলছে।

'ওসলার আছে?' জিজ্ঞেস করল সে একজন বারটেণ্ডারকে।

'দেখিনি, শেরিফ! সকাল থেকেই নাই।'

'তার ডেপুটিরা?'

'জুয়ার কামরায় মনে হচ্ছে।'

রকি ধন্যবাদ জানিয়ে সেদিকে চলল। গাস্ হল্ যে পেছনের দিকে আছে তা সে দেখেনি। কিন্তু তাদের দু'জনের

মধ্যে পুরোপুরি সমঝোতা আছে। তাই বিনা ভাবনায় এগিয়ে গেল সে খুনী দু'টোর সামনে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে। ওরা বসে আছে জুয়া-ঘরের এক কোণে। ওদের বাঁ দিকে একটা দরজা এবং অন্ধকার কামরা। 'বুলেটে'র হল্‌দে চোখজোড়া জ্বলে উঠল ওকে দেখে। 'বুলেটে'র কনুইয়ের গুঁতোয় সচকিত হয়ে সন্টি তাকাল চোখ তুলে। দু'জনের হাত প্রায় ওদের কোল্টগুলোর ওপর।

'সোয়ান কর্পোরেশনের খনিতে ডাকাতি আর খুনের খবরটা এইমাত্র পেলাম। ডিরেক্টরকে আমার অফিসে নিয়ে এসেছে ডাক্তার,' বলল রকি অনুচ্চস্বরে।

'শুনেছি সে কিছু বলতে চেয়েছিল তোমাকে। কিন্তু জ্ঞান ফেরেনি,' বলল 'বুলেট'।

'কিন্তু জ্ঞান তার ফিরে এসেছে। বলেছে, তার কেরানির হত্যাকারীদেরকে সে চিনতে পেরেছে,' প্রায় ফিসফিস করে বলল রকি।

আতঙ্ক ফুটে উঠল দু'জনের চোখেমুখে। একই মুহূর্তে দু'জনেই 'অ্যাকশনে' গেল। ওদের একটা সুবিধাঃ রকি দাঁড়িয়ে রয়েছে হাত দু'টি পাশে ঝুলিয়ে। আর ওদের হাত রয়েছে কোল্ট-এর ওপর। খেলোয়াড়দের কারও নজর ছিল না এদিকে। তাই রকির ক্রস-ড্রয়ের ক্ষিপ্রতা কেউ দেখতে পেল না।

আঙ্গাস ডেভলিন বলেছিলেন ড্র-এর ক্ষিপ্রতায় 'বুলেটে'র স্থান একমাত্র ওসলারের পরে। দাঁড়ানোর সঙ্গে

সঙ্গে তার কোল্ট বেরিয়ে এল। সন্টিরটা বেরুলো সেকেণ্ড দুই পরে। 'বুলেট'-এর ডান হাতের কোল্ট থেকে একটা গুলি রকির কাঁধের ওপর দিয়ে শাঁ করে গিয়ে একটা প্রকাণ্ড স্ফটিকের ঝাড়বাতি চূর্ণ করে দিল।

কিন্তু এত কাছে থেকে রকি লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে না। 'বুলেটে'র অস্ত্র বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার অস্ত্রও বেরিয়েছে। আরও এগিয়ে নিজের এবং ওদের দু'জনের মধ্যেকার দূরত্বটা সে কমিয়ে দিয়েছে। একটা গুলি করতে পারার আগেই মরল সন্টি চারটি ভারি গুলিতে বিদ্ধ হয়ে।

'বুলেট' ঐ লক্ষ্যভ্রষ্ট প্রথম গুলিটাই ছুঁড়তে পেরেছিল। তার পরেই লুটিয়ে পড়ে তারই সদ্য পরিত্যক্ত চেয়ারে।

রকি ঘুরে দাঁড়াল জুয়াঘরের দিকে। তার এক পিস্তলে একটি গুলি, অন্যটায় মাত্র দু'টো গুলি অবশিষ্ট আছে। জুয়াড়ীরা দৃশ্যত নিজ নিজ অস্ত্র ড্র করতে যাচ্ছে।

'শোন, এই দু'জন এবং আরেকজন মিলে সোয়ান কর্পোরেশনের খনির কেরানিকে এবং হয়ত ডিরেক্টরকেও খুন করেছে। কিন্তু ডিরেক্টর খুনীদেরকে চিনে ফেলেন। ওরা টের পায় যে তিনি চিনেছেন। তাই তাঁকেও হত্যার জন্যে গুলি করে। আমি এসেছিলাম ওদেরকে গ্রেফতার করতে। কিন্তু ওরা আমাকে সুযোগই দিল না। আমি শুধু বলেছি যে ডিরেক্টর আমাকে ডাকাত ও হত্যাকারীদের নাম বলেছেন। কি নাম তা শোনার অপেক্ষা না করেই ওরা পিস্তল ড্র করেছে। কারণ, ওরা বুঝে ফেলেছিল যে ওদের দিন শেষ!'

শ্রোতাদের কারও মুখে ভয়, কারও মুখে অনিশ্চয়তার ভাব দেখা দিল। সেটা লক্ষ্য করে রকি আবার বলল, 'আমি ক্রিসেন্টভিলের শেরিফ। ওদেরকে শুধু গ্রেফতার করে আইনের হাতে ছেড়ে দিতাম। কিন্তু ওরা ড্র করেছে। এখন এই ব্যাপারে আর কোন গণ্ডগোল আমি চাই না, ভদ্রমহোদয়গণ! এই রুমের কেউ যদি বন্দুক তুলে নেয় তাহলে আমি এবং আপনাদের সামনে-পেছনে ছড়িয়ে থাকা আমার ডেপুটিরা মিলে অবশ্যই প্রমাণ করে দিতে চেষ্টা করব যে শান্তি রক্ষক অফিসারের সঙ্গে বাঁদরামি করা ঠিক নয়! বিশেষত যখন তিনি কাউকে গ্রেফতার করতে এসেছেন!'

'ঠিকই বলেছেন!' বলে তাকে সমর্থন করল একজন জুয়া-ঘরের দরজার কাছ থেকে। সবাই ফিরে তাকাল। দেখল, দেয়ালে নাটকীয় ভঙ্গিতে পিঠ ঠেকিয়ে দোনলা রায়টগান বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মি. নরিস রাইট।

অন্ধকার ঘরটির দরজার মুখ থেকে আরেকজন বলে উঠল, 'আমি সব কিছু দেখেছি। শেরিফের কথা যে মানবে না তার সঙ্গে লড়তে আমি প্রস্তুত।'

এ লোকটা হচ্ছে গাস্ হল্। তার হাতে উদ্যত কোল্ট। চোখে আগুনের মত দৃষ্টি। রুমভর্তি ওসলারের লোকেরা সামনে-পেছনে দু'দিক থেকে বিপদের সম্মুখীন। রকি লক্ষ্য করল যে বার-রুমের লোকেরা এদিকে ঘেঁষতে সাহস করছে না।

এরকম একটা মুহূর্তে ক্রোধে ফুঁসতে ফুঁসতে সেখানে

ছুটে এলেন আঙ্গাস ডেভলিন। গর্জন করে বললেন, 'রকি! এখান থেকে বেরিয়ে এস! তোমার সঙ্গে কথা আছে!'

রকি আঙ্গাস, মি. রাইট ও গাস্‌কে নিয়ে রাস্তায় এসে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে?'

'ক্রিস কোথায়?'

'ক্রিস? কেন, কালই তো দেখলাম মিসেস ক্রো-র ওখানে!'

'মিসেস ক্রো বললেন আজ সকালে একটা মেক্সিকান ছেলে এসেছিল। ছেলেটার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলে ক্রিস ঘোড়ায় চেপে মিসেস ক্রো-কে বলে যে সে যাচ্ছে। আমি এলে যেন তিনি বলেন যে সে শিগ্‌গির ফিরে আসবে বাড়িতে।'

'কিন্তু তিনি ফেরেননি। ঘোড়ায় চড়ে একটি মেয়ের একা ঘুরে বেড়াবার মত জায়গা এটা নয়,' বলল রকি।

'মেক্সিকান ছেলেটা নিশ্চয়ই কোন খবর এনেছে তার কাছে। ঐ যে মিসেস ক্রো আসছেন মেক্সিকান ছেলেটাকে নিয়ে!'

বার-চোদ্দ বছরের একটা ছেলেকে টানতে টানতে মিসেস ক্রো বললেন, 'আঙ্গাস, ওকে পেয়েছি। জেরা করে সব কথা বের করেছি। জন মার্টিন নামের এক লম্বা লোক তাকে দু'টো আধুলি দিয়ে বলে ক্রিসের কাছে আসতে এবং বলতে যে উইন লেস্টন আর টিম ক্রিসের জন্যে অপেক্ষা করছে শহরের বাইরে। জর্জ ফোরম্যানের র‍্যাঞ্চের পাশ দিয়ে

চলে যাওয়া উত্তরমুখী পুরানো মেক্সিকান ট্রেইলে। এর বেশি ছেলেটা জানে না।'

'লেস্টন! লেস্টন! হায় খোদা!' বলল রকি ফিসফিস করে।

'এবং টিম! আমার ঐ বজ্জাত ছেলেটা যদি কোন খারাপ কিছুর সঙ্গে জড়িয়ে থাকে তবে গলা টিপে মেরে ফেলব হারামজাদাকে!'

'বাদ দেন ওসব। আমি চললাম সেদিকে। যেভাবেই হোক লেস্টনকে গ্রেফতার করব। ক্রিস গেছে লেস্টনের সঙ্গে দেখা করতে···লেস্টনের সঙ্গে দেখা করতে···' বলতে বলতে সে ছুটে গেল জেলের পেছনে খোঁয়াড়ের দিকে।

বিশ

'কোন ট্র্যাক নেই,' বলল রকি আঙ্গাস, গাস্ হল্ এবং রাইটকে। রাইট নিজের ইচ্ছায় একটা ঘোড়া ভাড়া করে চলেছেন ওদের সঙ্গে।

আলগা পাথরের একটা ঢিবির কাছে গিয়ে দেখা গেল তিনটি ঘোড়া কিছুক্ষণ আগেও সেখানে ছিল। এরপরে ঘোড়ার খুরের দাগগুলো নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে।

'ওরা লারেডোর দিকে গেছে! দেরি করে লাভ কি? এস!' বললেন আঙ্গাস।

'থামুন একটু! আমি অতটা নিশ্চিত নই। আপনি কি মনে করেন যেখানে থাকলে ধরা পড়বে সেখানে সে আশ্রয় নেবে?' বলল রকি।

'কিন্তু রকি, সে তো ভাবতে পারে যে লারেডো তার ঘাঁটি। সেখানে দাঁড়িয়ে সে দুনিয়ার সাথে মোকাবিলা করতে পারবে। তাছাড়া সে ভাবতে পারে আমরা নিজেদের পক্ষে বেশি লোক জড়ো করতে পারব না,' বলল গাস্।

'সেটাও আমি বিবেচনা করেছি। নিজের দলে বড় জোর ত্রিশ–চল্লিশ জন জোগাড় করতে পারবে সে। তা–ও প্রচুর সময় পেলে। কিন্তু সময় সে পায়নি। সে আর ঐ চোরা গরুর কারবারী মার্টিন ক্রিসেন্টভিলে বসে এ চক্রান্তটা ফেঁদেছে। সে পালাচ্ছে। ম্যাট ষ্টোন অন্য কোন কাজে গিয়ে থাকলে লেস্টনের সঙ্গে দশ–পনের জনও থাকার কথা নয়।'

'তাহলে করতে হবে কি?' ধৈর্য হারিয়ে জিজ্ঞেস করলেন আঙ্গাস।

'কি ঘটবে জানি না। কিন্তু একটা ব্যাপার পরিষ্কার। ক্রিসেন্টভিল কাউন্টির সৎ লোকদের জন্যে আউট–ল'দের গলায় দড়ি পরিয়ে নরকে টেনে নিয়ে যাবার এটাই হচ্ছে উপযুক্ত মুহূর্ত! একটা লোক কমল কি বাড়ল এটা এখন কোন প্রশ্নই নয়। তাই আপনি, আঙ্গাস, যান, সৎ মানুষদের একত্র করুন। সেই সব লোককে—যারা এ জঞ্জাল পরিষ্কারের কাজে আপনার সঙ্গে থাকবে। আমরা লারেডোতে গিয়ে দেখি কি অবস্থা সেখানে। যদি দেখি ওরা দলবদ্ধভাবে তৈরি, তাহলে পিছিয়ে আসব। আপনার "পসির" জন্যে অপেক্ষা করব।'

এক মুহূর্ত দ্বিধা করে আঙ্গাস বললেন, 'ঠিকই বলেছ। বেশির ভাগ মানুষ এখন উত্তর বা দক্ষিণে কাজে ব্যস্ত। তবে একদিনের মধ্যে নির্ভরযোগ্য ত্রিশ–চল্লিশ জন জোগাড় করতে পারব। ওরা জড়ো হলে তুমি বলে দেবে কোন দিকে যেতে হবে।'

'খুব ভাল কথা। আমি খবর পাঠাব। বিদায়!'

গাস্ ও রাইটকে নিয়ে রকি চলে গেল লারেডোর পথে। অনেক পথ গিয়ে একটা পাহাড়ের চূড়ায় উঠে ওরা লারেডোর দিকে তাকাল।

বিনকিউলার নামিয়ে রকি বলল, 'চুপচাপ মনে হচ্ছে। মি. রাইট, আপনি যা করেছেন সেজন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এখন আমরা যেখানে যাচ্ছি সেখান থেকে হয়ত বেরুতে পারব না। আপনি বাইরের লোক। আপনাকে এর মধ্যে টানতে চাই না। গাস্ আর আমার কথা আলাদা। এটা আমাদের চাকরি।'

রাইট হেসে বললেন, 'চলুন, চলুন। আমি দারুণ মজা পাচ্ছি। স্বাধীন লোক তো, মরলেও কাঁদবার কেউ নেই। দক্ষিণ আমেরিকার একটা গোটা বিপ্লবকালে আমি লড়েছি, গায়ে একটা আঁচড়ও লাগেনি। বেশিদিন আগের কথা নয়। গোলমাল লাগলে দেখবেন দর্শক হয়ে থাকব না।'

'ভাল কথা। আমি না বললে কিংবা ওরা শুরু না করলে গুলি করবেন না।'

দ্রুত বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে প্রায় নির্জন লারেডোর স্যালুনের সামনে পৌছল ওরা। ভেতরে গিয়ে বারটেণ্ডারকে প্রশ্ন করল। 'লেস্টন কোথায়?'

'আপনি ওকে নিয়ে যাবার পর আর এখানে দেখা যায়নি।'

'স্টোন কোথায়?'

'শেরিফ, কার সাধ্য ওদের খবর রাখে?'

আর কিছু করার নাই এখানে। মুখটা কঠিন হয়ে উঠল

রকির। কল্পনার দৃষ্টিতে ফুটে উঠল একটি দৃশ্যঃ লেস্টনের বাহুবেষ্টনে ক্রিস ডেভলিন। পেছনে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে ম্যাট স্টোন, আর সেই লম্বা ভণ্ডটা। মেয়েটির চোখে একবার ফুটে উঠছে আতঙ্কের দৃষ্টি, একবার সে হাসছে লেস্টনের দিকে চেয়ে।

'এবার যাওয়া যাক,' বলল সে সঙ্গীদেরকে।

লারেডোর স্যালুনে স্যালুনে তারা খুঁজেছে লেস্টন আর ওর স্যাঙাতদেরকে। সর্বত্রই একই জবাব পেয়েছেঃ জানি না। ওদেরকে দেখিনি কয়েকদিন। তাই তারা ফিরে চলেছে। কিন্তু কোথায় যাবে, কোন দিকে? রকি বুঝতে পারছে না।

ক্রিসেন্টভিলের দিকে কিছুদূর যাবার পর হঠাৎ গাস্ বলে উঠল, 'লারেডো থেকে কারা যেন পালাচ্ছে।' রকি সামনে তাকিয়ে দেখল দু'জন সওয়ার দ্রুতবেগে ছুটে যাচ্ছে ট্রেইল ছেড়ে পশ্চিম দিকে। রকি চিৎকার করে বলল, 'থাম, থাম,' কিন্তু ওরা না থেমে আরও জোরে ছুটল। এবার রকি বলল, 'ধর ওদেরকে।'

কিন্তু ওদের ঘোড়াগুলো বেশ তাজা। ধরা সম্ভব হচ্ছে না। বরং দূরত্ব বাড়ছে। তখন রাইট বললেন, 'ওদেরকে, মানে, ওদের ঘোড়াগুলোকে গুলি করে থামাইনা কেন?'

'পারেন। কিন্তু তার আগে আসুন, আপনাকে আমার ডেপুটি হিসেবে শপথ করাই! তারপরে আপনি কাউকে খুন করলেও সেটা বৈধ হবে।'

'ছুটতে ছুটতে রকি শপথ করাল রাইটকে। রাইট তীব্র বেগে এগিয়ে গিয়ে থামলেন। রাইফেল তুলে গুলি করতে

লাগলেন। পলাতক ঘোড়াদু'টির একটি ডিগবাজি খেয়ে পড়ে গেল। সওয়ারটি ছিটকে পড়ল দূরে। দ্বিতীয় লোকটি তখন মাথা নিচু করে প্রাণপণে তাড়া করছে তার ঘোড়াকে সামনে এগিয়ে যাবার জন্য। রাইট আবার রাইফেল তুললেন। গুলি করলেন দু'বার। সওয়ারটি পড়ে গেল ঘোড়ার পিঠ থেকে।

তারা গিয়ে দেখল, প্রথম সওয়ারটি মরে গেছে। দ্বিতীয় সওয়ারটিকে চিৎ করে শুইয়ে রকি দেখল যে একে সে লারেডোতে দেখেছে। এটা সেই ছাইরঙা চুলওয়ালা লোকটি, যে লারেডোর স্যালুনে রকিকে গুলি করার হুমকি দিয়েছিল তার বন্ধু বিলি গ্রেসনকে রকি মেরে ফেলেছে ভেবে।

রাইট বললেন, 'এ লোকটি তো মরেনি। বেঁচে আছে।'

'আপনার স্টেজ-ডাকাতদের একজন। চুলের দিকে তাকালেই চিনবেন।'

হাতে ভর দিয়ে ওঠার চেষ্টা করে লোকটা বলল, 'কি ঘটেছে?'

'আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করতে চেয়েছিলাম আমার ওপর তোমার রাগ এখনও আছে কি না। তোমাদেরকে থামতে বললাম, তোমরা আরও জোরে ছুটলে। মি. রাইট বিষয়টা ভেবে দেখে বললেন যে তুমি সম্ভবত কাউবয়, পায়ে হাঁটতে চাও না। তাই তিনি তোমার ঘোড়াকে থামালেন।'

'লোকে নিজের কাজে বেরুবে আর তোমরা তাকে গুলি করবে? খেলা পেয়েছ নাকি? ল্যাঙ্কি কোথায়? চলে গেছে?'

'তা বলতে পার, চলে গেছে কোথাও। পালাচ্ছিলে কেন? জান না, শেরিফ ইচ্ছা করলে যে কোন লোককে থামাতে পারে?

একুশ

লোকটা উঠে বসেছে। ল্যাঙ্কির ঘোড়া আর লা দেখেছে। তার চোখে ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠেছে।

'শোন, বাঁদরামি রেখে সাফ সাফ বল লেস্টন আর তোমাদের দলবল কোথায়,' বলল রকি।

'কিছুই জানি না। জানলেও বলতাম না আমি আর ল্যাঙ্কি যাচ্ছিলাম ওরেটো সিটিতে।'

গাস্ আর রাইটের দিকে ফিরে রকি বলল, 'ওকে বাড়তি ঘোড়াটায় চাপিয়ে দাও। হাত দু'টো পেছন দিকে কষে বাঁধ।'

আদেশ পালন করল গাস্ হল্। রকি তার স্যাড্‌ল-ব্যাগ থেকে একটা দড়ি বের করল।

'আপনি, আপনি ওকে ফাঁসি দেবেন?' প্রশ্ন করলেন রাইট।

'ঠিক তাই করব। শকুনগুলো অনেক দিন উপোষ করছে কি না, তাই। ভেবেছিলাম ও আমাকে কিছু তথ্য জানাবে,

আমি ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব। ও জানায়নি। গাস্! ওকে নিয়ে এস ঐ শিমুল গাছটার কাছে।'

কঠোর মুখে গাস্ চলল হুকুম তামিল করতে। 'কোঁৎ' করে ঢোক গিলল লোকটা। রকি জিজ্ঞেস করল, 'কিছু বলবে মনে হচ্ছে?'

রাইট বলে উঠলেন, 'একটু থামুন। ফাঁসিতে যাবার আগে তোমার বেল্টটি দেবে আমাকে? জিনিসটা খুবই বিদঘুটে। এ ধরনের জিনিস আমি সংগ্রহ করি। কবরে নিয়ে গিয়ে তোমার কি লাভ হবে?'

রকি বলল, 'বাদ দেন ওসব। ওর দেরি হয়ে যাচ্ছে। ল্যাঙ্কি ওর আগে রওনা হয়ে গেছে। কিছু বলার থাকলে বলুক!'

লোকটার গলায় ফাঁস পরিয়ে দিল রকি। গাস্কে বলল, 'ঐ বড় শেকড়টার সাথে দড়িটা বাঁধ শক্ত করে। রেডি!'

'বলব! আমি বলব! কিন্তু আমাকে ছেড়ে দিতে হবে। নইলে লেস্টন আর স্টোন আমার কলজে ছিঁড়ে খাবে!' চেঁচিয়ে বলল লোকটা।

'কি বলবে তুমি? কিছুই তো জান না। গর্দান বাঁচানোর জন্য মিথ্যে বলবে!'

'না, মিথ্যে নয়!'

অনিচ্ছার ভাব দেখিয়ে ফাঁসটা ঢিলা করে খুলে নিল রকি।

'গতকাল যখন খবর এল যে আমাদেরকে যাত্রা করতে

হবে তখন আমি আর ল্যাঙ্কি ছিলাম মাতাল অবস্থায়। ম্যাট স্টোন বলে যায় মাতলামি কাটলে আমরা যেন ওদের কাছে চলে যাই। ওরা এখন ডগ ক্যানিয়নের ওদিকে, কারমো টাউনের দিকে আছে। শুনেছি, পঞ্চাশ হাজার ডলারের সোনা যাবে। ঐ সোনা লুটের জন্যে অপেক্ষা করছে। আঙ্গাস ডেভলিনদের একটা মেয়েকে বাগিয়েছে লেস্টন।আমাদের লম্বু পাদ্রী বিয়ে পড়াবে!'

'লম্বু! সে তো পাদ্রী নয়!' বলল রকি।

'নাহ্! সে একটা বুড়ো পাপী। পাঁড় মাতাল, জঘন্য চোর এবং গলাকাটা খুনী। কিন্তু যেখানে লোকে ওকে চেনে না সেখানে নিজেকে সে পাদ্রী বলে চালিয়ে দিতে পারে। তার কালো কেতাব (বোকাসিও) থেকে মন্ত্রও পড়তে পারে।'

'ম্যাট স্টোন কতজন নিয়ে গেছে ডগ ক্যানিয়নে?'

'টিম ডেভলিন আর স্টোনকে ধরলে বারো জন। এখন আমাকে ছেড়ে দাও, আমি পালিয়ে যাব এ অঞ্চল থেকে। নইলে এসব বলার জন্যে লেস্টন আর স্টোন মেরে ফেলবে আমাকে।'

'ঐ সোনাবাহী স্টেজ-টা কোনদিন যাবে?'

'আগামীকাল দুপুরের দিকে বোধহয়। মিস্টার, এর বেশি সত্যিই আমি জানি না।'

'পেনড্রেক কে? গানম্যান পেনড্রেক? টম ব্রাউনকে খুন করেছে যে লোকটা?'

'আমাকে ফাঁসি দেবে না তো? তা হলে বলি! জন

মার্টিনই হচ্ছে পেনড্রেক। লারেডোতে আসার কিছুদিন পরে আগের নামটা বদলে ফেলে জন মার্টিন নাম নেয়। ব্রাউন লোকটাকে সে-ই খুন করে লারেডোর পুব দিকে এক বিধবার বাড়িতে। কেন, জানি না। তারপরেই দু'হাতে টাকা ওড়াতে থাকে। মনে হয় ব্রাউনের টাকা।'

'ঠিক আছে, যাও। চলে যাও দূরে, আরকানসাসে কিংবা টেক্সাসে। আমরা প্রচার করব যে স্টেজ-ডাকাতির আসামী পালিয়ে গেছে শেরিফের হাত থেকে।'

একটি কথাও না বলে পালাল লোকটা।

'চল, আঙ্গাসের র‍্যাঞ্চে। ক্রিসেন্টভিলের ভেতর দিয়েই যাব। ডগ ক্যানিয়নে তিনজনের যাওয়াটা হবে আত্মহত্যার মত। আহ্, এসময় যদি আমাদের ছেলেরা এসে পড়ত!'

রাইট বলল গাস্ হল্‌কে, 'ও যখন লোকটার গলায় ফাঁস লাগাচ্ছিল তখন বুঝতে পারিনি বদমাশটাকে সত্যি ফাঁসি দেবে, নাকি দেবে না।'

চলতে চলতে গাস্ জবাব দিল, 'রকি যে সময় হাঁটুর সমান তখন থেকেই তাকে জানি। একসঙ্গে খেলেছি, কাজ করেছি। মাতাল অবস্থায় দেখেছি, ভাল অবস্থায় দেখেছি। কিন্তু প্রেমে পাগল অবস্থায় দেখিনি। এখন তার সেই অবস্থা। সত্য কথাই বলি, বন্ধু, আমি জানি না লোকটাকে ও ফাঁসি দিত কি দিত না।'

পরবর্তী তিনঘন্টা ওরা নীরবে চলল। তারপর পৌঁছল ক্রিসেন্টভিলের আলোকিত রাস্তায়। শেরিফের অফিসের

সামনে পৌঁছে রকি বলল, 'খোঁয়াড়ে ঘোড়া দেখা যাচ্ছে তিনটা। শেরিফ ব্লাডেনের ঘোড়া মনে হচ্ছে। তাজা আছে আশা করি। আমাদেরগুলো ক্লান্ত। ভালই হল এগুলো পেয়ে।'

হঠাৎ জেলের সামনের দিকে ফিরে রকি বলে উঠল, 'ও কি?'

সামনের দিক থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। রকি নীরবে এগিয়ে গেল। গাস্ হল্ আর রাইট পেছনে। রাস্তার ওপাশের রেস্তোরাঁর আলোয় দেখা গেল সিটি মার্শাল ওসলার আসছে তিনজন লোক সঙ্গে নিয়ে। রেস্তোরাঁর সামনে এসে ওরা থামল। রকি ওদের পেছনে এবং শহরের কেন্দ্রস্থল পর্যন্ত দৃষ্টি বুলিয়ে দেখল প্রচুর লোক। সবাই দাঁড়িয়ে আছে স্থির হয়ে, কিছু একটা ঘটার অপেক্ষায়। এটাকে একটা অশুভ লক্ষণ মনে হল রকির।

জেলের পাশ থেকে ধীর, দৃঢ় এবং নিঃশব্দ পদক্ষেপে সে এগিয়ে গেল মার্শালের সামনে। গাস্ এবং রাইট রকির পেছনে চার ফুট ব্যবধানে ডানে ও বাঁয়ে গিয়ে অবস্থান নিল।

প্রায় ষাট ফুট দূরে মুষ্টিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার ভঙ্গিতে দাঁড়ানো ওসলার ও তার সাহায্যকারীদের লক্ষ্য করে রকি বলল, 'কিছু বলার আছে?'

'চূড়ান্ত ফয়সালা করতে এসেছি আমি। অনেক বাড়াবাড়ি করেছ। আমার অনুপস্থিতিতে চোরের মত এসে আমার ডেপুটিদের খুন করেছ। তোমার লীলাখেলা শেষ। এখন

তোমাদের অস্ত্রগুলো দিয়ে দাও। নইলে…'

মনে মনে ধিক্কার দিল রকি নিজের ভাগ্যকে। সে চলেছে ডেভলিনদের র‍্যাঞ্চে, ডগ ক্যানিয়নে, ক্রিসের কাছে, অথচ মৃত্যু, কিংবা সাংঘাতিক জখম হবার সম্ভাবনা এসে দাঁড়িয়েছে তার মুখোমুখি। ওসলারের সঙ্গে চূড়ান্ত একটা বোঝাপড়া যে করতে হবে এটা সে জানত প্রথম থেকেই। কিন্তু সেটা এখন ঘটুক তা সে চায়নি।

'এটা খুবই অযৌক্তিক, ওসলার। একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজে আমার এখনি বাইরে যাবার কথা। জানতাম তোমার-আমার মধ্যে আলাপ-সালাপ হবেই, কিন্তু তার সময়টা এখন—তা ভাবিনি। এটা দু-একদিন পরে হলে হয় না?'

হো হো করে হেসে উঠে ওসলারের সঙ্গী একজন বলল, 'ভীতুর ডিম কোথাকার! দেরি করছি কেন আমরা?'

ওসলার বলল, 'শো-ডাউন তুমি কোনদিনই চাইবে না, আমি জানতাম। এখন বুঝতে পারছি, এতদূর এগিয়েছ তুমি স্রেফ কপাল জোরে। যাই হোক, অস্ত্রগুলো দিয়ে দাও তিনজনে!'

রকি দেখল, ওসলার আর ওর তিন সঙ্গীর হাত উঠছে ওপর দিকে। শো-ডাউন হবেই, ঠেকানো যাবে না।

বিদ্যুৎগতিতে দু'টো কোল্ট উঠে এল ওর হাতে।

বাইশ

এরপরে যা ঘটল সেটা অন্ধকারে অনেকটা বিদ্যুৎচমকের মত। হলুদ পেন্সিলের মত আগুন ছুটতে লাগল দু'দিকে। বজ্রের আওয়াজে গর্জন করতে লাগল বন্দুক-পিস্তল-রিভলভার। কি ঘটছে, কে কি করছে, তা লক্ষ্য করা সম্ভব হল না কারও পক্ষে।

ওসলার যে ক্ষিপ্র গতিতে হোলস্টার থেকে ওর সাদা বাঁটওয়ালা কোল্টগুলো বের করল তাতে রকি বুঝেছে কেন ওর বন্দুকবাজ বলে এত নামডাক। রকি দু'বার গুলি করল মার্শালের দিকে। একই সঙ্গে বাঁ-হাতের কোল্ট দিয়ে গুলি চালাল ওর সঙ্গীদের দিকে।

গুলির প্রথম শব্দের সঙ্গে সঙ্গে একজন ঢলে পড়ে গেল। রকির ফেল্ট হ্যাটের কিনারায় গুলি লেগে হ্যাটটা পড়ে গেল। নিজের পেছন থেকেও গুলির আওয়াজ এল রকির কানে। যেন স্বপ্নের ঘোরে সে দেখল ওসলার পড়ে যাচ্ছে মুখ থুবড়ে। একজন সঙ্গী ধরে তুলতে গেল ওকে, কিন্তু সে নিজেও শুয়ে

পড়ল মাটিতে। আর উঠল না।

বালুময় রাস্তার ওপর পড়ে আছে ওসলার ও তার সঙ্গীরা। রকি মাথা ঝাঁকিয়ে তাকাল চারদিকে। গাস্ আসছে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে, রাইট শুয়ে আছে স্থির হয়ে দুই বাহু ছড়িয়ে। রকি সাবধানে এগিয়ে গেল সামনের দিকে কোল্ট হাতে। জানে না, ওগুলোতে আর গুলি নেই।

ওসলার মৃত। সঙ্গীদের একজনও মৃত। আরেকজন দ্রুত মারা যাচ্ছে। চতুর্থজনের শ্বাসকষ্ট শুরু হয়েছে। ওর দেহে কোমরের ওপর দিকে বুলেটের চারটি গর্ত। রকি চট্ করে দেখে নিল গোল্ডেন-নাইট স্যালুনের দিকটা। লোকজন সরে যাচ্ছে। ছোট ছোট জটলা পাকাচ্ছে এখানে-ওখানে। এতে বিপদের আভাস পেল রকি।

'গাস্, চোট বেশি লেগেছে?'

'নিশ্চয়ই। পায়ে বুলেট বিঁধে আছে মনে হচ্ছে। কিন্তু রাইটের অবস্থা তো খারাপ!'

রাইটের গায়ে তিনটে গুলি লেগেছে। একটা পায়ে, একটা ডান বাহুতে, শেষটা চলে গেছে কণ্ঠার হাড়ের নিচে দিয়ে।

'ডাক্তার ডাকতে হবে। চল কাঁধে বয়ে নিয়ে যাই, গাস্।'

গোল্ডেন-নাইট স্যালুনের কাছ থেকে একটা রাইফেলের গুলি এসে পড়ল কাছে। রকি রাইটকে কাঁধে ফেলে ছুটল আশ্রয়ের জন্য। গাস্ হল্‌ও ছুটল খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

রাইফেলের গুলিবৃষ্টির মধ্যে তারা অফিসের দরজায় পৌছল।

'আমাদের দরকার ছিল কেটে পড়া। এখন এখানে দাঁড়িয়ে লড়তে হবে গোটা টাউনের বিরুদ্ধে,' বলল রকি।

গাস্ উপুড় হয়ে ফ্লোরে শুয়ে কোল্ট রি-লোড করতে করতে দরজার পাল্লার ফাঁকে বাইরে তাকিয়ে দেখছিল। হঠাৎ সে হেসে উঠল মাথা ঝাঁকিয়ে।

'আরে, শহরের লোকেরা দু'ভাগ হয়ে গেছে! গোল্ডেন-নাইট-এর পেছন থেকে গুলি হচ্ছে রাস্তার রাইফেল-ওয়ালাদের ওপর! ওরা আশ্রয় খুঁজছে!'

রাইটকে ব্যাণ্ডেজ করে রকি দেখল, লোকেরা ছুটে গিয়ে ঢুকে পড়ছে দালান-কোঠায়। জানালা-দরজায় দাঁড়িয়ে গুলি ছুঁড়ছে। রাস্তার লোকগুলো গুলিবিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ছে।

'একেই বলে ভাগ্য। দুই দলে লেগে গেছে। আঙ্গাস ডেভলিনের বন্ধুরা এল না তো?'

হুস করে দৌড়ে এসে একটা লোক ঢুকে গেল দরজা ঠেলে। রকি ঝট্ করে কোল্ট উঁচু করল। লোকটা চেঁচিয়ে বলল, 'বন্ধু, বন্ধু, শেরিফ! আমরা কিছু লোক আর সইতে পারছিলাম না ওসলারকে—ওর তথাকথিত আইন-শৃঙ্খলাকে। আমরা জনাকুড়ি আছি।'

'এখন কি হয়েছে?'

'ওসলারের লোকজন তৈরি হচ্ছিল আপনাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্যে। তাই আমরা ওদেরকে গুলি করছি। কাল ভোরের মধ্যে অনেকেই খতম হয়ে যাবে। আমি

এলাম আপনাদেরকে বলতে যে আমাদের হাত মেলানো দরকার। পরস্পরকে যেন আমরা গুলি না করি।'

রকি বলল, 'শুনুন, আপনারা সৎ লোক। লড়াইটা চালিয়ে যান। আমাকে যেতে হচ্ছে আঙ্গাস ডেভলিনের র‍্যাঞ্চে। ওখান থেকে পসি নিয়ে যাব ডগ ক্যানিয়নে। সেখানে লেস্টন আর ওর দল অপেক্ষা করছে ডাক-গাড়ি লুটের জন্যে। ওদেরকে আমরা খতম করব। এই কাউন্টিকে আমরা সৎ মানুষের বাসের উপযুক্ত করে তুলব। কাউকে আর নিজের টাকাপয়সা, বাড়িঘর, বৌ পাহারার জন্যে শট্‌গানধারী লোক রাখতে হবে না।'

'ঠিক আছে। আপনাদের কেউ জখম হয়েছে?'

'হ্যাঁ, পুবের লোক। ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যান। বাহাদুর মানুষ, দোস্ত!'

এসময় তাদের কানে এল ঘোড়ার খুরের শব্দ। সাবধানে দরজার কাছে গিয়ে তারা দেখল ওরেটোর দিক থেকে টগবগিয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে আসছে একদল সওয়ার। দরজার ঠিক সামনে এসে থামল ওরা।

একজন বলে উঠল, 'এসে পড়েছি! ক্রিসেন্টভিল! রকি বুড়োটা কই?'

'এসে পড়েছ, বার্নি! ভেতরে এস। ঠিক সময়ে তোমরা এসেছ!'

গাস্ হল্ ঘোড়াগুলোকে গুলির আওতার বাইরে খোঁয়াড়ে বেঁধে জেডকে পাহারায় রেখে এল।

বার্নি বলল, 'আজ ভোরে আমরা পৌঁছি কারমো টাউনে। থামিনি। টাউনের বাইরে পাঁচ-ছয় মাইল আসতেই পড়ে যাই প্রায় পনের জনের একদল সওয়ারের সামনে। স্টেজ-ডাকাতি করে ওরা পালাচ্ছিল। আমাদেরকে দেখেই ওরা গুলি করতে শুরু করে। আমরা ধাওয়া করি ওদেরকে। শেষ পর্যন্ত ছত্রভঙ্গ হয়ে লুটের মাল বোঝাই খচ্চরগুলো নিয়ে ওরা পালায়। চারজনকে রেখে যায় আমাদেরকে ঠেকাতে। কিন্তু বাছাধনরা তো গাইড আর রিকির মত উইনচেস্টার শিল্পী দেখেনি জীবনে! তিনজন পটল তোলে। আমরা আর তাড়া করলাম না। জায়গা চিনি না ভাল করে। তাছাড়া ভাবলাম এখানে চলে আসব, তোমার সঙ্গে একটু 'ওয়াওয়া' (কথাবার্তা) দরকার।'

'সবগুলোকে শেষ করে দিলেই পারতে। ওরা হচ্ছে লারেডোর লেস্টনের দল। কোন্ দিকে গেল?'

'দক্ষিণ-পুব দিকে।'

শহরের বিদ্রোহী গ্রুপের লোকটা রকিকে বলল, 'তা হলে ওরা যাচ্ছে এলিফ্যান্ট স্প্রিং-এর দিকে।'

'এলিফ্যান্ট স্প্রিং! ওটা তো আউট-ল'দের লুকিয়ে থাকার পুরানো জায়গা,' বলল রকি।

'হ্যাঁ, কিন্তু এখন আউট-ল'রা ওখানে থাকে না। শহরে থাকে।'

'যাই হোক, ওরা তাহলে আঙ্গাসের র‍্যাঞ্চটার দক্ষিণ-পুবে আছে। এস বার্নি! সবাই এস। তোমরা এখন শেরিফের

পসি। তোমাদের ঘোড়া ক্লান্ত। কোন চিন্তা নেই। আঙ্গাস ডেভলিনের ওখান থেকে ঘোড়া নেব। লোকজন যত পাওয়া যাবে নেব। তারপর ঝাঁপিয়ে পড়ব লেস্টনের ওপর। ওদেরকে খতম করে ফিরে আসব এখানে। ঝেঁটিয়ে সাফ করব এ শহরটা। একজন বদমাশকেও রাখব না।'

রকির পেছনে সার বেঁধে রওনা হল তার দুর্ধর্ষ বাহিনী—রড্রিগ্‌সকে হত্যা করার আগ পর্যন্ত যাদের কথা উল্লেখ করলেই আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ত গোটা মেক্সিকোর অর্ধেক অংশ জুড়ে, যাদেরকে লোকে জানত এল্‌-ঈগোলের বাহিনী নামে।

তেইশ

ডেভলিনদের র‍্যাঞ্চে কেউ নাই। রকি এবং তার দল নামল ঘোড়া থেকে। নিজেদের ঘোড়াগুলোকে পানি খাইয়ে বেঁধে রাখল কোরালে। একেকটা তাজা নতুন ঘোড়া নিল ওরা।

'আশ্চর্য ব্যাপার,' বলল রকি। 'কথা ছিল এখানে সবাই জমায়েত হবে। আমি খবর পাঠালে বা লারেডো থেকে ফিরে

এলে লেস্টনদের বিরুদ্ধে যাত্রা করবে। কিন্তু তা না করে উধাও হয়ে গেল?'

'দেখি, র‍্যাঞ্চ হাউসে কেউ আছে কিনা,' বলে গাস্ এগিয়ে গেল মাটি-পাথরের সাদা বড় বাড়িটার দিকে। একজন বৃদ্ধা পরিচারিকা এসে দরজা খুলে দিল। গাস্-এর প্রশ্নের জবাবে বুড়ি বলল যে অনেক লোকজন এসেছিল। ঘন্টা তিন-চার আগে হঠাৎ দক্ষিণ দিকে গোলাগুলির শব্দ হওয়ায় সবাই ছুটে গেছে সেদিকে। সে জানে না কোথায় গেছে। গাস্ ফিরে গিয়ে জানাল খবরটা।

রকি বলল, 'হঠাৎ গোলাগুলি? তাহলে লেস্টনের দলের সঙ্গে এদের কোন গ্রুপের দেখা হয়ে যায়। কিন্তু তারপরে কোনদিকে গেল বুঝব কি করে?'

ওরা যাত্রা করল। দক্ষিণ-পুবে, আউটল'দের পুরানো আশ্রয়স্থল এলিফ্যান্ট স্প্রিং-এর দিকে। যেতে যেতে রকি ভাবল, ক্রিস ডেভলিন কি আছে লেস্টনের দলের সঙ্গে? নাকি ওকে লেস্টন সরিয়ে দিয়েছে মূল দল থেকে? যদি থাকে তবে গোলাগুলিতে মেয়েটির বিপদ হতে পারে। চারদিক ঘোর অন্ধকার। খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে মাইলের পর মাইল ঘোড়া ছুটিয়েও ওরা বুঝতে পারছে না আঙ্গাস ডেভলিনের কাউম্যান আর পাঞ্জারের দলটি কোথায়।

মাঝরাত পার হয়ে যাবার পর সামনের দিক থেকে ক্ষীণ ফুট-ফাট শব্দ এল ওদের কানে। রকি থামল ভাল করে শোনার জন্য। পেছনে দাঁড়িয়ে গেল গোটা দলটি। কিসের

শব্দ বুঝতে পারল ওরা। সামনে তুমুল গোলাগুলি হচ্ছে কোথাও।

'ওদিকে তো একটা পাহাড় আছে জানি। লড়াইটা কি ওখানেই হচ্ছে?'

'এস!' বলে আবার চলল রকি গুলির শব্দ লক্ষ্য করে। শব্দ ক্রমে বাড়তে লাগল। বুলেটের আগুনও দেখা যাচ্ছে।

গাস বলল, 'রকি, আঙ্গাসের দল লড়ছে লেস্টনের দলের সঙ্গে—এটা বুঝতে পারছি। একদল অবস্থান নিয়েছে পাহাড়ে, অন্যদল নিচে। কিন্তু কারা পাহাড়ে, কারা নিচে তা এতদূর থেকে আন্দাজ করা মুশকিল। আমরা কি সেটা না জেনে সরাসরি ছুটে যাব ওখানে?'

আবার লাগাম টেনে থামল রকি। বলল, 'সবাইকে নিয়ে তুমি এখানে দাঁড়াও একটু। বার্নি, এস আমার সঙ্গে। দেখি কিছু আন্দাজ করতে পারি কিনা।'

বার্নিকে নিয়ে রকি মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। মাইল-খানেক যাবার পর সামনের ছোট পাহাড়টি কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠল ওদের চোখে। ঘোড়া থেকে নেমে রকি লাগামটা তুলে দিল বার্নির হাতে। বলল, 'দাঁড়াও এখানে।'

অর্ধবৃত্তাকারে পাহাড়ের গোড়া থেকে গুলি ছুটছে ওপরের দিকে। রকি দেখল, এক জায়গা থেকে কে যেন আগুনের ঝলক লক্ষ্য করে যত্নের সঙ্গে গুলি করছে। অ্যাপাচির মত নিঃশব্দে হামগুড়ি দিয়ে সে চলল লোকটির পেছনে। পিস্তলের নলটি তার পিঠে ঠেকিয়ে চাপা স্বরে বলল, 'শব্দ কোরো না!

তুমি কে? কা'কে গুলি করছ?'

'তুমি কে?'

'শব্দ করলেই গুলি। আমি শেরিফ ট্রেন্টন। এখন জবাব দাও। কি হচ্ছে এখানে?'

'ও, শেরিফ, তাই বল। আমি আঙ্গাসের দলের লোক। আমরা ডাল্টন র‍্যাঞ্চের চারজন আছি। আঙ্গাস আছে পাঁচজন নিয়ে। বুড়ো ল্যাঙ্গলির সঙ্গে আছে তিনজন। আমাদের তিনজন মারা গেছে। ল্যাঙ্গলির একজন মারাত্মকভাবে জখম হয়েছে। আমরা আমাদের র‍্যাঞ্চ থেকে যাচ্ছিলাম আঙ্গাসের র‍্যাঞ্চের দিকে। পথে লেস্টনের দলের সামনে পড়ে যাই। শুরু হয় গোলাগুলি। শব্দ শুনে আঙ্গাসের র‍্যাঞ্চে জমায়েত সবাই ছুটে আসে। লেস্টনরা জোরকদমে পিছু হটে এখানে চলে আসে। আমরা ওদের ধাওয়া করি। কিন্তু এখন আমাদের অবস্থা কাহিল। ওরা ওপরে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে। আমরা খোলা জায়গায়, নিচে। তিন ঘন্টা ধরে লড়ছি। তিনজন মরেছে আমাদের, একজন প্রায় মরা। আরো ক'জনের গায়ে গুলি লেগেছে। আমাদের লোক কম। পাহাড়ের পেছন দিকটা যদি ঘিরতে পারতাম!'

'হবে, চিন্তার কারণ নাই। আঙ্গাস কোথায়?'

'বাঁ দিকে কোথাও আছে।'

'আমার সঙ্গে বারো জন আছে। মুখে মুখে সবাইকে জানিয়ে দাও যে লেস্টনকে ধরার জন্যে আমি পসি নিয়ে এসেছি। এখন আঙ্গাসের কাছে যাচ্ছি। লেস্টনের সঙ্গে

ক'জন আছে মনে হয়?'

'পনের জনের কম হবে না।'

বার্নির কাছে ফিরে গিয়ে রকি হুকুম দিল, 'তীরবেগে ছুটে গিয়ে সবাইকে নিয়ে এস। পাহাড়ের পেছন দিকে অবস্থান নাও। বদমাশগুলোকে খতম করতে হবে।'

বার্নি চলে গেল। আঙ্গাসকে খুঁজে নিয়ে রকি জিজ্ঞেস করল, 'নতুন কোন খবর আছে নাকি?'

'কিছু না। টিম যদি জড়িত থাকে এর মধ্যে...' বললেন বুড়ো কঠোর স্বরে।

'আপনি জানেন না যে সে আছে। সম্ভবত লেস্টন আর জন মার্টিন ক্রিসকে শহর থেকে বের করে নেয়ার জন্যে ওর নাম ব্যবহার করেছে,' বলল রকি।

'তোমার সঙ্গে ক'জন? ওরা কা'রা?' বলতে বলতে একটা অগ্নিশিখা লক্ষ্য করে গুলি করলেন বুড়ো অতি দ্রুত। 'শয়তানটাকে পেয়েছি। শুনছ না ওর চিৎকার?'

'আমার পুরানো কাউবয়রা। দক্ষ লোক, যে কাজেই লাগাই না কেন। ক্রিসেন্টভিল কাউন্টির সৎ লোকদের হাত শক্তিশালী করার জন্যে ওদেরকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম। একটু ঘুরে দেখি ঘটনাটা কেমন দাঁড়াচ্ছে। তবে পালাতে পারবে না।'

সব কথা সে বলেনি বুড়োকে। ওরা সবাই পুরানো কাউবয় নয়। কেউ কেউ ওর সঙ্গে জুটেছে শত শত মাইল দূর থেকে এসে। রড্রিগ্স–এর সাথে লড়েছে।

কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ের পেছন দিক থেকেও গুলির শব্দ শুরু হল। ওপর থেকে গুলির শব্দ যেন কমে এল। বোঝা গেল, দু'দিক থেকে আক্রান্ত হয়ে হতভম্ব হয়ে গেছে লেস্টনের দল। মাঝে মাঝে ওদের একেক জন চিৎকার করে উঠছে গুলি খেয়ে। রকির দুর্ধর্ষ বাহিনী ধীরে ধীরে উঠে যাচ্ছে পাহাড় বেয়ে। লেস্টনের দলের চারদিককার বেষ্টনীটা ক্রমেই ছোট হয়ে আসছে।

একটা ছোট্ট পাহাড়ী নালা এঁকেবেঁকে নেমে এসেছে লেস্টনের দলের অবস্থানের কাছ থেকে। ওটার কাছে যেতেই নিচের ঝোপের মধ্যে ধুপ্ করে একটা শব্দ শুনল রকি। কান খাড়া করে সে ভাবল, ওখানে হয়ত ঘোড়াগুলোকে রাখা হয়েছে। কিন্তু আর কোন শব্দ না পাওয়ায় খুব সাবধানে ঢাল বেয়ে কাঁটাগুল্ম ও ঝোপঝাড়ের ভেতর দিয়ে সে অগ্রসর হতে লাগল। তখন ভোরের আগেকার ঘন অন্ধকার। সে দেখল ঘোড়াগুলোকে। ঘাস খাচ্ছে।

'কেউ আসছে!' ভাবল রকি হঠাৎ। তারপর সে শুনল দু'টি কথাঃ 'না! যাচ্ছি না!'

কার কথা এটা? লেস্টনের? সে কি সঙ্গীদের ফেলে পালাচ্ছে? সবচেয়ে কাছের ঘোড়াটার লাগাম ধরে লাফিয়ে উঠল সে। না, কাউকে ডাকবে না। ডাকলে সবাই ছুটে আসবে এদিকে। আর সেই সুযোগে ওপরে যারা আছে ওরা পালিয়ে যাবে।

কথাগুলোর শব্দ যেদিক থেকে এসেছে সেদিকে এগোলো

নীরবে। ঘোড়ার খুরের আওয়াজ এল তার কানে। তার ঘোড়াটা নেমে গেল নালাটির মধ্যে। এখানে নিরাপদ মনে করে রকি নামল ঘোড়া থেকে। একটা ম্যাচের কাঠি জ্বালল। অনেকবার সামনে-পেছনে হাঁটল। শেষ পর্যন্ত যে ঘোড়ার শব্দ শুনেছিল সেটার খুরের দাগ সে পেল। নালার ধারে একটুক্ষণ বসে স্মৃতি থেকে জায়গাটার অবস্থান বিচার করল। ডান দিকে দুর্গম এলিফ্যান্ট পাহাড় শ্রেণী। ঐ দিকে গেলে সামনে পড়বে এক গভীর ফাটল। দু'দিকে খাড়া পাথরের প্রাচীর। এই ফাটল ডিঙিয়ে পাঁচ মাইল পেছনে পর্বতের মধ্যে এলিফ্যান্ট স্প্রিং-এ যাবার বিপজ্জনক ট্রেইল।

'লম্বু ভণ্ড পাদ্রী এনরিল যদি ওখানে পাহাড়ের চূড়ায় আটকা পড়ে থাকে ওদের সঙ্গে, তাহলে লেস্টন কোথাও ক্রিসকে অন্য কারো পাহারায় রেখেছে। এবং ওকে স্রেফ একা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। বিয়ের ভান করবে না। কিন্তু কেন মনে করছি যে এটা লেস্টনের ট্রেইল? অন্য কেউ, ওদের দল থেকে সুযোগ পেয়ে সট্‌কে পড়া কেউও তো যেতে পারে এদিকে! কিন্তু যে গেছে তার যদি জানা থাকে ক্রিসকে কোথায় রাখা হয়েছে তাহলে বুঝতে হবে এটা লেস্টনের ট্রেইল,' ভাবল রকি।

ঘোড়ার খুরের যে আওয়াজ শুনেছিল তা অনেক আগেই মিলিয়ে গেছে। তাই সে নিজেও ঘোড়া ছোটাল সেদিকে।

ফাটল ডিঙিয়ে যখন সে ক্যানিয়নের মুখে পৌঁছল তখন ভোর হয় হয়। এলিফ্যান্ট স্প্রিং লুকিয়ে থাকার চমৎকার

জায়গা। এ রকম জায়গাতেই লেস্টন আশ্রয় নেয়ার পরিকল্পনা করতে পারে। জায়গাটায় গেলেই জানা যাবে লেস্টন ওখানে গেছে কি যায়নি।

অসংখ্য আলগা পাথর ছড়িয়ে আছে ক্যানিয়নের মধ্যে। ঘোড়া হোঁচট খাচ্ছে বারে বারে। শব্দ হচ্ছে। রকির উদ্বেগ বাড়ছে। সে মনে করছে ঐ শব্দ শোনা যাবে অনেক দূর পর্যন্ত। তিন মাইল যাবার পর আকাশ ফর্সা হয়ে এল। পথ দেখে চলা সহজ হয়ে উঠল।

জায়গাটাকে মনে হল অ্যামবুশের জন্য আদর্শ স্থান। ওখানে বোল্ডারগুলোর আড়ালে থেকে একটি মাত্র মানুষ একটা গোটা বাহিনীকে ঠেকিয়ে রাখতে পারে। টান মেরে কোল্ট দু'টো বের করল রকি। কিন্তু সেই রাশি রাশি বোল্ডারের পেছনে কোন মানুষ কিংবা ঘোড়ার খুরের চিহ্ন দেখা গেল না। অতিকষ্টে পিচ্ছিল পাথরের ওপর দিয়ে ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠতে লাগল তার ঘোড়া। ক্যানিয়ন থেকে অনেক ওপরে উঠে সে দেখল একটা সবুজ সমতল জায়গা। সেখানে একটা ভাঙাচোরা পাথরের ক্যাবিন। সে কেবল ক্যাবিনটা, ক্যাবিনের সামনে দাঁড়ানো লিকলিকে লম্বা লোকটাকে দেখছে, অমনি মাথার ওপরে কোথাও গর্জে উঠল একটা রাইফেল।

চব্বিশ

বোলতার হুলের মত কিসে যেন দংশন করল তার কাঁধে। জিনের ওপর একপাশে ঘুরে পড়ে গেল সে নিচে। গড়াতে গড়াতে দীর্ঘ ঢাল বেয়ে একেবারে ক্যানিয়নের তলায়। পিস্তলগুলো বের করেছিল শেষ মুহূর্তে। ওগুলো এখন চাপা পড়েছে তার দেহের নিচে। শার্টের সামনের দিকটা ভিজে গেছে রক্তে। রক্ত গড়িয়ে পড়ছে নিচের পাথুরে মাটিতে। উইন লেস্টন হিংস্রভাবে দাঁত বের করে রাইফেল হাতে ছুটে এসে বলল, 'বাক্যবাগীশ শেরিফের টেইল এখানেই শেষ।'

কিন্তু নিথর নিস্পন্দ রকির দিকে সে তাকাল মাত্র এক মুহূর্ত। সে চোখ দিয়ে জরিপ করতে লাগল রকির পেছনে প্রধান ক্যানিয়নটা। ক্যাবিনের দরজায় দাঁড়ানো হাল্কা লম্বা লোকটি লিকলিকে হাত নেড়ে চিৎকার করে কি যেন বলল লেস্টনকে। রকির দেহটাকে ঘৃণাভরে পা দিয়ে নেড়ে সে চেঁচিয়ে বলল, 'এনরিল, ঘোড়াগুলোকে জিন পরাও। আমি এইমাত্র ছোকরা শেরিফটাকে খুন করেছি। জলদি কর!

ব্যাটা একা এসেছে বলে মনে হয় না। পেছনে নিশ্চয়ই কেউ আছে।'

ভণ্ড পাদ্রীটা মুহূর্তে তৎপর হল। দু'টো জিন নিয়ে সে ছুটে গেল পাথরের ঘরটার কোণার দিকে। এনরিল অদৃশ্য হবার সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে এল ক্রিস ডেভলিন।

মুখে কুটিল হাসি নিয়ে লক্ষ্য করল লেস্টন ক্রিসকে।

'শেষ পর্যন্ত ভাগ্যদেবী আমাকেই বেছে নিয়েছে তোমার জন্যে। তোমার ইচ্ছা অনিচ্ছার আর কোন দাম নাই,' বলল সে ব্যঙ্গের সুরে।

রকির রক্তে ভেজা মুখ, নিশ্চল হয়ে পড়ে থাকা দেহের ওপর চোখ পড়তেই দাঁড়িয়ে গেল ক্রিস, বলে উঠল, 'শয়তান! তুমি...তুমি ওকে খুন করলে?'

কাঁধ নাচিয়ে লেস্টন জবাব দিল, 'এধরনের কারবারের নিয়মই এরকম, হত্যা কর কিংবা নিহত হও। আমি নিহত হতে চাই না কিনা, তাই। ও এসেছিল সম্ভব হলে আমাকে মারতে। কাজেই, অ্যামবুশ করে গুলি করলেও আমার গুলিটা ছিল আত্মরক্ষার জন্যে। আমি...'

কিন্তু সে ক্রিস—এর দিকে তাকিয়ে থাকতেই ক্যানিয়নের দিক থেকে হঠাৎ ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল। লেস্টন শাঁ করে ঘুরে দাঁড়াল রাইফেলের নল উঁচিয়ে। কিন্তু শব্দটা আবার হঠাৎ থেমে গেল। ওরা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান পর্যন্ত এঁকেবেঁকে আসা ট্রেইলে কাউকে দেখা গেল না।

'কে আবার...' বলতে গেল লেস্টন বিরক্তির সঙ্গে। তার

কালো চোখ ঘুরে বেড়াতে লাগল ক্যানিয়নের মধ্যে।

ক্রিস দাঁড়িয়ে রয়েছে রকির নিথর দেহটার দিকে মুখ করে, নিচের ঠোঁটে কামড় দিয়ো পেছন থেকে বিদ্রূপের স্বরে কে বলে উঠল, 'লেস্টন, বুঝতে পেরেছিলাম যে তুমি এখানে পালিয়ে আসবে।'

ঘুরে দাঁড়াল লেস্টন। মুহূর্ত মাত্র জ্বলজ্বলে দৃষ্টিতে তাকিয়ে জোর-করা হাসি হেসে বলল, 'আমাকে সত্যি চমকে দিয়ে-ছিলে, ম্যাট। সবে আমাদের তরুণ বন্ধুটিকে ফেলে দিলাম গুলি করে, অমনি শুনলাম তোমার ঘোড়ার খুরের আওয়াজ। ভাবলাম ওর বন্ধুরা—সেই খ্যাপাটে আইরিশটা বুঝি আসছে। তুমি বেরিয়ে এলে কেমন করে?'

ঝোপের আড়াল সরিয়ে বেরিয়ে আসতে আসতে ম্যাট স্টোন ক্ষীণ হাসি হেসে বলল, 'আমি যখন কেটে পড়ি সে সময় আমাদের আর মাত্র চারজন বেঁচে আছে। একজনের দুই পায়েই গুলি লেগেছে। বাকি তিনজন সরে পড়তে পারত আমার সঙ্গে। তোমাকে খুঁজলাম। কিন্তু তুমি আগেই প্রাণ নিয়ে পালিয়েছ। ঐ তিনজন আসবে না। ভেবেছে, সরে আসতে গেলে আরও তাড়াতাড়ি মরবে।'

'বোকা, বোকা, কেন ওরা...'

'তুমি ঐ নালাটা দেখেছিলে। তখন আমাদেরকে ওটা দেখালে হয়ত সবাই পারতাম কেটে পড়তে। কিন্তু লেস্টন, আমার বরাবরই সন্দেহ ছিল যে বিপদের সময় তুমি শুধু নিজের চামড়াটাই বাঁচাতে চাইবে, অন্য সবাইকে মৃত্যুর

মুখে ঠেলে দিয়ে। এখন সব ঘটনা বিচার বিশ্লেষণ করে দেখছি যে তুমি আগেই পরিকল্পনা করেছিলে আমাকে এবং আর সবাইকে খালি বস্তাটা ধরিয়ে দিয়ে সরে পড়বে আমাদেরই লুট করা সোনা আর এই মেয়েটিকে নিয়ে।'

অনুচর ম্যাট স্টোনের এই ঘৃণামিশ্রিত অভিযোগ শুনে মুহূর্তের জন্য যেন হতভম্ব হল লেস্টন। তার মতলব পরিষ্কার বুঝে ফেলেছে স্টোন! পরক্ষণেই হেসে বলল লেস্টন, 'ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে লাভ নেই। স্বীকার করছি যে ওটাই প্ল্যান ছিল আমার। তবে তোমাকে বাদ দিয়ে। তোমাকে আগে বলিনি জানাজানি হয়ে যাবার ভয়ে। এখনি এনরিলকে পাঠাতে যাচ্ছিলাম তোমাকে নিয়ে আসার জন্যে—যাতে আমরা একসঙ্গে কাউন্টি থেকে চলে যেতে পারি। সময় প্রায় হয়ে গেছে। পরিস্থিতি বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে আমাদের জন্যে।'

'তুমি সত্যি একটা জঘন্য মানুষ! তোমার মত মিথ্যুক জীবনে দেখিনি! তুমি ভড়কাও না। ভাল করে জান যে আমি এসেছি তোমার ঐ নোংরা মাথাটায় একটা পয়েন্ট ফোর-ফাইভ বুলেট ঢুকিয়ে দেয়ার জন্যে। তবু তুমি ওখানে দাঁড়িয়ে অম্লান বদনে মিথ্যে বুলি ঝাড়ছ। আমাকে তুমি অন্যদের চাইতে এক রত্তি বেশি মূল্য দাওনি। চেয়েছিলে সোনা আর এ মেয়েটিকে নিয়ে পুবের কোথাও গিয়ে ভদ্রলোক সেজে জীবন কাটাবে।'

'কি বলছ এসব, ম্যাট, পুরানো দোস্ত আমরা!' বলে

উঠল লেস্টন প্রতিবাদের সুরে। 'আরে আমি...'

'চুপ! আমি কত জঘন্য জীবকে মারলাম, অথচ তোমাকে মারিনি—একথা ভাবতে লজ্জা হচ্ছে আমার। এখন তুমি ভাবছ সোনা তোমার, মেয়েটিও তোমার। এর মধ্যে আমার স্থান কোথায়?'

'আধা-আধি ভাগ, অবশ্যই। অন্যরা মরে গেছে। কাজেই ওদের কথা ভেবে কি হবে? এস, আমরা মাথা ঠাণ্ডা করে কাজ করি।'

'সমান ভাগ বলতে কি বোঝাচ্ছ? মেয়েটির বেলায় কি হবে?'

'সেটা অবশ্য আলাদা কথা। ওর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে, যদিও সে বাধা দেবে বাঘিনীর মত। সময় পাইনি ওকে পোষ মানাবার। কিন্তু পোষ না মেনে সে যাবে কোথায়! এবং...'

'এস, একটা ডলার টস্ করে দেখা যাক মেয়েটাকে কে নেবে,' বলে ম্যাট লেস্টনের দিকে পেছন ফিরে পকেট থেকে কি বের করতে গেল লুকিয়ে। এই সুযোগে লেস্টন তার উইনচেস্টারের নল তুলে ফেলল ক্ষিপ্র গতিতে। পলকে বেড়ালের মত লাফ দিয়ে ম্যাট স্টোন ড্র করল তার দুই কোল্ট। দুই কোল্টের একটা গুলি মুখে এবং একটা বুকে নিয়ে লেস্টন মরল।

কোল্ট দু'টি হোলস্টারে ভরে রাখতে রাখতে মাথা ঝাঁকিয়ে গম্ভীর মুখে স্টোন বিড়বিড় করে বলল, 'জানতাম ও এরকম করবে। এস সুন্দরী, প্রিয়তমা, এখন রইলাম শুধু

আমি আর তুমি।'

কিন্তু ক্রিস মূর্ছা গেল। ম্যাট হতভম্ব হয়ে ঝুঁকে ক্রিসকে দেখল। তারপর পা বাড়াল ক্যাবিনটার দিকে। ইতিমধ্যে এনরিল এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে তিনটি ঘোড়া নিয়ে। কিন্তু হঠাৎ ম্যাট ঘুরে দাঁড়াল রকির উঠে দাঁড়ানোর মৃদু শব্দ শুনে।

'একি! লেস্টন বলল ও তোমাকে মেরে ফেলেছে!'

'ভেবেছিল মেরে ফেলেছে। কিন্তু সামান্য আঁচড় লাগা ছাড়া আর কিছু হয়নি আমার। আমি ওকে গুলি করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তুমি এসে পড়লে। ওকে নিজ হাতে মারার সুযোগ থেকে আমাকে বঞ্চিত করলে তুমি। এখন আমি এখানে হাজির। বাজি ধরা-টরা সব শেষ, ম্যাট।'

'হ্যাঁ, মনে হচ্ছে বদলে গেছে সবকিছু। জান, কেন আমি এখনি চলে যেতে চাই এ জায়গা ছেড়ে? এই ক্যানিয়নটায় অনেক লোকের ভিড় জমে গেছে। আমার মত শান্তিপ্রিয় মানুষের এখানে থাকা পোষাবে না,' বলল ম্যাট স্টোন রসিকতা করে।

'আমার মনে হয় শেরিফগিরির ক্ষেত্রে আমি এখনও কাঁচা। তাই ভাবি, একেকটা সময় আসে যখন আইন ভাল, আবার একেক সময় আসে যখন সাধারণ মোটা বুদ্ধিই ভাল। এই মুহূর্তে আমার মোটা বুদ্ধি তোমাকে বলতে বলে—যাও! চলে যাও! তবে কথা দিয়ে যেতে হবে যে ক্রিসেন্টভিল কাউন্টিতে কখনও ফিরে আসবে না।'

'এটা সত্যি তোমার দয়া, এবং মোটাবুদ্ধিও বটে! চল, আমরা তাই করি। তোমার গান্‌গুলো আছে তো? হ্যাঁ, আছে দেখছি। বেশ, তাহলে ঘোড়ায় চেপে তোমার পসির কাছে ফিরে যাও। ইচ্ছা হলে ওদেরকে এখানেও আনতে পার। ততক্ষণে আমরা অদৃশ্য হয়ে যাব এখান থেকে। এটা বেশ ন্যায় সঙ্গত, তাই না? লারেডোতে দেখা হবার সেই দিন থেকে তোমার স্টাইলটা আমার ভাল লেগেছে।'

'তাহলে এনরিলকে বল মিস ডেভলিনের ঘোড়াটা নিয়ে আসতে। তারপর বল লুটের সোনা কোথায় রাখা হয়েছে,' বলল রকি হাসিমুখে।

'উঁহুঁ!' বলল স্টোন হাসতে হাসতে মাথা দুলিয়ে। 'সোনা যেখানে মাটিতে পোঁতা আছে ওখানেই থাকবে। যদি পারি কোনদিন তুলে নেব, নইলে কেউ পাবে না। আর মেয়েটির ব্যাপারে কথাটা হচ্ছে, ওকে সামলানো তোমার কম্ম নয়, বাছা। তুমি এখনও কচি।'

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে রকি বলল, 'সেক্ষেত্রে আমাদের চুক্তি ভেঙে গেল ম্যাট। তোমাকে একটা সুযোগ দিতে চাইলাম, কিন্তু তুমি নিলে না...'

'এসব কি বলছ, বাপু, বোকামি কোরো না। এতক্ষণে তোমার বোঝা উচিত যে তোমাকে খুন করার দরকার নেই আমার। যা করতে চাই না তা করতে বাধ্য কোরো না। যা বলছি তাই কর। ঘোড়াটায় চড়ে চলে যাও ক্যানিয়নের ভেতর দিয়ে।'

কথাগুলো স্টোন বলল মুখের হাসি বজায় রেখে। কিন্তু রকি দেখল, ওর হাতের আঙুলগুলো শক্ত হয়ে গেছে, কনুই দু'টো আলগা হয়ে গেছে দেহের পাশ থেকে, একটা চোখ-ধাঁধানো ড্র-এর জন্য তৈরি হয়েছে সে।

'তা হয় না, ম্যাট। এখানে তোমার নামডাক থাকতে পারে একজন গান্ এক্সপার্ট হিসেবে। কিন্তু দোস্ত, আমি যে জায়গার লোক—আচ্ছা, এল-ঈগোলের নাম শুনেছ কখনো?'

ম্যাট কোল্ট-এর বাঁটের ওপর চাপড় দিতেই ক্রিস ডেভলিন উঠে বসল চট্ করে, বড় বড় চোখে তাকাল ওদের দিকে। চিৎকার করার জন্য মুখ খুলল সে, কিন্তু আওয়াজ বেরুল না। আতঙ্ক-ভরা দৃষ্টিতে সে লক্ষ্য করল ম্যাট স্টোনকে। কারণ, এল্-ঈগোলে নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাট স্টোন টেনে বের করেছে তার জোড়া কোল্ট।

পঁচিশ

রকির কাঁধ দপ্‌দপ করছে ব্যথায়। তবু সে স্থির রয়েছে। ডান হাতটি তার শাঁ করে চলে গেল বাঁ-পাশের কোল্টটির দিকে।

বিদ্যুতের বেগে ওটা অগ্নি উদ্‌গীরণ করল ম্যাটের ওপর। ম্যাটের বুলেটগুলো গর্জন করে চলে গেল তার প্রায় গা ছুঁয়ে। পরক্ষণেই গাট্টাগোট্টা গান্‌ম্যানটি হঠাৎ সামনে ঝুঁকে বসে গেল হাঁটুর ওপর। পিস্তল দু'টো খসে পড়ল ওর হাত থেকে। সে পড়ে গেল মাটিতে, মুখ থুবড়ে।

লেস্টনের রাইফেলটি তুলে নিয়ে রকি দ্রুত গুলি চালাল এনরিলের দিকে। এনরিল তখন একটা ঘোড়ায় চেপে পালাতে চেষ্টা করছে। চতুর্থ বা পঞ্চম গুলির পর রকি দেখল লম্বা ভণ্ড খুনীটি খসে পড়ল জিন থেকে। নিজের ক্ষতের তীব্র যন্ত্রণায় কাঁপতে কাঁপতে রকি ফেলে দিল রাইফেলটা।

ম্যাট স্টোন তখনও মরেনি। বিড়বিড় করে সে বলল, 'আমাকে সেদিন বোকা বানিয়েছিলে, লারেডোতে...' এরপর সে নীরব হয়ে গেল চিরকালের জন্য।

'মিস ডেভলিন, এখান থেকে সরে ক্যাবিনের দিকে চলে যান। আমার মনে হয় এখানে শিগ্‌গির লোকজন আসবে।'

রকি নিজেও পা বাড়াল ক্যাবিনের দিকে, কিন্তু টলতে লাগল।

তাকে জড়িয়ে ধরল ক্রিস কোমল বাহু মেলে। বলল, 'আমার ওপর ভর দিন। আমি...আমি আর মূর্ছা যাব না। ওরা এখন মরা সাপ। আমার ভয় করছে না।'

'কিচ্ছু হয়নি আমার। উইনচেস্টারটা তুলতে গিয়ে কাঁধে ব্যথা পেয়েছি।'

ধীর পায়ে ওরা এগিয়ে গেল ক্যাবিনের দিকে। এনরিল

একদিকে কাত হয়ে বসে ফুঁপিয়ে কাঁদছে নাকি সুরে। ওর একটা হাত ভেঙে গেছে। ডান পাছারও খানিকটা ছিঁড়ে নিয়ে গেছে একটা বুলেট।

'তুই একটা চমৎকার আউট-ল। একটা হাত ভাঙল, তাতেই ঘোড়ার পিঠে থাকতে পারলি না, পালাতেও পারলি না। ওরে বেজন্মা শয়তান! ঐ ভাঙা হাতের জন্যেই তোর গর্দানটাও ভাঙবে!'

এনরিলের নাকি কান্না থামল না। রকি গিয়ে বসল ক্যাবিনের দেয়ালে ঠেস দিয়ে। চেয়ে রইল ক্যানিয়নের দিকে। মুহূর্তখানেক তার দিকে চিন্তিত মুখে তাকিয়ে থেকে ক্রিস এসে দাঁড়াল পাশে। রকি চোখ তুলে দেখল না। সে ভাবছে, জন মার্টিনও যদি ঐ পাহাড়-চূড়ায় ঘেরাও-এর মধ্যে পড়ে খতম হয়ে থাকে অন্য আউট-ল'দের সঙ্গে, তাহলে ক্রিসেন্টভিলে তার কাজ শেষ।

শুরুতে সে স্বপ্ন দেখেছিল—ক্রিসেন্টভিল কাউন্টির আউট-ল'গুলোকে উৎখাত ও নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে দাঁড়াবে এই মেয়েটির সামনে, যেভাবে এখন মেয়েটি এসে দাঁড়িয়েছে তার সামনে। সেই স্বপ্নটি মরে গেছে। বোকার মত সে ভেবেছিল যে রিও গ্র্যাণ্ডে আর এ জায়গার মাঝখানের সব ক্রিমিন্যাল, চোর-বাটপারের গাল-গল্পের মাধ্যমে যে 'সুনাম' তৈরি হয়েছে এল-ঈগোলের, সেটা মুছে যাবে। এখন যদি সে মেয়েটিকে বলে যে ছদ্মনামটি তার—মেক্সিক্যানরা তাকে দিয়েছিল ঐ নাম—তা হলে সব শেষ

হয়ে যাবে।

দক্ষিণ অঞ্চলে লোকে বলে অনেক মানুষ খুন করেছে সে। কিন্তু খুনের নেশায় খুন সে করেনি একবারও। প্রতিবারই গুলি করেছে বাধ্য হয়ে, জীবন রক্ষার জন্য, অন্য কোন উপায় ছিল না বলে।

উঠে দাঁড়িয়ে ক্রিস–এর দিকে না চেয়ে সরে গেল ও। ক্রিস তার দিকে তাকাল বিভ্রান্ত দৃষ্টিতে। এনরিলের ভাঙা হাতটি কয়েকটা কাঠির সঙ্গে বেঁধে দিল রকি। পা দু'টি বাঁধল একসাথে। ক্যানিয়নে ঘোড়ার খুরের শব্দ শুনে দু'জনেই চাইল সেদিকে। রকি হাতের ইশারায় ক্রিসকে বলল ক্যাবিনে চলে যেতে। ক্রিস মেনে নিল তার আদেশ। রকি পিস্তল তুলে দাঁড়াল।

ঘোড়া হাঁকিয়ে এসেছে টিম ডেভলিন। মৃত্যুভয়ে বিবর্ণ তার মুখ। রকিকে দেখে দুই হাত তুলে ফেলল সে মাথার ওপর। গড়িয়ে নামল জিনের ওপর থেকে। বসল মাটির ওপর।

'আমার আগেই এসে পড়েছেন! দলের মধ্যে একমাত্র আমিই বেঁচে আছি! কোন রকমে বেরিয়ে একটা ঘোড়া নিয়ে পালিয়ে এসেছি। কখনও ভাবিনি যে আপনি এখানে ট্রেইল আটকে পিস্তল হাতে দাঁড়িয়ে থাকবেন।'

'ট্রেইল আর কে কে আটকে ছিল তা লক্ষ্যও করনি? লেস্টন আর ম্যাট স্টোন। স্টোন মেরেছে লেস্টনকে। তারপর সে আত্মসমর্পণ না করায় আমি ফেলে দিলাম ওকে। তুমি

আর এনরিল হলে সবচেয়ে নিকৃষ্ট আউট্-ল। আজ তোমার একটা শিক্ষা নেয়া উচিত। এই দেশে থাকতে হলে পুরোপুরি আউট-ল হবে। নইলে সৎ মানুষ হবে। মাঝামাঝি কিছু হবে না। হয় বাপের সুপুত্র হবে, নইলে হবে নরকের শয়তান। আঁধার রাতে বাপকে অন্তত ভয় দেখাতে পারবে। পুতও নয়—ভূতও নয়, আলুও নয়—কচুও নয়, এমন কিছু হলে চলবে না। আমি বলি কি, তার চাইতে ভাল হয়ে যাও!'

'উপদেশ দেয়ার সময় বটে এটা! লেস্টনের ধোঁকায় পড়ে আমার আজ এই অবস্থা। আমার যথেষ্ট শিক্ষা হয়েছে!'

'তুমি পালিয়ে আসার সময় আমাদের লোকেরা কেউ দেখেছে তোমাকে?' জিজ্ঞেস করল রকি।

টিম বলল, 'দেখেছে বলে মনে হয় না। নালার ভেতর দিয়ে ঝোপ-ঝাড় ভেদ করে চলে এসেছি। ওরা তাড়া করেছে পেছন থেকে। আমার ট্র্যাক সহজেই পেয়ে যাবে।'

'ঘোড়ায় ওঠ, মাথা নিচু করে যত দ্রুত পার পালাও। তোমার মুখ যেন কেউ না দেখে।'

টিম বুঝল, অজানা কারণে শেরিফ তাকে ছেড়ে দিচ্ছে। ঝড়ের বেগে ঘোড়া হাঁকিয়ে চলে গেল সে।

ক্যাবিনের দরজার কাছে এসে ক্রিস বলল, 'ধন্যবাদ! ধন্যবাদ! কাকার বুকটা ভেঙে যেত। আমি জানতাম টিম লেস্টনের দলে ভিড়েছে। লেস্টনকে মিনতি করেছিলাম টিমকে যেন ডাকাতি করার সময় নিয়ে না যায়। যা কিছু করেছি সবই টিমকে ডাকাত হিসেবে পরিচিত হওয়া থেকে

বাঁচানোর জন্যে। মানে, শেষ দিকে যা করেছি। এক সময় লেস্টন আমার মনে বিশ্বাস জন্মিয়ে ছিল যে সে একজন ভাগ্যহত ভদ্রলোক। কিন্তু ঐ লম্বুটার পাহারায় আমাকে পাঠিয়ে দিল এখানে। বন্দী করে রাখল। খবর পাঠিয়ে ভরসা দিল টিমকে আমার হাতে ছেড়ে দেবে। কিন্তু আপনি আসার একটু আগে এসে তার আসল চেহারা প্রকাশ করল। পিস্তল তুলে বলল তাকে বিয়ে করতে হবে। যেতে হবে অন্য কোথাও তার সঙ্গে। আমি তৈরি হয়েছিলাম মরার জন্যে।'

'ঠিক আছে! ঠিক আছে! ওসব পরে বলবেন, আপনার কাকা আসুন!' বলল রকি ধৈর্য হারিয়ে।

'আমিও তাই চাই,' বলল ক্রিস। তারপর রকির উদ্দেশ্য বুঝতে না পেরে এক-পা এগিয়ে বলে উঠল, 'আপনি, আপনি কি তাঁকে বলতে যাচ্ছেন?'

'টিমের ব্যাপারে? একমাত্র যে কথা তাঁকে বলতে পারি তা হচ্ছে এই যে সেদিন দেখা হতে সে আমাকে বলেছে যে আরকানসাসে চলে যাচ্ছে। সেজন্যই আপনার কাছে পাঠানো লেস্টনের মেক্সিকান বার্তাবাহকটি টিমের নাম উল্লেখ করেছে শুনে আমি অতটা আশ্চর্য হয়ে গেছিলাম। আরও বলব, মরার আগে লেস্টন স্বীকার করেছে যে সে টিমের নামটা আপনাকে ধোঁকা দেয়ার জন্যে ব্যবহার করেছিল। আর, আমি ক্যাবিনের ভেতর কাঁধে পট্টি বাঁধার সুযোগে যে চোরটা পালাল, ওকে আমি চিনি। লেস্টনের দলের এক বদমাশ। লারেডোতে দেখেছি।'

'আমি সেকথা জিজ্ঞেস করিনি। জানতে চেয়েছি আপনিই যে এল–ঈগোলে তাঁকে সেটা জানাবেন কি না।'

'আপনি তাহলে শুনেছেন ম্যাট স্টোনকে যা বলেছি। বললেও কি, না বললেও কি। আপনারা আগে বা পরে জানতেনই।'

'ম্যাট স্টোন? আমি শুনিনি ওকে কি বলেছেন। যেদিন মিসেস ক্রো–র বারান্দায় আমরা আলাপ করেছি সেদিন থেকে জানি যে আপনিই এল–ঈগোলে। এল–ঈগোলের ভয়ঙ্কর কীর্তিকাহিনীর গল্প শুনলেই আপনাকে ক্রুদ্ধ দেখাত। তাছাড়া আমি জানতাম আপনি ঐ অঞ্চল থেকে এসেছেন। আপনার বাবার হত্যাকাণ্ড নিয়ে রড্রিগ্স দস্যুটার সঙ্গে দীর্ঘ লড়াইয়ের ব্যাপারটাও শুনেছিলাম। কাজেই প্রথম থেকেই অনুমান করেছিলাম আমি।'

'তা হলে এ বিষয়টা মিটে গেল। আমি খুশি হলাম। কিন্তু আপনার কাকাকেও বলব। দক্ষিণ–পশ্চিমের এই ভয়ঙ্করতম শহর ও কাউন্টিতে আইন–শৃঙখলা প্রতিষ্ঠিত হতে যাচ্ছে সীমান্তের দুর্দান্ততম আউট–ল'র মাধ্যমে—যে কি না নারী হরণ করে বেড়ায়, খুনের আনন্দে খুন করে—এটা কি খুব মজার ব্যাপার নয়?'

মিনিট দুই নীরব থেকে একটা সিগারেট বানিয়ে ধরাল সে। কয়েকটা টান দিয়ে আবার বলল, 'এল–ঈগোলে! মেক্সিকানরা বলে, সীমান্তের সবচেয়ে মারাত্মক হত্যাকারী। ওরা আমাকে এই নাম দিয়েছিল। কারণ, ঈগলের মতই

আমি নামতাম রড্রিগ্‌স-এর রাজ্যে, ছোঁ মেরে তুলে নিতাম বা সাবাড় করতাম তার খুনী অনুচরদের। তবে আমার কার্যকলাপ সংক্রান্ত অনেক কাহিনীই কল্পিত, মিথ্যা। যেখানে যাই এসব মিথ্যা আমাকে অনুসরণ করে। এমন সব জায়গায় আমি গিয়েছি বলা হয় যেখানে কখনও পা দিইনি। এমন সব কাজ করেছি বলা হয় যা কোন সভ্য মানুষ করতে পারে না।'

'এখন?' প্রশ্ন করল ক্রিস মৃদুকণ্ঠে।

'এখন? শুনুন, বলি। এখানে এসেছিলাম একটা লোককে খুন করতে, যে আমার এক বন্ধুকে খুন করেছে। আপনি তা জানেন। জানেন যে আমি পেনড্রেকের খোঁজে এসেছি। কিন্তু আমার মনে আরও কিছু ছিল। ট্রেইলে আসতে আসতে ভাবছিলাম, এখানে, রিও গ্র্যাণ্ডে থেকে দূরে, অতীতের সব ঘটনা থেকে দূরে, কোন সুযোগ হয়ত আছে আমার মত আউট-ল'র জন্যে। সুযোগ—নতুন করে জীবন শুরু করার। সীমান্তেও কেউ জানে না যে রকফিল্ড ট্রেন্টন আর এল্-ঈগোলে একই ব্যক্তি। সেজন্য নিজের নাম ব্যবহার করেছি ক্রিসেন্টভিলে। তারপর আপনারা আমাকে শেরিফ বানালেন। আমি ওটা খুবই চেয়েছিলাম। একটা বিশেষ কারণ ছিল—আপনি তাও জানেন। কিন্তু এখন...'

সিগারেট ছুঁড়ে ফেলে সে ফিরল ক্রিস-এর দিকে।

'লা কাসা স্যিউয়েনা—স্বপ্নমহল—আমি স্বপ্নমহল রচনা করেছিলাম। এখন বিদায় জানাতে হচ্ছে সেই মহলকে। ওটা ধসে পড়েছে। সামনে এক দীর্ঘ নিঃসঙ্গ পথ ছাড়া আর

কিছুই দেখছি না। সুতরাং…'

'আপনি কখনো টিম্বার স্প্রিং–এ গেছেন? কাকার র‍্যাঞ্চের উত্তরে? অতি সুন্দর জায়গা…' হঠাৎ প্রশ্ন করল ক্রিস।

ক্রিস–এর এই অপ্রাসঙ্গিক প্রশ্নে ভাবনার সূত্র কেটে গেল রকির।

'না, আমি যাইনি ওদিকে। হঠাৎ ঐ কথা বললেন কেন?'

'আঙ্গাস কাকা সব সময় টিম্বার স্প্রিং–এর কথা বলেন। বয়সটা তাঁর পঁচিশ বছর হলে নাকি তিনি ওখানে যেতেন। তিনি বলেন ওটা নাকি একটা স্বাভাবিক 'কাউ–রেঞ্জ'। শিগ্গিরই কেউ না কেউ এসে পানির দামে জায়গাটা কিনবে এবং বিক্রি করলে প্রচুর মুনাফা পাবে। তিনি ওটা কিনবেন বলছেন।'

'ও, তাই নাকি, বেশ তো, কিনুন না…,' বলল রকি বিভ্রান্ত ভাবে।

'তিনি বলেন, ওটা যে কিনবে তাকে সর্বক্ষণ গরু চোরদের হাত থেকে নিজের সম্পত্তি রক্ষা করার মত শক্ত লোক হতে হবে। আঙ্গাস কাকা ওসব পারবেন না, কারণ তিনি বুড়ো হয়েছেন। তাছাড়া, টিম নেই। তাঁকে নিজের রেঞ্জ সামলাতে হবে একা। আমার মত হচ্ছে, তিনি বরং টিম্বার স্প্রিং–এর জায়গাটা কিনে কিছু গরু সহ কোন উদ্যমী তরুণের কাছে বেচে দেবেন খুব সহজ শর্তে—মানে, নগদ মূল্য না নিয়ে এবং কেনা দামে। তিনি সেটা পারেন, কারণ

তাঁর সে সঙ্গতি আছে। এবং সে রকম উপযুক্ত ও উদ্যমী তরুণ খুঁজে পাওয়াও কঠিন হবে না—ধরুন কোন প্রাক্তন শেরিফ-টেরিফ....'

আবারও বিভ্রান্ত হয়ে রকি তাকাল ক্রিস-এর দিকে। ক্রিস-এর মুখ অত্যন্ত গম্ভীর।

'শুনতে ভাল লাগল। কিন্তু এ সবের সাথে আমার, মানে, আমাদের সম্পর্কটা বুঝলাম না!'

'বুঝলেন না?' আমি বললাম, 'কোন প্রাক্তন শেরিফ...' বলতে বলতে হেসে ফেলল ক্রিস। তার কৃত্রিম গাম্ভীর্য অন্তর্হিত হল।

'ক্রিস! তুমি...আমি সত্যি একটা মাথামোটা লোক, তুমি কি ভুলে যাচ্ছ আমি এল-ঈগোলে...'

'ওদের উচিত ছিল তোমাকে টন্টো—বুদ্ধু নাম দেয়া! তুমি যে নারীহরণ ইত্যাদি জঘন্য কাজ করে বেড়াওনি, জন মার্টিন যে মিথ্যা কাহিনী প্রচার করেছে সবার কাছে এসব কি আমি বুঝি না মনে কর? সীমান্তের ওসব ব্যাপার সম্পর্কে আমি দুঃখিত। দুঃখিত যে পরিস্থিতি তোমাকে গানম্যান বানিয়েছে। কিন্তু তুমি যেমন এদেশের মানুষ, আমিও তাই। আমি জানি একজন পুরুষকে কি রকম সব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তোমাকেও হতে হয়েছে এবং তা সত্ত্বেও তোমার মনুষ্যত্ব হারিয়ে যায়নি। আরও বলিষ্ঠ—আরও শাণিত হয়েছে।'

'ক্রিস, তুমি আমার সম্পর্কে এত ভেবেছ?'

'ভেবেছি প্রথম থেকেই। লেস্টনের প্রতি আমার করুণা ছিল—ভালবাসা নয়। ওদের ফাঁদে পা দিয়েছিলাম হতভাগা টিমটাকে উদ্ধার করতে পারব ভেবে। বুদ্ধু না হলে তোমাকে শেরিফ করার অনুরোধ যখন করি তখন থেকেই বুঝতে...'

'ক্রিস...ক্রিস...আমি ধন্য হলাম,' বলে ওকে বুকে টেনে নিল রকি।

রকির বুকে মুখ গুঁজে মৃদুকণ্ঠে বলল ক্রিস, 'হ্যাঁ, টিম্বার স্প্রিংই হবে আমার ঈগলের বাসা।'